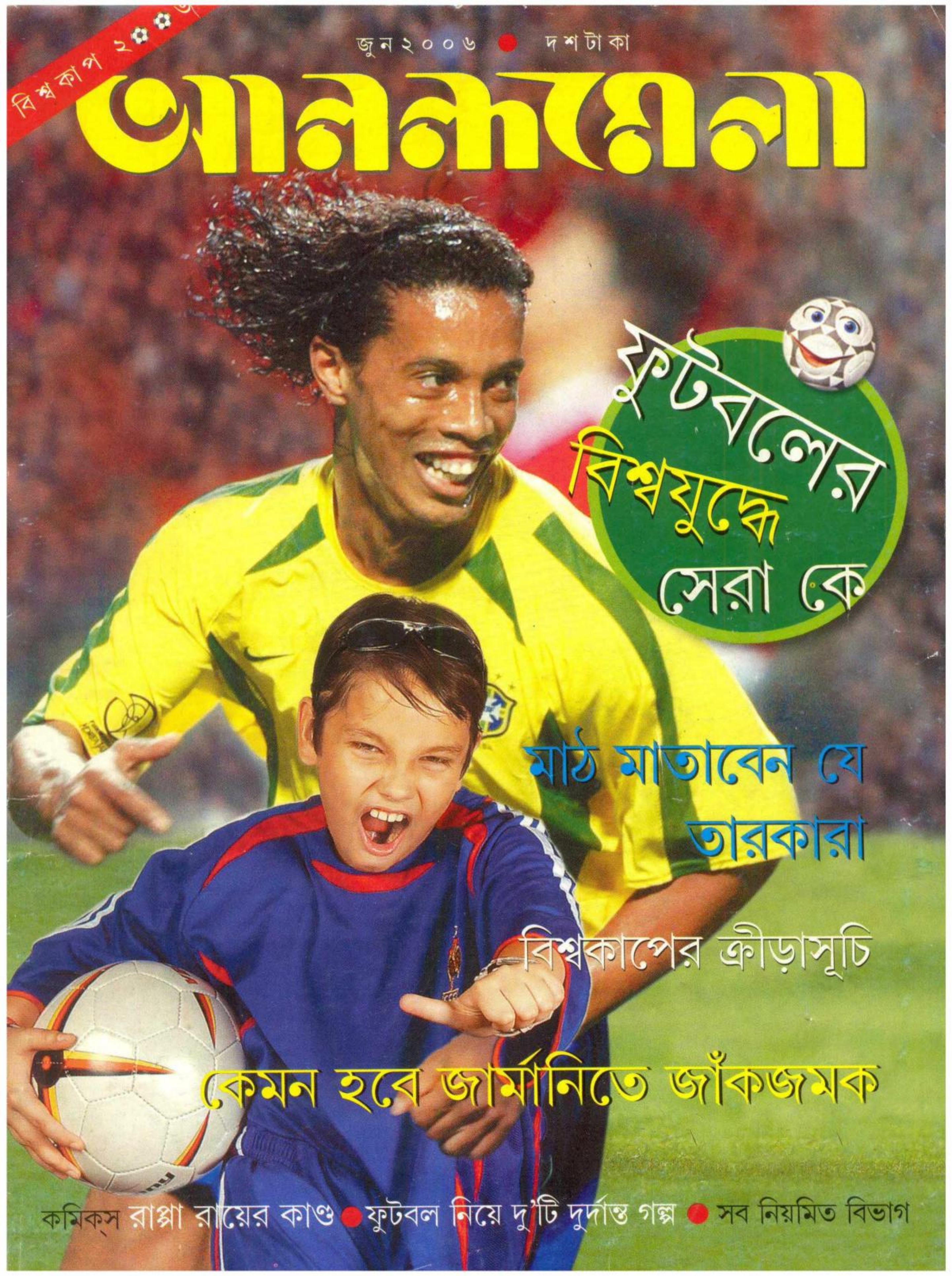

বিশ্বকাপ ২
জুন ২০০৬ ● দশ টাকা
আনন্দমেলা
ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধে সেরা কে
মাঠ মাতাবেন যে তারকারা
বিশ্বকাপের ক্রীড়াসূচি
কেমন হবে জার্মানিতে জাঁকজমক
কমিক্‌স রাপ্পা রায়ের কাণ্ড ● ফুটবল নিয়ে দু'টি দুর্দান্ত গল্প ● সব নিয়মিত বিভাগ

বাচ্চাদের জন্য ভারতের বৃহত্তম ট্যালেন্ট হান্ট

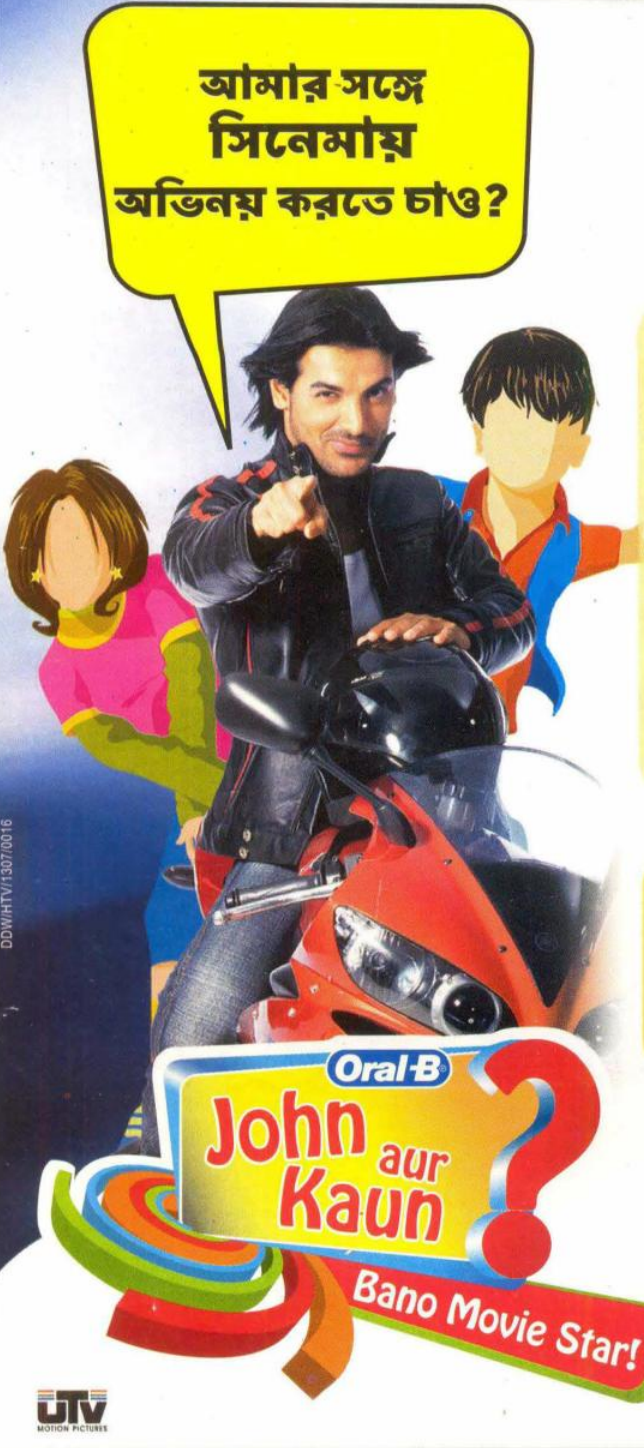

হাঙ্গামা টিভি নিবেদিত ওরাল-বি 'জন অউর কৌন'। এ ধরনের ট্যালেন্ট হান্ট ভারতে এই সর্বপ্রথম, যেখানে 7 থেকে 14 বছরের মধ্যেকার বয়েসি একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে একটি হিন্দি ছায়াছবিতে **জন আব্রাহামের সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ পাবে, জিতবে পাক্কা 5 লক্ষ টাকা** এবং তাদের কেরিয়ার তত্ত্বাবধানের জন্য ইউটিভি-র সঙ্গে একটি 3 বছরের চুক্তি! *

**শর্তাবলি প্রযোজ্য*

কি নিজেকে স্টার-স্টার লাগছে ? বেশ তো, হাতে তুলে নাও কাগজ-কলম আর নীচেকার বিবরণ লিখে বানিয়ে ফেলো নিজের এন্ট্রি ফর্ম : **(in english block letters)**

- **First Name • Middle Name • Surname**
- **Date of Birth [dd/mm/yy] • Parent / Guardian's Name**
- **Address • City • Pin Code • Tel. Nos.**
- **Choose your center for audition (if short listed)**
- **Mumbai • Delhi • Kolkata • Ahmedabad • Hyderabad**
- **Why should I be chosen to act with John Abraham? (25 words max)**
- **Demand draft no.: • Bank:**
- **Please write the following statement and sign as indicated:**

We have read, understood and agree to abide by all the Rules & Regulations# of the contest as amended from time to time.

Participant's signature Parent / Guardian's signature

লগ-অন করো : johnaurkaun.indiatimes.com

নিজের 2টি সাম্প্রতিক 4 ইঞ্চি X 6 ইঞ্চি রঙিন ছবি (মুখের একটি ক্লোজ-আপ এবং আরেকটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের) এবং **'UTV HUNGAMA A/c, OBC, Bandra branch'**-এর স্বপক্ষে লিখিত এবং মুম্বইতে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট / ব্যাঙ্কার্স চেক-এর আকারে 500 /- টাকার প্রসেসিং ফী সহ এই ফর্মটি পাঠিয়ে দাও নীচের ঠিকানায় : **"John Aur Kaun, Post Bag No. 102, Azad Nagar Post Office, Mumbai - 400053"** ।

তোমার নিকটতম প্ল্যানেট এম, আইনক্স মালটিপ্লেক্স থেকেও এন্ট্রি ফর্ম সংগ্রহ করে নিতে পারো বা ফর্ম ডাউনলোড করার জন্য লগ-অন করো johnaurkaun.indiatimes.com। ফর্মের বিবরণ জানতে হলে ফোন করো (022)-26330505 বা 1234 (রিলায়েন্স মোবাইল গ্রাহকদের জন্য)।

আরও জানতে হলে দেখতে থাকুন হাঙ্গামা টিভি।

hungama

UTV MOTION PICTURES

Co-Presenting Sponsors: Bournvita | Vegetable Atta Noodles | Sunfeast

Associate Sponsors: Dermi Cool | Wai Wai | Tata Salt | Add Gel Achiever | Goodies

Prize Sponsor: MITASHI
Beverage Sponsor:
Telecom Partner: Reliance World
Radio Partner: Radio City 91 FM
News Partner: Star News
Powered by: indiatimes.com

DDW/HTV/1307/0016

আনন্দমেলা
৩২ বর্ষ ২ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩ জুন ২০০৬

বিশ্বকাপ ২০০৬

জার্মানির বায়ার্ন মিউনিখ-এর স্টেডিয়ামে ৯ জুন শুরু হচ্ছে এবারের বিশ্বকাপ। ৯ জুলাই পর্যন্ত চোখ ফেরানো যাবে না ফুটবল থেকে। বিশ্বকাপ নিয়ে রইল একগুচ্ছ লেখা।

ধাপে-ধাপে বিশ্বকাপে ৬ রূপক সাহা

বিশ্বকাপ ২০০৬ ক্রীড়াসূচি ১২

বিশ্বকাপের দেশে ১৪ রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এবারে মহাতারকার বিশ্বকাপ ২০ তানাজী সেনগুপ্ত

বিশ্বকাপের ৩২ বাহিনী ২৪ সন্দীপ দাশগুপ্ত, পরমা সেন, সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন রুদ্র এবং অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকাপ এখন দারুণ সিরিয়াল ৪০ সন্দীপ দাশগুপ্ত

অন্যান্য পাতায়

ডাকবাক্স ৪
পাঠকের পাতা ৫
বিজ্ঞানের টুকিটাকি ৪৩
কুইজ় ৫১
ক্যাম্পাস ৫৪
অমিল খোঁজো, তফাত বোঝো, হাসছি দ্যাখো ৬৪
অর্থ শেখো, শব্দসন্ধান ৬৫
নানারঙের রামধনু ৬৬

প্রচ্ছদ: রোনাল্ডিনহো এবং মডেল
ফোটো মিক্সিং: অমিতাভ চন্দ্র
শিশু মডেল: অভনীশ **মেকআপ:** অঞ্জন চৌধুরী
মডেলের ফোটো: গৌতম রায়

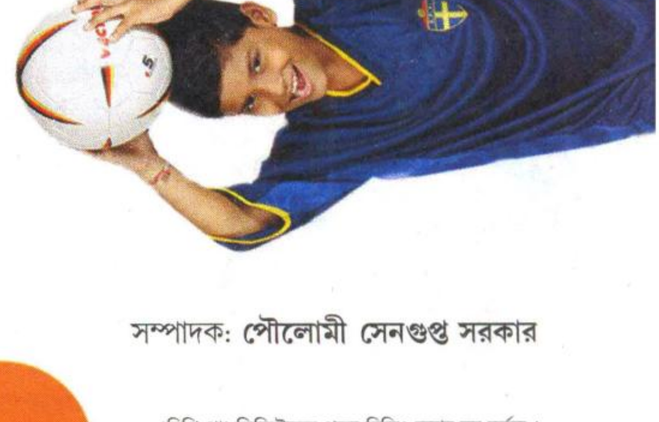

ফুটবলের গল্প

সিধুর বিশ্বকাপ ৪৪ দুলেন্দ্র ভৌমিক
হাতিডোবায় হাড্ডাহাড্ডি ৫২ তৃষিত বর্মন

রাপ্পা রায়ের কাণ্ড ৫৯

সম্পূর্ণ রঙিন অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স (শেষ কিস্তি)
অপহৃত বাচ্চাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসছিল রাপ্পা রায়।
কিন্তু ঝামেলায় জড়িয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কী হল?

সম্পাদক: **পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার**

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর ২ টাকা ৫০ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

গল্প হোক ছোট

আমি 'আনন্দমেলা'র নিয়মিত পাঠক। একটা কথা না বলে পারছি না, আনন্দমেলা এপ্রিল সংখ্যাটি পড়ে খুব একটা ভাল লাগেনি। আনন্দমেলায় বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা আরও বেশি করে ছাপা হলে ভাল লাগবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে খুব বেশি বড় গল্প ছাপবেন না। কারণ, খুব বড় গল্প পড়তে ভাল লাগে না। ছোট গল্প ছাপলে পড়তে ভাল লাগে। এপ্রিল সংখ্যায় 'রজনীবাবু ভাল আছেন' গল্পটি খুব একটা ভাল লাগেনি। 'বিজ্ঞানের টুকিটাকি' বিভাগে আরও তথ্য দিলে ভাল হয়।

রেন রায়
দশম শ্রেণি
মুরারিপুকুর গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

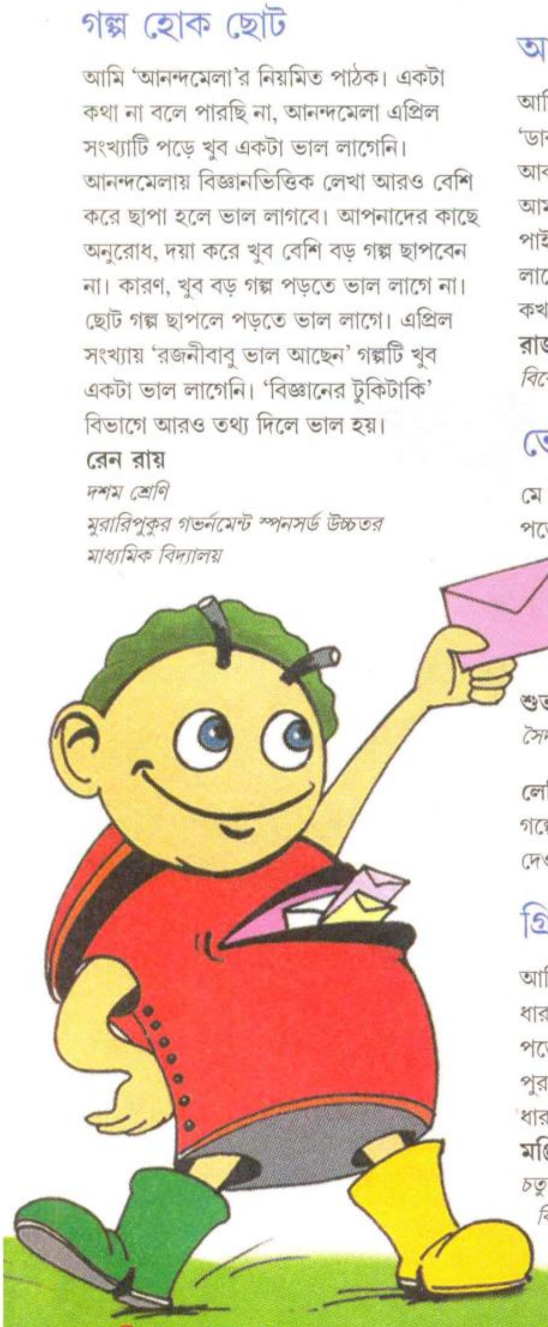

'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' দারুণ

মে সংখ্যা 'আনন্দমেলা'য় সত্যজিৎ রায়ের 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' খুব ভাল লাগল। আগামী সংখ্যাগুলোয় ফেলুদার উপন্যাস ছাপা হলে আরও ভাল লাগবে। এ ছাড়াও মে সংখ্যায় ভাল লেগেছে 'ভেনিসে পিন্টুমামা' রহস্য উপন্যাসটি। আশা করি, আনন্দমেলার আগামী সংখ্যাগুলোয় এই রকম ভাল উপন্যাস আরও ছাপা হবে।

মৃন্ময় পাল
ষষ্ঠ শ্রেণি, বাঁকুড়া জিলা স্কুল

আমাদের প্রিয় 'ডাকবাক্স'

আমি 'আনন্দমেলা' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। 'ডাকবাক্স' বিভাগটি থাকায় এই পত্রিকার আকর্ষণ অনেকটাই বেড়েছে। এই বিভাগেই আমরা নিজেদের নাম ছাপার অক্ষরে দেখতে পাই, এটা দেখতে আমাদের সবারই খুব ভাল লাগে। আমার অনুরোধ, এই বিভাগটি যেন কখনও বন্ধ না হয়।

রাজর্ষিরঞ্জন ভট্টাচার্য
বিবেকনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা

ভেনিসের বাস্তব বর্ণনা

মে মাসের 'আনন্দমেলা'য় 'ভেনিসে পিন্টুমামা' পড়ে খুব ভাল লাগল। গল্পে ভেনিস শহরের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা কি কাল্পনিক? যদি তা না হয়, তা হলে লেখিকা কোথা থেকে ভেনিস শহরের বর্ণনাটি পেয়েছেন, তা জানতে পারলে ভাল হত।

শুভম ঠাকুর
সৈদাবাদ মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠ, মুর্শিদাবাদ

লেখিকার উত্তর: শহরের বর্ণনাটি বাস্তব। তবে গল্পের প্রয়োজনে কোথাও কল্পনার মিশেল দেওয়া হয়েছে।

গ্রিক পুরাণের গল্প

আমি 'আনন্দমেলা' পড়ি নিয়মিত। আনন্দমেলায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'রাপ্পা রায়ের কাণ্ড' পড়ে ভালই লাগছে। এই পত্রিকায় গ্রিক পুরাণকাহিনি অথবা 'ইলিয়াড', 'ওডিসি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করলে ভাল হয়।

মঞ্জিলদেব দাস
চতুর্থ শ্রেণি
বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

খেলোয়াড়দের পোস্টার চাই

আমি 'আনন্দমেলা' পড়ি নিয়মিত। ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় হলিউডের রোমাঞ্চকর কাণ্ড, বিজ্ঞানের টুকিটাকিতে পশু-পাখিদের আশ্চর্য ক্ষমতা পড়ে ভাল লেগেছে। ভিক্টোরিয়া ফল্‌সের ফোটোটিও দারুণ। ফ্রিস্টাইলের পাতায় রজার ফেডেরারের ফোটোটি এককথায় অনবদ্য হয়েছে। আমার অনুরোধ, আনন্দমেলার প্রতিটি সংখ্যায় একজন খেলোয়াড়ের পোস্টার ছাপা হোক।

রানা সরদার
সোনারপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

ডয়েশ মিউজ়িয়াম নিয়ে লেখাটি ভাল লেগেছে

আমি 'ডাকবাক্স' বিভাগে আগে অনেক চিঠি লিখেছি। আমার লেখা একটা চিঠিও ছাপা হয়নি। 'রাপ্পা রায়ের কাণ্ড' পড়ে ভাল লেগেছে। ফেলুদা ও 'ঠাকুরমার ঝুলি' নিয়ে কমিক্স ছাপা হলে ভাল লাগবে। এপ্রিল সংখ্যায় ডয়েশ মিউজ়িয়াম নিয়ে লেখাটি দারুণ। অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরেছি লেখাটি পড়ে।

স্বাগতা সাউ
ইছাপুর, হাওড়া

> পত্রিকা ভাল লাগলে জানাও, খারাপ লাগলেও। ডাকে তো বটেই, এখন চিঠি পাঠাতে পার 'ই-মেল'-এও।
> ঠিকানা:
> anandamela@ abpmail.com
> লেখকের স্কুলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কল্পবিজ্ঞানের গল্প

এপ্রিল সংখ্যা 'আনন্দমেলা'য় 'আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী' গল্পটি পড়ে ভাল লেগেছে। ভিনগ্রহের প্রাণীদের নিয়ে গল্প ছাপা হলে আরও ভাল লাগবে। কল্পবিজ্ঞানের গল্প যদি নিয়মিত ছাপা হয়, তা হলেও ভাল। তবে একটা কথা, আনন্দমেলায় হাসির গল্পগুলো ঠিক হাসির হচ্ছে না। আশা করি, আপনারা এই বিষয়টির দিকে নজর দেবেন।

দেবলীনা দাস
ষষ্ঠ শ্রেণি, শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

'ছুটিতে ছুটোছুটি'

প্রতিযোগিতার ফলাফল।

১

গরমের ছুটি প্রায় এক মাস। এর মধ্যে থাকবে দুষ্টুমি, ডানপিটেপনা, খেলাধুলো, দুরন্তপনা, হুটোপাটি, ছুটোছুটি, হইচই, আর অবশ্যই অ্যাডভেঞ্চার। ঝিলের জলে মাছরাঙাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাছ ধরে, কালবৈশাখীতে আম কুড়োতে চলেছে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে, তাদের দলনেত্রী স্বয়ং আমি। গাছের ছায়ায় লুকোচুরি, কানামাছি খেলা, মৌমাছিদের পাত্তা না দিয়ে গাছ থেকে করমচা আর লিচু পেড়ে আনা... । এ ছাড়া দুপুরে ঠাকুরমার চারপাশে গোল হয়ে বসে শুনব গল্প, যা আছে ঠাকুরমার ঝুলিতে। দল বেঁধে মাঝে-মাঝে যাব বনভোজনে। অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে বেছে নেব পোড়োবাড়ি বা ভূতের বাড়ি। মুশকিল হল, এই কল্পনার ঢং আসল জায়গায় সায় পাবে কি? বাড়িতে তো আর ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা বাজে না!

সংস্কৃতি দাস
সপ্তম শ্রেণি
সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বিদ্যামন্দির (বালিকা বিভাগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫০

২

'আহা কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে...' ছুটির কথা মনে পড়লেই গলা থেকে ঠিক এই গানটাই বেরিয়ে আসে। আর, তা যদি গরমের ছুটি হয়, তবে তো কথাই নেই! সত্যিই গরমের ছুটি মানে পুরোপুরি হুটোপাটি, ছুটোছুটি, খেলাধুলো— যাকে বলে কমপ্লিট আনন্দ। গরমের ছুটি মানেই সকাল-বিকেল আইসক্রিম, পুকুরে সাঁতার আর দুপুরে আম। সবচেয়ে মজার, ছুটির দুপুরে মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমবাগানে চু-কিত-কিত খেলা। এসবে মা মাঝে-মাঝে খুব বিরক্ত হন। তিনি হয়তো ভাবেন, স্কুলে ছুটি না দিলেই বোধ হয় ভাল হয়। এর পর সময় পেলেই আছে টিভির বিভিন্ন চ্যানেল। তবে এই ননস্টপ হুটোপাটির মধ্যেও মাঝে-মাঝে বিদ্যাদেবীকে স্মরণ করতেই হয়।

মৌমিতা রায়
অষ্টম শ্রেণি
গাঁধী স্মৃতি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
রানিগঞ্জ

পা ঠ কে র পা তা

এবারের প্রতিযোগিতা

এসে গেল বর্ষাকাল। তাই এঁকে পাঠাও 'বর্ষার ছবি'। ক্লাস ফোর থেকে এইটে যারা পড়ো, তারাই শুধু ছবিটি পাঠাবে ২০ জুন তারিখের মধ্যে। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে ছবিটি প্রত্যয়িত করিয়ে দিও। সেরা কয়েকটা ছবি আমরা জুন সংখ্যায় ছাপব। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম আর ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে।

ঠিকানা: **পাঠকের পাতা**
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১

৩

পরীক্ষাটা শেষ হয়েছে, করছি কতই খুঁটিনাটি,
দেখছি টিভি, শুনছি গান, না হয় বসে রান্নাবাটি।
হঠাৎ করেই যাচ্ছি চলে প্রিয় কোনও বন্ধুবাড়ি,
কাজ না পেলেই ভাইয়ের সঙ্গে করছি মিছে মারামারি।
স্কুল নেই, আন্টি নেই, নেই মোটা-মোটা বইয়ের পাতা,
এখন সামনে আসছে শুধুই মস্ত এক আঁকার খাতা।
তারই উপর ছবি আঁকি যখন খুশি বসে-বসে,
কী যে মজা, এখন মা আর আগের মতো বকে না এসে।
বিকেল হলেই শুধুই খেলা, এদিক ছুটি ওদিক ছুটি,
রাগলে বাবা বলি শুধুই, "এ যে ছুটির ছুটোছুটি।"

লিডা হালদার
অষ্টম শ্রেণি
বিদ্যাভারতী বালিকা বিদ্যালয়, কলকাতা

এ ছাড়া আরও যাদের লেখা ভাল হয়েছে

ছুটি মানেই বাঁধাধরা দৈনন্দিন কাজ থেকে মুক্তি, ছুটি মানেই পরিচিত গণ্ডি থেকে বেরিয়ে মুক্তির উল্লাসে নতুন-নতুন জায়গা আবিষ্কার করার দুরন্ত উচ্ছ্বাস। গতবারের পুরী ভ্রমণ আমার চোখের সামনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বহু ঐতিহাসিক জিনিসকে জীবন্ত করে তুলেছিল এবং সেই আনন্দ ও নতুন অভিজ্ঞতা আমাকে এবারের গ্রীষ্মের ছুটিতে মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি ঠিক করেছি, এবার মা-বাবার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ যাব। সিরাউদ্দৌল্লা, আলিবর্দি খাঁ, মিরজাফর, মিরমদন, মোহনলাল, মুর্শিদকুলি খাঁ-র স্মৃতি-বিজড়িত মুর্শিদাবাদ আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠবে। শুধু ইতিহাসের অভিজ্ঞতাই নয়, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিতিটাও একটা বিরাট প্রাপ্তি। এই ভ্রমণের ফলে আমি জানতে পারব বিভিন্ন জায়গার মানুষের জীবনচর্যার নানা অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন দেশ ও সেই দেশ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এই ছুটোছুটির কোনও বিকল্প নেই।

অর্ঘ্য মণ্ডল
সপ্তম শ্রেণি
চন্দ্রকোনা জিরাট হাই স্কুল, পশ্চিম মেদিনীপুর

গরমের ছুটি মানেই কয়েকটা দিন হইহই-এর মধ্য দিয়ে কাটানো। সারা বছরের পড়ার চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে ছুটিতে এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে পারি। এ ছাড়া আনন্দমেলা ক্লাবে যোগ দেওয়ার সুযোগ যদি একবার আসে, সে তো আমার কাছে স্বপ্নের। এবার যদি আনন্দমেলা ক্লাবে যোগ দিতে পারি, তা হলে এই ২০০৬ সালটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অনন্যা চক্রবর্তী
অষ্টম শ্রেণি
গুপ্তিপাড়া গার্লস হাই স্কুল, হুগলি

ধাপে-ধাপে বিশ্বকাপে

বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত ফলাফল নিয়ে অনেক নামীদামি মানুষের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়নি এর আগে অনেক বার। কী হবে এবার? জিততে পারে কোন দল? কে পাবেন সেরার মুকুট? বিশ্লেষণ করেছেন **রূপক সাহা**

জার্মানির মিখায়েল বালাক, দেশকে বিশ্বকাপ এনে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব সামলাতে পারবেন তো?

ফুটবলের বিশ্বকাপ নিয়ে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করতে যাওয়া বেশ ঝুঁকির। অনেক নামীদামি মানুষকে বোকা বনে যেতে দেখেছি। বিশ্বসেরা ফুটবলার, কোচ, ফুটবল ভাষ্যকার— অনেককেই। 'ফুটবল সম্রাট' পেলের কথাই বলি। যেবার তিনি বলেছেন, ব্রাজিল দল চ্যাম্পিয়ন হবে, সেবার কিন্তু হয়নি। আর যেবার বলেছেন, কোনও সম্ভাবনা নেই, সেবারই ব্রাজিল কাপ নিয়ে দেশে ফিরেছে। ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারে লাতিন আমেরিকানরা খোলামেলা। সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে তাঁদের প্রথম বাজি, নিজের দেশ। তারপর অন্য কোনও দেশের নাম তাঁরা করলেও করতে পারেন। যেমন পেলের ফেভারিট দেশ ব্রাজিল, দিয়েগো মারাদোনার আর্জেন্তিনা, ববি চার্লটনের ইংল্যান্ড। প্রাক্তন ফুটবলাররা একটু মতলববাজও আছেন। অনেক সময় নিজের স্বার্থের কথা ভেবেও তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এই যেমন নিজের আত্মজীবনীমূলক বইয়ের প্রচার করার জন্য লন্ডনে গিয়ে পেলে এবার সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ইংল্যান্ডের নাম বলেছেন। ইউরোপের কোনও ফুটবলার ভুলেও কিন্তু বলবেন না, চ্যাম্পিয়ন হবে কোনও লাতিন আমেরিকান টিম। তাঁদের এমনই জাত্যাভিমান।

পেলে এবার বেশ জোর গলায় বলেছেন, ব্রাজিলই বিশ্বকাপ জিতবে। তাঁর ট্র্যাক রেকর্ড ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিলে, বলে

দেওয়াই যায়, জিকো, রোমারিও, রোনাল্ডো, রোনাল্ডিনহোর দেশের কপালে এবার অন্তত কাপটা নেই। বিশ্বের সেরা অ্যাটাকিং লাইন দলে থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা এখনই নিতে বলছি না। বিশ্বকাপে কোন দল চ্যাম্পিয়ন হবে, তা অনুমানের জন্য বেশ কয়েকটা লক্ষণ আছে। গত সতেরোটা বিশ্বকাপ ঘেঁটে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা সেই লক্ষণগুলো আবিষ্কার করেছেন। আন্দাজে ঢিল না ছুড়ে বরং সেই লক্ষণগুলোর কথা বলা যাক।

বিশ্বকাপের আসর হচ্ছে ফুটবল আড্ডার সবচেয়ে বড় জায়গা। সারা বিশ্ব থেকে এমন অনেক মানুষ সেখানে যান, যাঁরা ফুটবল নিয়ে সত্যি-সত্যি ভাবেন। ইতালি বিশ্বকাপের সময় রোম-এর প্রেস সেন্টারে বসে এরকমই একটা আড্ডায় এক আর্জেন্তিনীয় সাংবাদিক সেরজেই লেভনস্কির মুখে একটা কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম। সেবার প্রথম ম্যাচে ক্যামেরুনের কাছে হেরে গিয়েছিল চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনা। লেভনস্কি তাই একটু মনমরা। স্পেনের সাংবাদিকরা তাঁর সঙ্গে মশকরা করছিলেন। তখন হঠাৎ চটে উঠে লেভনস্কি বললেন, "তোমরা এত বড়-বড় কথা বলছ কেন? তোমরা তো আর চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না। চ্যাম্পিয়ন হবে সেই দল, যারা আগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।"

ওরা তর্কাতর্কি করতে লাগল। আর মনে-মনে আমি মেলাতে লাগলাম। লেভনস্কি যা বললেন, সত্যিই তাই নাকি? বিশ্বকাপ পায় সেই দল, যারা আগে পেয়েছে? ১৯৯০ সালের কথা বলছি। তখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপ জিতেছিল ইতালি, উরুগুয়ে, ব্রাজিল, জার্মানি, আর্জেন্তিনা আর ইংল্যান্ড। মোট ছ'টা দল। সত্যিই তো, এই ক'টা দলই ঘুরিয়েফিরিয়ে এত দিন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। লেভনস্কির কথাটা ভুলিনি। এক মাস পর মিলিয়ে দেখলাম, উনি যা বলেছেন, ঠিক। ফাইনালে আর্জেন্তিনাকে হারিয়ে সেবার কাপ জিতল সেই পুরনো চ্যাম্পিয়ন জার্মানি।

১৯৯৮ সালে প্যারিসে বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল আর ফ্রান্স। আমরা নিশ্চিত ছিলাম, লেভনস্কির লক্ষণ অনুযায়ী, ব্রাজিলই চ্যাম্পিয়ন হবে। ফাইনালের আগের দিন ম্যাচ প্রিভিউ আমরা সেভাবেই লিখেছিলাম। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে জিতল ফ্রান্স। চ্যাম্পিয়নদের তালিকায় নতুন সংযোজন। প্রেস বক্সে দেখা হতেই দেখি, ব্রাজিল হেরে যাওয়ায় লেভনস্কি ভীষণ খুশি। " তোমার কথা কিন্তু এবার মিলল না ভাই," বলতেই লেভনস্কি হেসে বললেন, " আমার পুরো কথাটা তুমি সেদিন শোনোনি। পুরনো চ্যাম্পিয়নরাই চ্যাম্পিয়ন হয়, এই কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে সেদিন আমি আরও একটা কথা বলেছিলাম। ব্যতিক্রম আছে, সেটা সংগঠক দেশ।" কথাগুলো বলেই দ্রুত প্রেস বক্স থেকে নেমে গিয়েছিলেন লেভনস্কি। পরে ওঁর কথা মিলিয়ে দেখেছিলাম, যা বলেছেন, ঠিক। ১৯৩০ সালে উরুগুয়ে, ১৯৩৪-এ ইতালি, ১৯৬৬-তে ইংল্যান্ড, ১৯৭৮-এ আর্জেন্তিনাও সংগঠক দেশ হিসেবে প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

যে সাতটা দেশ আগে বিশ্বকাপ জিতেছে, তাদের বাদ দিলে প্রতিবারই আরও দু'-চারটে দেশের নাম শোনা যায়। যেমন নেদারল্যান্ডস, স্পেন, পর্তুগাল। এই দেশগুলোতে ক্লাব-ফুটবল খুব জনপ্রিয় এবং খুব উঁচুমানের। সেই কারণেই সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নদের তালিকায় আসে। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনাল, কোনও-কোনও বার সেমিফাইনাল পর্যায়ের পর দেখা যায়, টিমগুলো দেশে ফেরার প্লেন ধরেছে। শেষ চার দলের মধ্যে খেলছে সেই পুরনো চ্যাম্পিয়ন তিনটে বা চারটে দলই। এবার একটা দলের কথা কারও মুখে শোনা যাচ্ছে না— চেক প্রজাতন্ত্র। গত কয়েক মাস ধরে এই দলটা ফিফা র‍্যাঙ্কিং তালিকায়, এক নম্বর ব্রাজিলের পরেই আছে—দু' নম্বরে। টিম শক্তিশালী না হলে তালিকার ওই জায়গায় দীর্ঘদিন থাকা যায় না। তবুও কেন যে তাদের সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কেউ ধরছেন না, সেটাই আশ্চর্যের।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আর-একটা লক্ষণ হল, খেলোয়াড়দের গড় বয়স। সেটা ঠিক সাতাশ থেকে আঠাশের মধ্যে থাকতে হবে। তেইশ-চব্বিশ হলে চলবে না। আবার তিরিশ-একত্রিশ হলেও মুশকিল। গত বার ফ্রান্স দলটার কথা মনে করলেই বুঝতে পারবেন, বিশ্বকাপ জেতার জন্য বয়সটা কেন সাতাশ-আঠাশে থাকা জরুরি। বিশ্বখ্যাত কোচেরা ফুটবলারদের এই গড় বয়স ঠিক রাখার ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেন। সেই কারণেই অনেক সময় খুব নামী বয়স্ক ফুটবলারকে টিম থেকে বাদ দিয়ে তাঁরা সমালোচনার মুখে পড়েন। এবারও দেখলাম, বেশ কয়েকটা টিমে এই ঘটনা ঘটেছে। প্রাক্তন ফুটবলাররা (এঁদের মধ্যে এবার মারাদোনাও আছেন) যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। কেন এঁকে নেওয়া হল না? কেন তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হল? আলটপকা এসব মন্তব্য শুরুতেই টিমের মধ্যে গন্ডগোলটা বাধিয়ে দেয়। গত বার ফ্রান্স দলটার কথাই ধরুন। ওরা মনে করেছিল, অভিজ্ঞ ফুটবলারদের নিয়ে দল ভারী করে বাজিমাত করতে পারবে। তাই গত বারের চ্যাম্পিয়ন দলের আট জনকে নিয়ে কোরিয়া-জাপানে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মুখ থুবড়ে পড়ে সেনেগালের মতো টিমের কাছে। এবারও দেখলাম, জিনেদিন জিদানকে দলে রেখেছে। এবার আর্জেন্তিনা দলটা সাতাশ-আঠাশের কাছাকাছি আছে। এবং ইংল্যান্ড দলও। এই দু'টো দল কিন্তু জার্মানিতে বাড়তি সুবিধে পাবে।

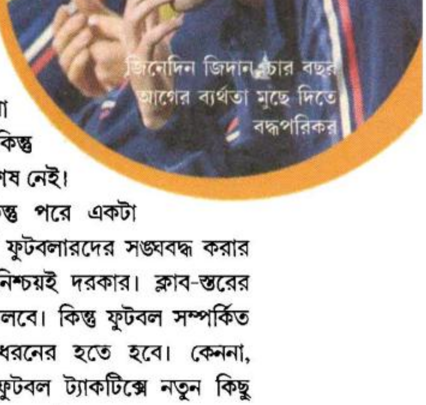
জিনেদিন জিদান চার বছর আগের ব্যর্থতা মুছে দিতে বদ্ধপরিকর

বিশ্বকাপের ফুটবল আড্ডায় একবার কোচদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল আমাদের মধ্যে। বিশ্বকাপ জেতার পিছনে কোচের ভূমিকা সত্যি-সত্যি কতটা? একদল সাংবাদিকের বক্তব্য, সর্বোচ্চ স্তরের খেলায় ম্যাচ তো জেতায় ফুটবলাররা। ওঁদের একটা শট, একটা হেড জেতায়-হারায়। টিম মাঠে নেমে যাওয়ার পর কোচের আর কোনও ভূমিকা থাকে না। আর-এক দলের মতে, কোচই আসল। ব্যক্তিগত দক্ষতায় ফুটবলাররা যা-ই করুন না কেন, রিমোট কন্ট্রোলটা কিন্তু থাকে সেই কোচের হাতে। এই তর্কের শেষ নেই। শেষ হয়ওনি সেদিনের আড্ডায়। কিন্তু পরে একটা ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছিল, সেরা ফুটবলারদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য সেই মাপের একজন কোচকে নিশ্চয়ই দরকার। ক্লাব-স্তরের টুর্নামেন্টে তিনি খুব সফল না হলেও চলবে। কিন্তু ফুটবল সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনায় তাঁকে একটু আলাদা ধরনের হতে হবে। কেননা, চ্যাম্পিয়ন টিমের কোচরাই প্রতিবার ফুটবল ট্যাকটিক্সে নতুন কিছু সংযোজন করেন। তাই সারা বিশ্বের কোচরা সেটা দেখার জন্য এবারও জার্মানিতে যাবেন। বিশ্বকাপ জেতার অভিজ্ঞতা আছে, এমন কোচ সব সময় বাড়তি সুবিধে পান। এবার ৩২টা দলের মধ্যে দু'জনই এই ফায়দাটা পাবেন— ব্রাজিলের কোচ কার্লোস আলবার্তো পাহিরা ও টেকনিক্যাল ডিরেক্টর মারিও জাগালো। যুব বিশ্বকাপ জিতেছেন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন: ২২৪১ ৪৩৫২, ২২৪১ ৩৪১৭। ফ্যাক্স: ২২১৯ ৩৮৫৬। ই-মেল: ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট : www.anandapub.com

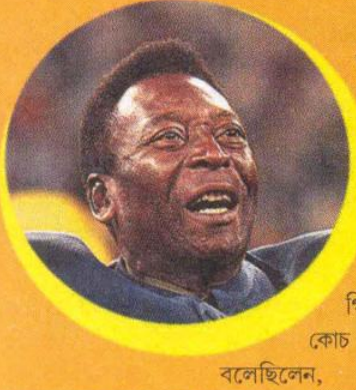

আর্জেন্তিনার কোচ পেকারম্যান। তাঁর পক্ষেও এবার বিশ্বকাপ জেতা সম্ভব। ইতালিতে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে আর্জেন্তিনার কোচ কার্লোস বিলার্দো বলেছিলেন, "আমার টিমে মারাদোনা আছে। ওর সঙ্গে আর আছে বাকি দশজন।" মারাদোনা একাই বিশ্বকাপ জিতিয়ে দেবেন, এই আশাতেই কথাটা বলেছিলেন বিলার্দো। কিন্তু তা হয়নি। সেবারই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল, দলে একজন সুপারস্টার থাকাটা যথেষ্ট নয়। চ্যাম্পিয়ন দলে একজন মেগাস্টারকে থাকতেই হবে। তাঁর সঙ্গে কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছ'জন স্টার না থাকলে, সেই টিমের পক্ষে বিশ্বকাপ জেতা মুশকিল। কোন বিশ্বকাপে কে সুপারস্টার হয়ে উঠবেন, আগে থেকে তা বলা যায় না। প্রতিবারই অবশ্য কাউকে না-কাউকে ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হন না। রোমে দেখেছি, ইতালির ভিয়ালিকে সম্ভাব্য মেগাস্টার বলা হচ্ছিল। পরের দিকে পুরো গ্ল্যামারটা নিয়ে গেলেন স্কিলাচি এবং লোথার ম্যাথেউজ। এই যেমন, আমেরিকায় বিশ্বকাপে ইতালির রবার্তো বাজ্জোর বদলে মেগাস্টার হয়ে গিয়েছিলেন ব্রাজিলের রোমারিও। ফ্রান্স বিশ্বকাপ শুরুর সময় কেউ ভাবতেও পারেননি শেষ পর্যন্ত সুপারস্টার হয়ে যাবেন জিনেদিন জিদান। সবাই ধরে রেখেছিলেন, ব্রাজিলের রোনাল্ডোকেই। অঙ্ক সব সময় মেলে না। এবার ফুটবল বিশেষজ্ঞরা রোনাল্ডিনহোর দিকে তাকিয়ে আছেন। কে বলতে পারে, এটা ডেভিড বেকহ্যামের বিশ্বকাপ হবে না?

পেলে যদি বলেন ব্রাজিল জিতবে, তা হলে হয় ঠিক উলটোটা!

সুপারস্টার হতে গেলে, সেই ফুটবলারকে এমন একটা দলে খেলতে হবে, যারা ফাইনাল পর্যন্ত মোট সাতটা ম্যাচই খেলবে এবং চ্যাম্পিয়ন হবে। টানা সাতটা ম্যাচ জেতার মতো শক্তি বিশ্বকাপে খুব কম দলেরই আছে। সেই ঘুরিয়েফিরিয়ে অভিজাত দলগুলোর কথা উঠে আসে। ইংল্যান্ড দলের এই শক্তিটা আছে। ব্রাজিল, আর্জেন্তিনা, জার্মানির আছে। এই দলগুলোয় এমন একাধিক ফুটবলার আছেন, যাঁরা সুপারস্টার হয়ে উঠতে পারেন। রোনাল্ডিনহো, আদ্রিয়ানো, রোবিনহো, বেকহ্যাম, বালাক — যে কেউই। গোল করার দক্ষতাই একজন ফুটবলারকে সুপারস্টার বানিয়ে দেয়। বিশ্বকাপের ইতিহাস তাই বলছে। পরিসংখ্যান আরও বলে, বিশ্বকাপে অভিষেকেই সুপারস্টার হয়েছেন, গত ৪০ বছরে এমন ঘটনা ঘটেনি। তার আগে একজনই হয়েছেন, পেলে। তাই এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাব্য সুপারস্টারদের তালিকা থেকে রুনিকে বাদ দিয়ে রাখছি। যে যাই বলুন না কেন!

এ তো গেল পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা। বিশ্বকাপ জেতার পিছনে ভাগ্যেরও বিরাট ভূমিকা আছে। সেরা টিম যে সব সময় চ্যাম্পিয়ন হবে, তার কোনও মানে নেই। বেশিরভাগ সময়ই তা হয় না। টিম সেরা হয়ে ওঠে, বিশ্বকাপের একটার পর একটা ম্যাচ খেলতে-খেলতে। আমেরিকায় আমাদের কোনও সন্দেহ ছিল না ইতালিকে নিয়ে। ডিফেন্স, মিডফিল্ড, অ্যাটাকিং লাইন—সব বিভাগেই সেবার ইতালি ভীষণ ব্যালান্সড টিম। কিন্তু ম্যাচ যত এগোতে লাগল, ব্রাজিল দলটা ততই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন। ভাগ্যও সেবার প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিল ব্রাজিলকে। ফাইনালে পেনাল্টি শুট আউটের সময় রবার্তো বাজ্জোর মতো প্লেয়ার গোল করতে পারবেন না, কে জানত? ভাগ্যের এই সাহায্যটা দরকার হয় অবশ্য ছ' মাস আগে যেদিন বিশ্বকাপের সূচি তৈরি হয়, সেদিন থেকে। খেলার সূচির জন্য অনেক শক্তিশালী দলই দ্বিতীয় রাউন্ড বা কোয়ার্টার ফাইনালে ছিটকে যায়। ইতালিতে বিশ্বকাপে ব্রাজিলের এত ভাল টিম দ্বিতীয় রাউন্ডেই হেরে গিয়েছিল আর্জেন্তিনার মুখোমুখি হয়ে। ওই একই দিনে খুলিট-বাস্তেন-রাইকার্ড নিয়ে গড়া হল্যান্ড দল হেরে যায় জার্মানির কাছে। গোড়ার দিকে এই ধরনের ইন্দ্রপতন, ক্ষতিও করে বিশ্বকাপের জাঁকজমকের। কিন্তু সূচির উপর তো কারও হাত নেই। এমনিতেই, বিশ্বকাপ জেতার জন্য একটা দলকে অন্তত তিনটে ম্যাচ জিততেই হবে, সমশক্তির বা অধিক শক্তির দলের বিরুদ্ধে। কিন্তু তার আগেই যদি দু'টো শক্তিশালী দেশ মুখোমুখি হয়ে যায়, তা হলে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়? এবারই যেমন, দ্বিতীয় রাউন্ডে ব্রাজিল মুখোমুখি হতে পারে ইতালি অথবা চেক প্রজাতন্ত্রের। আগে থেকে বলা

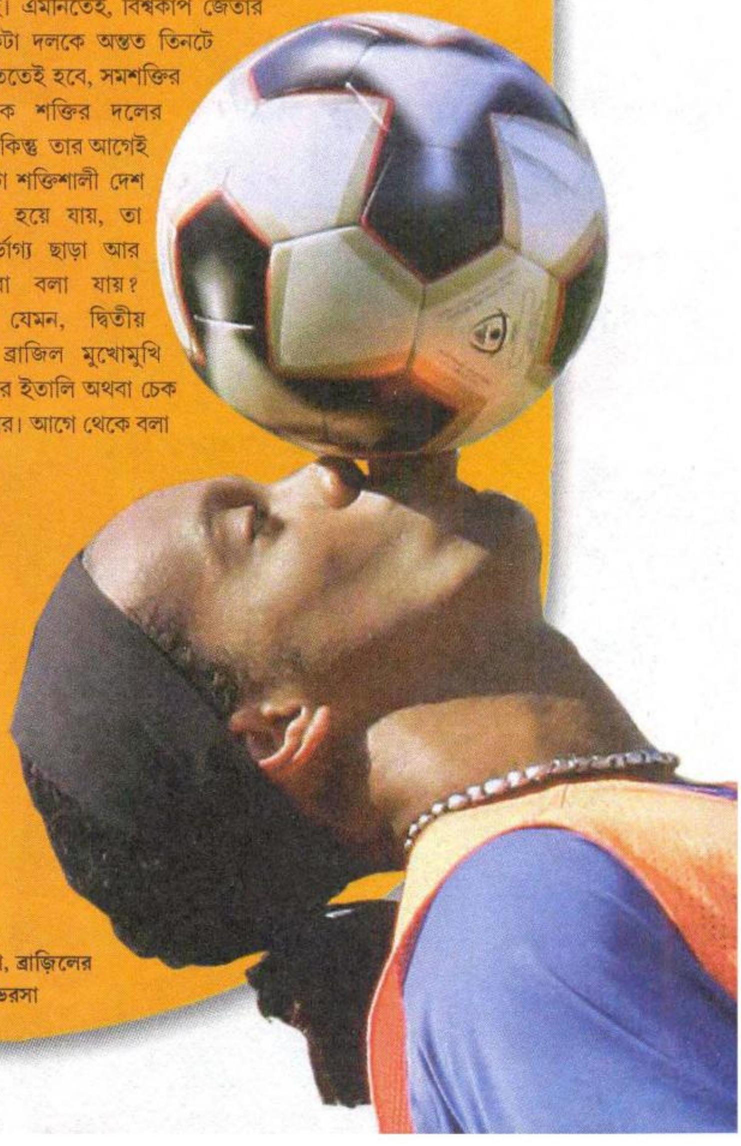

রোনাল্ডিনহো গাউচো, ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় ভরসা

সম্ভব নয়, সেই ম্যাচের কী রেজাল্ট হবে।

বিশ্বকাপ চলে প্রায় এক মাস ধরে। এই চারটে সপ্তাহ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা টিমের পক্ষে। এই সময়টুকুতে কোচের সঙ্গে প্লেয়ারদের সম্পর্ক, প্লেয়ারদের সঙ্গে কর্মকর্তাদের সম্পর্ক যদি ভাল না থাকে, তা হলে বিশ্বকাপ জেতা খুব মুশকিল। সবচেয়ে বেশি চিড় খায় কোচের সঙ্গে প্লেয়ারের সম্পর্ক। টিমে একাধিক নামী কোচ থাকলে সমস্যাটা আরও বাড়ে। ফ্রান্সে দেখেছি, ব্রাজিল টিমটা এই দলাদলির জন্যই কীভাবে ভেঙে পড়েছিল ফাইনালের দিন। ড্রেসিংরুমে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছিল দু' দল প্লেয়ারের মধ্যে। কোচ হিসেবে ছিলেন পাহিরা। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ফ্রান্সে গিয়েছিলেন জিকো। কেউ টের পাননি, দুই কোচের জন্য টিমের মধ্যে দু'টো দল হয়ে গিয়েছে। একটার পর-একটা ম্যাচ এগিয়েছে, আর তত বিষাক্ত হয়েছে ব্রাজিলের লকার রুম। পাহিরার টিমে যাঁরা সুযোগ পাচ্ছিলেন না, তাঁরাই জিকোর দলে গিয়ে ভিড়ছিলেন। সাধারণত প্লেয়ারদের মধ্যে সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য। বিশ্বকাপের পরই তখন আসত দলবদলের পালা। গ্যালারিতে বসে রয়েছেন বড়-ক্লাবের কর্তারা। নিজের দেশে খেলার সুযোগ না পেলে ক্লাব পাওয়া কঠিন অথবা নিজের দর তোলা।

এই রেষারেষিটাই সবচেয়ে ক্ষতিকারক। এটা অবশ্য বড় টিমেরই সমস্যা—ব্রাজিল, জার্মানি, ইংল্যান্ড, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল। আর্জেন্তিনাকে এই সমস্যায় পড়তে হবে না। এবারের বিশ্বকাপে এটাই একমাত্র টিম, যাদের প্লেয়াররা প্রায় সবাই একই গুরুর শিষ্য। সেই গুরু হলেন পেকারম্যান। সেই কারণে কোচ-প্লেয়ারের সুসম্পর্কটা থাকবে বলেই মনে হয়। যদি না, ক্যাম্পে গিয়ে মারাদোনা না আবার কোনও ঝামেলা পাকান! এই সমস্যাটায় এবার সবচেয়ে বেশি পড়তে হবে জার্মানিকে। এখনকার কোচ জুরগেন ক্লিন্সম্যান আর প্রাক্তন কোচ ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ারের সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত কতটা সুস্থ থাকবে, তাতে সন্দেহ আছে। জার্মানি যতদিন প্রত্যাশিত রেজাল্ট করবে, ততদিন কোনও সমস্যা নেই। উলটো ফল হলেই দলে ভারী হতে থাকবেন বেকেনবাউয়ার। আন্দ্রে বেহমে, রুমেনিগে, রুডি ফোলার— অনেকেই তাঁর পাশে তখন দাঁড়িয়ে যাবেন। দেশের মাটিতে একবার অবশ্য বিশ্বকাপ জিতেছে জার্মানি, ১৯৭৪ সালে। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি ছিল আলাদা। এবার কিন্তু মারাত্মক চাপ থাকবে ক্লিন্সম্যান আর তাঁর প্লেয়ারদের উপর। টিমের একটা পজিশন নিয়ে তো বিতর্ক হচ্ছেই। গোলকিপার নিয়ে। অলিভার কান, না লেম্যান—কে খেলবেন প্রথম একাদশে তা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হচ্ছে।

একটা চোট, একটা হলুদ বা লাল কার্ড, একটা টিমকে শেষ করে দিতে পারে। ইতালি দলই তার বড় নজির। ফ্রান্স বিশ্বকাপে ইতালি যে দলটা নিয়ে গিয়েছিল, সবদিক থেকেই তাদের যোগ্যতা ছিল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। কিন্তু একটা ম্যাচে ডিফেন্ডার আলেসান্দ্রো নেস্তা পায়ে চোট পেয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন। টিমের ডিফেন্স দুর্বল হয়ে গেল। পরের ম্যাচেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল ইতালি। এক-দু'জনের চোট-আঘাত নষ্ট করে দেয় টিমের ব্যালান্স। সেই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা তখন কঠিন হয়ে পড়ে কোচের পক্ষে। দলের কোন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার কোন ম্যাচে চোট পাবেন, তা জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কোচ শুধু সমমানের রিজার্ভ প্লেয়ার সঙ্গে রাখতে পারেন। কিন্তু ঠিকঠাক বদলি প্লেয়ার পাওয়া যায় না। রোনাল্ডোর বিকল্প কেউ আছেন? অথবা রোনাল্ডিনহোর? এই একটা সমস্যা নিয়ে বড় টিমের কোচরা সব সময়ই তটস্থ থাকেন।

এই যে কার্ড-কেলেঙ্কারির কথা বললাম, তা ইংল্যান্ড টিমকে ডুবিয়ে দিয়েছিল ফ্রান্সের বিশ্বকাপে। এমনিতেই ইংল্যান্ড-আর্জেন্তিনা ম্যাচ নিয়ে প্রবল উত্তেজনা থাকে। সেবার তো দু' দলের সমর্থকরা প্রায় খুনোখুনির পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই ম্যাচটা রিপোর্ট করার জন্য সঁ এতিন শহরে গিয়েছিলাম। ম্যাচ আরম্ভ হওয়ার ছ' ঘণ্টা আগে থেকে স্টেডিয়ামের সামনে স্লোগান, পালটা স্লোগান, ভয়ের পরিবেশ। সেটা মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছিল খেলায় আর্জেন্তিনা জেতার পর। ম্যাচের মধ্যে ডেভিড বেকহ্যামের সঙ্গে হাতাহাতি হল আর্জেন্তিনার ক্যাপ্টেন সিমোয়েনের।

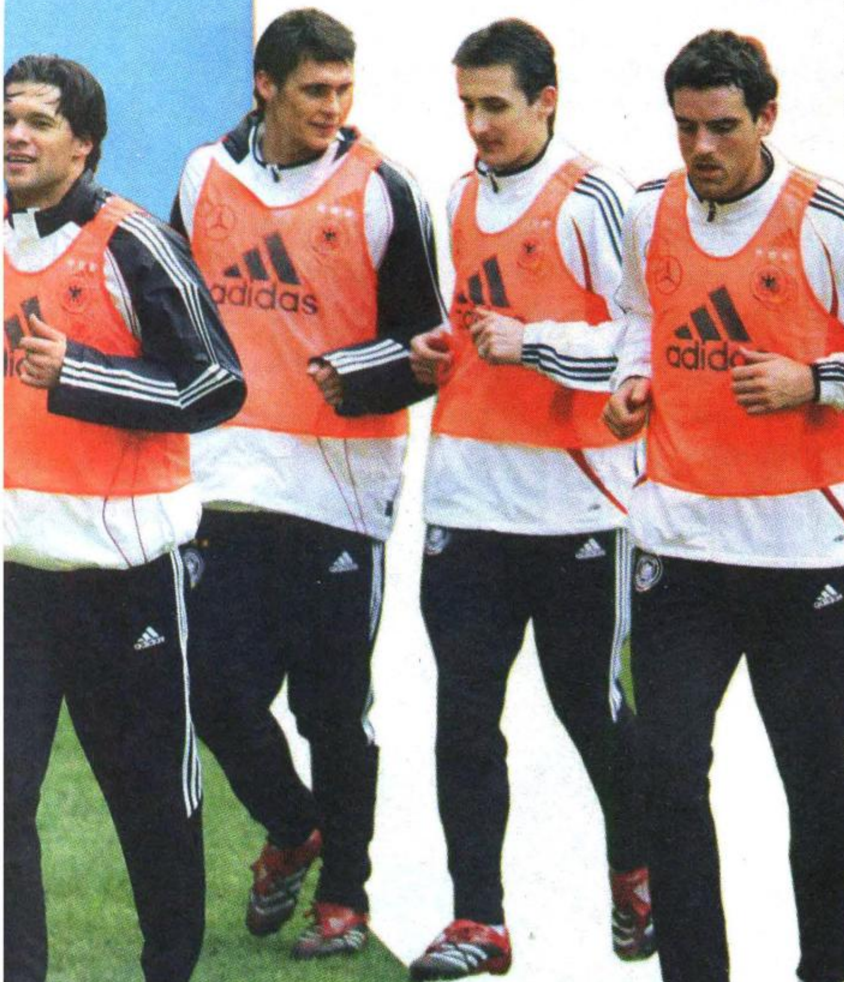

অনুশীলনে ব্যস্ত জার্মানির জাতীয় দল

এই বিশ্বকাপ কি ডেভিড বেকহ্যামের বিশ্বকাপ হবে?

বেকহ্যাম লাল কার্ড দেখে মাঠের বাইরে। ওটাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। ওই একটা কার্ড ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়ের আশা ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। বেকহ্যামকে উত্তেজিত করে লাল কার্ড আদায় করেছিলেন সিমোয়েনে। আর্জেন্তিনার এই চালাকিটাও, এখনকার ফুটবলে স্ট্র্যাটেজির অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। খেলার সময় বেকহ্যামের বদমেজাজ নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলেন আর্জেন্তিনার কোচ। যেমন এবারের বিশ্বকাপে অনেক কোচেরই লক্ষ্য থাকবে রুনির দিকে। রুনি হলেন গায়কয়েন, বেকহ্যামদের উত্তরসূরি। একই রকম বদমেজাজি। ভয় হচ্ছে, যাঁর উপর ইংরেজদের এত ভরসা, সেই রুনি যেন আবার 'গেমস্‌ম্যানশিপ'-এর চক্করে না পড়েন। এই ছেলেটির জন্যও ইংল্যান্ড টিম ফাঁদে পড়তে পারে।

বিশ্বকাপ যে দেশে যে সময় হয়, সেই সময় সেই দেশে আবহাওয়া কেমন থাকবে, সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় হার-জিতে। গতবার ফ্রান্স টিমটা বেশি এগোতে পারেনি, এই আবহাওয়ার সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারেনি বলে। তখন একটু অবাকই লেগেছিল, কোরিয়া-জাপানে আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা অনেক বেশি হবে, এটা জানা সত্ত্বেও ফরাসিরা আগে থেকে নিজেদের প্রস্তুত করেনি। ইংল্যান্ড কিন্তু সেটা নিয়ে এসেছিল। জাপানের তাপমাত্রা আগে থেকে সইয়ে নেওয়ার জন্য কোচ স্বেন গোরান এরিকসন পুরো টিমকে আরও গরমের জায়গা দুবাইতে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় দশ দিন সেখানে টিমটা প্র্যাকটিস করে, তারপর জাপানের দিকে রওনা হয়। পর্তুগালও সরাসরি কোরিয়ায় যায়নি। তারা কিছুদিন ফিজিতে কাটিয়েছিল। এবার অবশ্য কোনও দলকেই আবহাওয়াজনিত সমস্যায় ভুগতে হবে না। বিশ্বকাপের সময় জার্মানির তাপমাত্রা থাকবে চোদ্দো থেকে একুশ ডিগ্রির মধ্যে। ফুটবল খেলার পক্ষে চমৎকার আবহাওয়া।

এবার জার্মানিতে গোলকিপাররা অন্তত নিশ্চিন্ত মনে খেলতে পারবেন। প্রতি বিশ্বকাপেই আডিডাস কোম্পানি নতুন বল এনে হাজির করে। টুর্নামেন্টের এক বছর আগে থেকে সেই বল নামী ফুটবলারদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেয়। গত দু'টি বিশ্বকাপে বল হঠাৎ হঠাৎ মারাত্মক বাঁক নিয়ে বিপদে ফেলেছিল গোলকিপারদের। গোলও বেশি হয়েছিল। ডেড বল সিচুয়েশন থেকে কিছু গোল দেখে দর্শকরাও খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। এবারও আডিডাস নতুন বল দিচ্ছে বিশ্বকাপে। নাম প্লাস টিমগেইস্ট। এই বল গোলকিপারদের হয়রান করবে না। আশ্বাস দিচ্ছেন গুন্টার ফাউ, এই বল যিনি তৈরি করেছেন। এবারের বল থেকে নাকি সমান সুবিধে পাবেন ফরওয়ার্ড ও গোলকিপাররা। অনেক বছর পর এবার ফের বলের রং সাদা-কালো। তবে ফাইনাল ম্যাচে সেই রং হয়ে যাবে সোনালি। যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে, সোনালি বল সেই দলটাকে উপহার দেওয়া হবে। কে পেতে পারে সোনালি বল? গুন্টার ফাউ বলেছেন, "আমি চাই জার্মানি জিতুক। তবে আর্জেন্তিনা পেলে খুব খুশি হব।"

কে জিতবে এবারের বিশ্বকাপ? এত লক্ষণের কথা তো বললাম। তোমরাই মিলিয়ে নাও। তোমাদের মতো ফুটবল আর কে বোঝে?

শ্রী দেবাশীষ মৌলিক
সম্পাদিত
(by a Group of 20 paper setters)

মাধ্যমিকের সেরা সহায়ক বই

মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা
Madhyamik English Sahayika
মাধ্যমিক বাংলা সহায়িকা
মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা
মাধ্যমিক ভৌত-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা
মাধ্যমিক জীবন-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক জীববিদ্যা সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক মৎস্যচাষ সহায়িকা
রায়-হালদার-সাঁতরা প্রণীত কর্মশিক্ষা ও শরীরশিক্ষা পরিচয়

গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই মাধ্যমিক পরীক্ষায় লেটার মার্কস পেতে হলে এই বইগুলির সাহায্য চাই-ই চাই

প্রান্তিক
স্কুল বই-এর জগতে নতুন পথের দিশারী

১৮, ডাঃ কার্ত্তিক বসু স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন : ২৩৫০-৯৩৫১, ২৩৫২-৬৭১২,
টেলিফ্যাক্স : ২৩৫০-৯৩৫১

PRASA-02

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০০৬: ক্রীড়াসূচি

গ্রুপ-এ

	জার্মানির সময়	ভারতীয় সময়		
৯ জুন, শুক্রবার	১৮:০০	রাত ৯:৩০	জার্মানি বনাম কোস্টা রিকা	মিউনিখ
৯ জুন, শুক্রবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	পোল্যান্ড বনাম ইকুয়েডর	জেলসেনকারচেন
১৪ জুন, বৃহস্পতিবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	জার্মানি বনাম পোল্যান্ড	ডর্টমুন্ড
১৫ জুন, বৃহস্পতিবার	১৫:০০	সন্ধে ৬:৩০	ইকুয়েডর বনাম কোস্টা রিকা	হামবুর্গ
২০ জুন, মঙ্গলবার	১৬:০০	সন্ধে ৭:৩০	ইকুয়েডর বনাম জার্মানি	বার্লিন
২০ জুন, মঙ্গলবার	১৬:০০	সন্ধে ৭:৩০	কোস্টা রিকা বনাম পোল্যান্ড	হ্যানোভার

গ্রুপ-বি

১০ জুন, শনিবার	১৫:০০	সন্ধে ৬:৩০	ইংল্যান্ড বনাম প্যারাগুয়ে	ফ্রাঙ্কফুর্ট
১০ জুন, শনিবার	১৮:০০	রাত ৯:৩০	ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো বনাম সুইডেন	ডর্টমুন্ড
১৫ জুন, বৃহস্পতিবার	১৮:০০	রাত ৯:৩০	ইংল্যান্ড বনাম ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো	নুরেমবার্গ
১৫ জুন, বৃহস্পতিবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	সুইডেন বনাম প্যারাগুয়ে	বার্লিন
২০ জুন, মঙ্গলবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	সুইডেন বনাম ইংল্যান্ড	কোলোন
২০ জুন, মঙ্গলবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	প্যারাগুয়ে বনাম ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো	কাইজ়ারলোটার্ন

গ্রুপ-সি

১০ জুন, শনিবার	২১: ০০	রাত ১২:৩০	আর্জেন্টিনা বনাম আইভরি কোস্ট	হামবুর্গ
১১ জুন, রবিবার	১৫:০০	সন্ধে ৬:৩০	সার্বিয়া অ্যান্ড মন্টেনেগ্রো বনাম নেদারল্যান্ডস	লাইপজ়িগ
১৬ জুন, শুক্রবার	১৫:০০	সন্ধে ৬:৩০	আর্জেন্তিনা বনাম সার্বিয়া অ্যান্ড মন্টেনেগ্রো	জেলসেনকারচেন
১৬ জুন, শুক্রবার	১৮:০০	রাত ৯:৩০	নেদারল্যান্ডস বনাম আইভরি কোস্ট	স্টুটগার্ট
২১ জুন, বুধবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	নেদারল্যান্ডস বনাম আর্জেন্তিনা	ফ্রাঙ্কফুর্ট
২১ জুন, বুধবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	আইভরি কোস্ট বনাম সার্বিয়া অ্যান্ড মন্টেনেগ্রো	মিউনিখ

গ্রুপ-ডি

১১ জুন, রবিবার	১৮:০০	রাত ৯:৩০	মেক্সিকো বনাম ইরান	নুরেমবার্গ
১১ জুন, রবিবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	অ্যাঙ্গোলা বনাম পর্তুগাল	কোলোন
১৬ জুন, শুক্রবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	মেক্সিকো বনাম অ্যাঙ্গোলা	হ্যানোভার
১৭ জুন, শনিবার	১৫:০০	সন্ধে ৬:৩০	পর্তুগাল বনাম ইরান	ফ্রাঙ্কফুর্ট
২১ জুন, বুধবার	১৬:০০	সন্ধে ৭:৩০	পর্তুগাল বনাম মেক্সিকো	জেলসেনকারচেন
২১ জুন, বুধবার	১৬:০০	সন্ধে ৭:৩০	ইরান বনাম অ্যাঙ্গোলা	লাইপজ়িগ

দ্বিতীয় রাউন্ড

	জার্মানির সময়	ভারতীয় সময়			
২৪ জুন, শনিবার	১৭:০০	রাত ৮:৩০	গ্রুপ এ-প্রথম বনাম গ্রুপ বি-দ্বিতীয়	মিউনিখ	(দ্বিতীয় রাউন্ড-১)
২৪ জুন, শনিবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	গ্রুপ সি-প্রথম বনাম গ্রুপ ডি-দ্বিতীয়	লাইপজ়িগ	(দ্বিতীয় রাউন্ড-২)
২৫ জুন, রবিবার	১৭:০০	রাত ৮:৩০	গ্রুপ বি-প্রথম বনাম গ্রুপ এ-দ্বিতীয়	স্টুটগার্ট	(দ্বিতীয় রাউন্ড-৩)
২৫ জুন, রবিবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	গ্রুপ ডি-প্রথম বনাম গ্রুপ সি-দ্বিতীয়	নুরেমবার্গ	(দ্বিতীয় রাউন্ড-৪)
২৬ জুন, সোমবার	১৭:০০	রাত ৮:৩০	গ্রুপ ই-প্রথম বনাম গ্রুপ এফ-দ্বিতীয়	কাইজ়ারলোটার্ন	(দ্বিতীয় রাউন্ড-৫)
২৬ জুন, সোমবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	গ্রুপ জি-প্রথম বনাম গ্রুপ এইচ-দ্বিতীয়	কোলোন	(দ্বিতীয় রাউন্ড-৬)
২৭ জুন, মঙ্গলবার	১৭:০০	রাত ৮:৩০	গ্রুপ এফ-প্রথম বনাম গ্রুপ ই-দ্বিতীয়	ডর্টমুন্ড	(দ্বিতীয় রাউন্ড-৭)
২৭ জুন, মঙ্গলবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	গ্রুপ এইচ-প্রথম বনাম গ্রুপ জি-দ্বিতীয়	হ্যানোভার	(দ্বিতীয় রাউন্ড-৮)

কোয়ার্টার ফাইনাল

৩০ জুন, শুক্রবার	১৭:০০	রাত ৮:৩০	বিজয়ী দ্বিতীয় রাউন্ড-১ বনাম বিজয়ী দ্বিতীয় রাউন্ড-২	বার্লিন	(কোয়ার্টার ফাইনাল ১)
৩০ জুন, শুক্রবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	বিজয়ী দ্বিতীয় রাউন্ড-৫ বনাম বিজয়ী দ্বিতীয় রাউন্ড-৬	হামবুর্গ	(কোয়ার্টার ফাইনাল ২)

ইংরেজি মতে রাত ১২:৩০-এ যে খেলাগুলো পড়েছে কোনও-কোনও সময়সূচিতে তা পরেরদিন ধরা হয়েছে। যেমন, ৯ জুন, শুক্রবার রাত ১২:৩০-এ যে খেলা হবে তার তারিখ অনেকে ১০ জুন, শনিবার দিয়েছে। আমরা ভারতীয় মতেই ৯ জুন, শুক্রবার রাত ১২:৩০ লিখেছি। ভারতীয় সময়সূচি নেওয়া হয়েছে www.rediff.com থেকে।

গ্রুপ-ই

গ্রুপ-ই	জার্মানির সময়	ভারতীয় সময়		
১২ জুন, সোমবার	১৮:০০	রাত ৯:৩০	ইউনাইটেড স্টেটস বনাম চেক প্রজাতন্ত্র	জেলসেনকারচেন
১২ জুন, সোমবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	ইতালি বনাম ঘানা	হ্যানোভার
১৭ জুন, শনিবার	১৮:০০	রাত ৯:৩০	চেক প্রজাতন্ত্র বনাম ঘানা	কোলোন
১৭ জুন, শনিবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	ইতালি বনাম ইউনাইটেড স্টেটস	কাইজারলোটার্ন
২২ জুন, বৃহস্পতিবার	১৬:০০	সন্ধে ৭:৩০	চেক প্রজাতন্ত্র বনাম ইতালি	হামবুর্গ
২২ জুন, বৃহস্পতিবার	১৬:০০	সন্ধে ৭:৩০	ঘানা বনাম ইউনাইটেড স্টেটস	নুরেমবার্গ

গ্রুপ-এফ

১২ জুন, সোমবার	১৫:০০	সন্ধে ৬:৩০	অস্ট্রেলিয়া বনাম জাপান	কাইজারলোটার্ন
১৩ জুন, মঙ্গলবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	ব্রাজিল বনাম ক্রোয়েশিয়া	বার্লিন
১৮ জুন, রবিবার	১৫:০০	সন্ধে ৬:৩০	জাপান বনাম ক্রোয়েশিয়া	নুরেমবার্গ
১৮ জুন রবিবার	১৮:০০	রাত ৯:৩০	ব্রাজিল বনাম অস্ট্রেলিয়া	মিউনিখ
২২ জুন বৃহস্পতিবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	জাপান বনাম ব্রাজিল	ডর্টমুন্ড
২২ জুন বৃহস্পতিবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	ক্রোয়েশিয়া বনাম অস্ট্রেলিয়া	স্টুটগার্ট

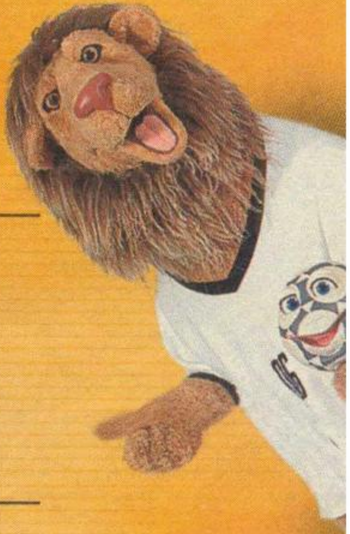

গ্রুপ-জি

১৩ জুন, মঙ্গলবার	১৫:০০	সন্ধে ৬:৩০	সাউথ কোরিয়া বনাম টোগো	ফ্রাঙ্কফুর্ট
১৩ জুন, মঙ্গলবার	১৮:০০	রাত ৯:৩০	ফ্রান্স বনাম সুইজারল্যান্ড	স্টুটগার্ট
১৮ জুন, রবিবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	ফ্রান্স বনাম সাউথ কোরিয়া	লাইপজিগ
১৯ জুন, সোমবার	১৫:০০	সন্ধে ৬:৩০	টোগো বনাম সুইজারল্যান্ড	ডর্টমুন্ড
২৩ জুন, শুক্রবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	টোগো বনাম ফ্রান্স	কোলোন
২৩ জুন শুক্রবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	সুইজারল্যান্ড বনাম সাউথ কোরিয়া	হ্যানোভার

গ্রুপ-এইচ

১৪ জুন, বুধবার	১৫:০০	সন্ধে ৬:৩০	স্পেন বনাম ইউক্রেন	লাইপজিগ
১৪ জুন, বুধবার	১৮:০০	রাত ৯:৩০	তিউনিশিয়া বনাম সৌদি আরব	মিউনিখ
১৯ জুন, সোমবার	১৮:০০	রাত ৯:৩০	সৌদি আরব বনাম ইউক্রেন	হামবুর্গ
১৯ জুন, সোমবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	স্পেন বনাম তিউনিশিয়া	স্টুটগার্ট
২৩ জুন, শুক্রবার	১৬:০০	সন্ধে ৭:৩০	সৌদি আরব বনাম স্পেন	কাইজারলোটার্ন
২৩ জুন, শুক্রবার	১৬:০০	সন্ধে ৭:৩০	ইউক্রেন বনাম তিউনিশিয়া	বার্লিন

	জার্মানির সময়	ভারতীয় সময়			
১ জুলাই শনিবার	১৭:০০	রাত ৮:৩০	বিজয়ী দ্বিতীয় রাউন্ড-৩ বনাম বিজয়ী দ্বিতীয় রাউন্ড-৪	জেলসেনকারচেন	(কোয়ার্টার ফাইনাল ৩)
১ জুলাই শনিবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	বিজয়ী দ্বিতীয় রাউন্ড-৭ বনাম বিজয়ী দ্বিতীয় রাউন্ড-৮	ফ্রাঙ্কফুর্ট	(কোয়ার্টার ফাইনাল ৪)

সেমিফাইনাল

৪ জুলাই, মঙ্গলবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	বিজয়ী কোয়ার্টার ফাইনাল-১ বনাম বিজয়ী কোয়ার্টার ফাইনাল-২	ডর্টমুন্ড
৫ জুলাই, বুধবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	বিজয়ী কোয়ার্টার ফাইনাল-৩ বনাম বিজয়ী কোয়ার্টার ফাইনাল-৪	মিউনিখ

থার্ড প্লেস অ্যান্ড ফোর্থ প্লেস প্লে-অফ ম্যাচ

৮ জুলাই, শনিবার	২১:০০	রাত ১২:৩০	স্টুটগার্ট

ফাইনাল

৯ জুলাই, রবিবার	২০:০০	রাত ১১:৩০	বার্লিন

বিশ্বকাপের জন্য চোখ ধাঁধানো সব স্টেডিয়াম নিয়ে কীভাবে সেজে উঠছে জার্মানি? ১৬ বছর পর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে বিশ্বকাপ আবার এমন এক দেশে হাজির, যে দেশের ফুটবল-বোধই অন্য রকম। জার্মানি ঘুরে এসে লিখেছেন **রূপায়ণ ভট্টাচার্য**

বিশ্বকাপের দেশে

ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারিতে কিংবা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে থাকলেও ঢোকার উপায় নেই।

রং-চটা কোলাপসিব্‌ল গেট ফেলে বন্ধ প্রধান দরজা। গেটে আটকে দেবে নিরাপত্তারক্ষী। তাদের চোখ এড়িয়ে ঢুকে পড়লে রয়েছে অন্য ঝঞ্ঝাট। কে কোথায় দেখাতে নিয়ে যাবে? কোথায় কী কে জানে? আসনগুলো এমন যে পাতে দেওয়া নেই। যুবভারতীতে চেয়ার নেই। ইডেনে বসার সিটের মাঝখানে এত কম জায়গা যে, হাঁটু আটকে যাওয়ার শঙ্কা।

জার্মানির বিশ্বকাপ স্টেডিয়ামগুলো ঘুরে এলে

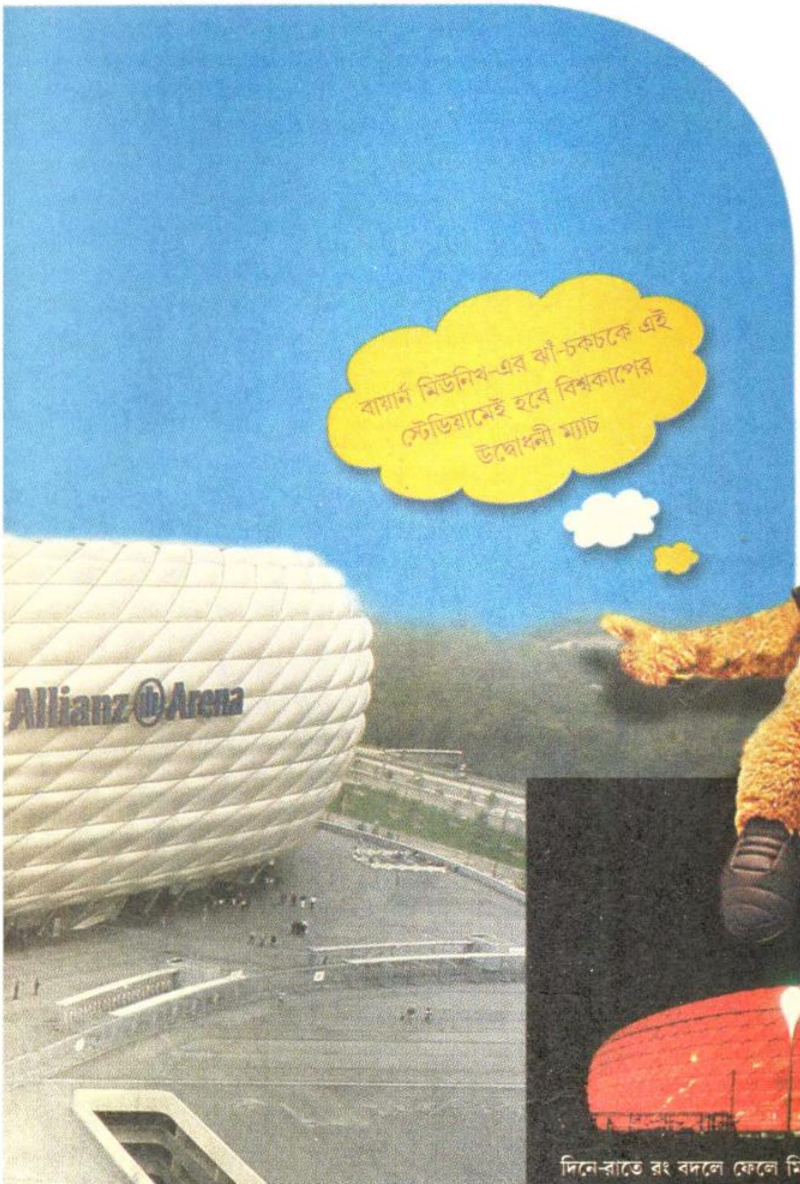

দিনে-রাতে রং বদলে ফেলে মিউনিখের এই স্টেডিয়াম

আমাদের কর্তারা অনেক কিছু শিখতে পারেন। প্রত্যেক স্টেডিয়ামেই রয়েছে গাইড টুরের ব্যবস্থা। টিকিট কাটতে হবে ৮-১০ ইউরোর। গেটের মুখে অপেক্ষা করে আছেন গাইড। অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। বাড়তি রোজগার করেন। কিন্তু মনে হবে, এটাই তাঁদের জীবনের সব কিছু। তাঁরাই ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখান পুরো স্টেডিয়াম। যত রাজ্যের প্রশ্ন, কৌতূহল মেটান জবাব দিয়ে। এই প্রচলিত ধারণাটা ইউরোপের ফুটবল খেলিয়ে অধিকাংশ দেশেই রয়েছে।

বার্লিন স্টেডিয়ামের ভিতরে ঢুকলে গাইড দেখাবেন, কোথায় বসে অলিম্পিক দেখতেন হিটলার। সত্তর বছর আগে।

মিউনিখ স্টেডিয়ামের ড্রেসিংরুমে এক বিশাল সুইমিং পুল। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্টেডিয়ামের ড্রেসিংরুমের ভিতরে আবার

বিশ্বকাপের তিন সপ্তাহ আগে হামবুর্গ স্টেডিয়ামের ঘাস এসেছে নেদারল্যান্ডস থেকে

ছোট-ছোট একগাদা বাথটবের মতো সুইমিং পুল। এক-একজন ফুটবলারের জন্য এক-একটা। মাঠের ভিতরে ঢুকিয়ে গাইডরা দেখাবেন, কীভাবে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্টেডিয়ামের ছাদ খোলা-বন্ধ করা যায়। স্টেডিয়ামের টিভিটা একেবারে মাঠের মাঝখানে, সেন্টার সার্কেলের উপরে থাকে। কী অদ্ভুত রে বাবা!

হামবুর্গের স্টেডিয়ামে গিয়ে দেখেছিলাম, স্টেডিয়ামের ভিতরে বিশাল-বিশাল স্কাই রুম। রাজকীয় ব্যবস্থা সেখানে। বিশাল বিশাল সোফা, বুফে খাবারের ব্যবস্থা, পানাহারের জন্য সেলার। টেলিভিশন। ফ্রিজ। শুয়ে-গড়িয়ে গল্প করতে-করতে খেলা দেখুন। মাঝে অন্য চ্যানেলটা ঘুরিয়ে দেখা যায় হাফ টাইমে। বা মাঠের ফুটবলটা ক্লান্তিকর জায়গায় পৌঁছলে।

মিউনিখের স্টেডিয়ামটা একেবারে লজেন্সের মতো দেখতে। কিংবা ট্রাকের টায়ার। রাতেই অধিকাংশ খেলা হয় বুন্দেশলিগায়। স্টেডিয়ামের বাইরেটা তখন মাঝে-মাঝেই রং পালটায়। কখনও নীল, কখনও মেরুন, লাল, হলুদ। দূর থেকে দেখতে অচেনা। স্টেডিয়ামটা একটু উঁচুতে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে স্পষ্ট দেখা যায় আল্পস পর্বতমালা।

এই বিশ্বকাপ স্টেডিয়ামগুলো দেখলে ধাঁধা লাগে। ঘোরও। আর মাঝে-মাঝে এক হীনম্মন্যতা বোধ জাগে। আমাদের দেশে কবে এমন অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম হবে? মিউনিখের স্টেডিয়ামেই মিখায়েল বালাক, অলিভার কানরা বুন্দেশলিগার ম্যাচ খেলে থাকেন বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে। সেটা বানানোর খরচ ৩৪ কোটি ইউরো। মানে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১,৯০৪ কোটি টাকা। ওখানে একদিন ফাঁকা গ্যালারিতে বসে দেখছিলাম, ছাদগুলোর এক-একটা অংশ ইচ্ছেমতো খোলা-বন্ধ হচ্ছে। কী ব্যাপার? একটা দিকে মাঠ একটু ভিজে বলে বেশি করে রোদ লাগানো দরকার। তাই প্রায় স্বচ্ছ ছাদ খুলে দেওয়া হয়েছে। যে জায়গায় মাঠ শুকনো রয়েছে, সে দিকে ছাদ ঢাকাই। সেখানে তো রোদের দরকার নেই!

স্টেডিয়াম, ফাঁকা স্টেডিয়াম যে এত মনোরম হতে পারে, তা বিশ্বকাপের দেশে না গেলে বোঝা যায় না। এমন রকমারি স্টেডিয়াম সমৃদ্ধ বিশ্বকাপ আগে কখনও হয়নি। মাঠের নীচের তলায় বিশাল ঘরগুলো লজ্জা দেবে আমাদের পাঁচ তারা হোটেলকেও। ওখানে কিন্তু বলা হয় না, কীভাবে স্টেডিয়াম চালানোর খরচ তোলা হবে। চলো, হয়ে যাক গানবাজনার অনুষ্ঠান। হামবুর্গের স্কাইরুমের মধ্যে বসে গাইড দেখাচ্ছিলেন, স্টেডিয়ামের ঘাস বিশ্বকাপের তিন সপ্তাহ আগে নেদারল্যান্ডস থেকে আনা হবে। ভাবা যায় না, প্রতি বছর অন্তত তিন বার করে ঘাস পালটান জার্মানরা। প্রতিবার খরচ ১০ লক্ষ ইউরো! আমাদের এখানে ভাইচুংরা সারাজীবন একই ঘাসের উপরেই খেলে যান। জীবন শেষ হয়ে যায়। ঘাস একই থাকে।

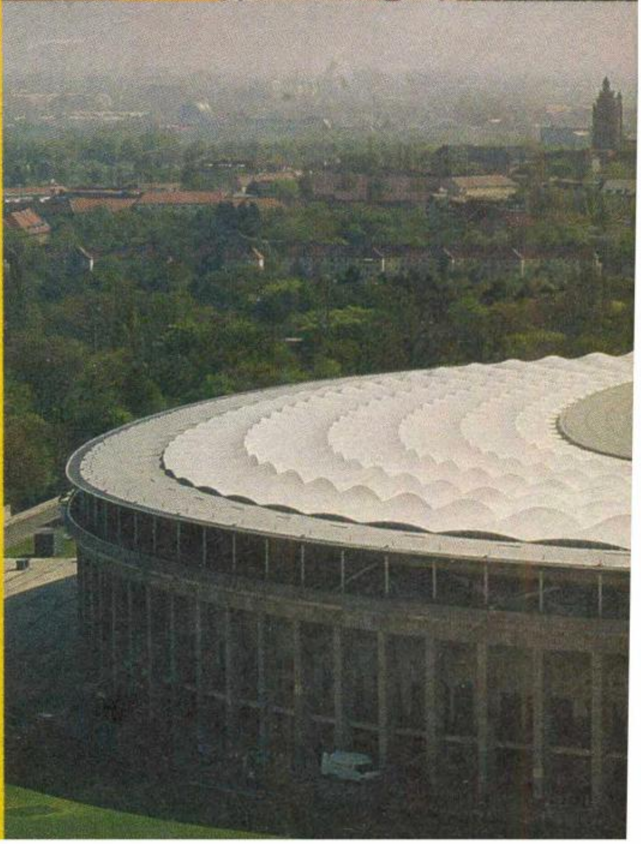

বার্লিনের স্টেডিয়াম গাইড মারিয়ম, ফ্রাঙ্কফুর্টের নাদিয়াদের পড়ার বিষয় শুনলে অবাক লাগবে। ফুটবলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। হয় নৃতত্ত্ব কিংবা সমাজবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন। তবু নিবিড়, নিবিষ্ট চিত্তে তাঁরা ফুটবল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের উত্তর দিয়ে যান। বিশ্বকাপ, তাই চাকরিটা এক মাসের জন্য যাচ্ছে তাঁদের। যে স্টেডিয়ামের প্রতিটি আনাচেকানাচ এবং তার ইতিহাস মুখস্থ, সেই স্টেডিয়ামগুলোর ধারেকাছে যাওয়ার কোনও অধিকার থাকবে না। তাতে মারিয়ন, নাদিয়ার কোনও ক্ষোভ নেই। "ও হো! বিশ্বকাপ মানে আমাদের দেশের কতখানি সম্মান বাড়বে! ওর চেয়ে বেশি কী আর হতে পারে বলুন তো? আমাদের ঠুনকো আত্মসম্মান নিয়ে কী করব?" বার্লিনের স্টেডিয়ামে হিটলারের বসার আসনের সামনে দাঁড়িয়ে বলছিলেন মারিয়ম।

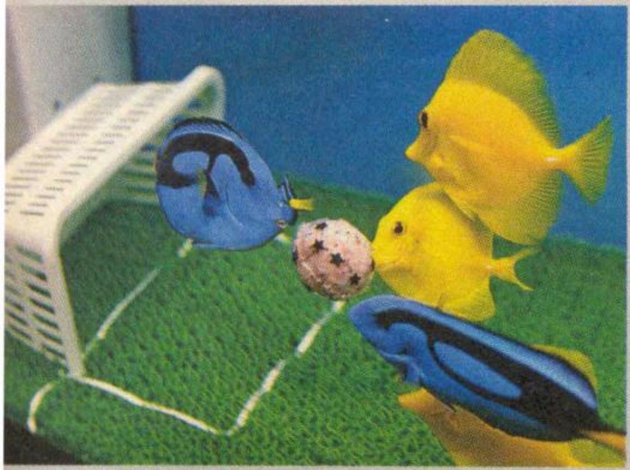

শপিং মলেই হোক বা অ্যাকোয়ারিয়ামে, সব জায়গাতেই বিশ্বকাপের রমরমা

দেশের সম্মান বাড়বে, এই বোধটাই প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে জার্মানদের। তলিয়ে দেখলে ১৬ বছর পরে বিশ্বকাপ আবার এমন এক দেশে হাজির, যে দেশের ফুটবল-বোধই অন্য রকম। বলা যায়, ফুটবল-জাতের কাছে আবার বিশ্বকাপ! ১৯৯০ সালে ইতালির পর, আবার! মধ্যে আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান-কোরিয়ায় বিশ্বকাপ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ফুটবল-জাতি বলে এদের কাউকেই বলা যায় না। ব্রাজিল, আর্জেন্তিনা ছাড়া যে স্বীকৃতি পাবে ইতালি, জার্মানি, স্পেন, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস। যেসব দেশের ফুটবল লিগ নিয়ে আগ্রহ ও কৌতূহল বিশ্ব জুড়ে। সবাই সরাসরি ম্যাচ দেখতে চায় টিভিতে।

জার্মান ফুটবল এখন অনেকটাই পিছনে চলে গিয়েছে ইংল্যান্ড, স্পেন, ইতালির লিগের তুলনায়। বিশ্বকাপকে কাজে লাগিয়ে জার্মানরা আরও উপরে তুলে আনতে চান তাঁদের বুন্দেশলিগার প্রচার। দেশের প্রচার। সারা বিশ্বের ভ্রমণবিলাসীদের কাছে জার্মানি এখনও পরের ধাপে রয়েছে। বিদেশ থেকে লোকে ইউরোপে লন্ডন, প্যারিস, জুরিখ, আমস্টারডাম, রোম ঘুরতে যায়। বার্লিন নামটা আসে অনেক পরে। ও দেশে ঘুরে সবার কথা শুনে মনে হল, জার্মান সরকার সেই প্রচলিত ধারণাটাকে আমূল পালটাতে চায়। জার্মান বিশ্বকাপের প্রধান স্লোগানটা মনে আছে তো? 'টু মেক ফ্রেন্ডস'। বার্লিনে গেলে লোকে

ঐতিহাসিক এই বার্লিন স্টেডিয়ামে বসেই অলিম্পিক দেখেছিলেন হিটলার। এখানেই হবে বিশ্বকাপের ফাইনাল।

চমকে যাবে, কীভাবে পুরনো বার্লিন প্রাচীরের ধারেকাছে দ্রুত বিশাল-বিশাল বাড়ি বানানো হয়েছে। আমূল পালটে দেওয়া হয়েছে পূর্ব বার্লিনের মলিন ছবিটা। ঝকঝকে তকতকে পুরো শহর। এটা তো সারা বিশ্ব এত দিন জানতই না। বিশ্বকাপই সারা বিশ্বকে এই সব পরিবর্তন জানানোর সেরা সুযোগ। বিশ্বকাপ তো আর শুধু ফুটবলে আটকে নেই। একটা দেশের অর্থনীতির খোলনলচে পালটে দিতে পারে এই টুর্নামেন্ট।

বার্লিনে জার্মানির স্বরাষ্ট্র দফতরে বসে সে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, "জার্মানিতে কিন্তু এই প্রথম বিশ্বকাপ হচ্ছে। শেষবার হয়েছিল যখন, তখন সেটা ছিল পশ্চিম জার্মানিতে।" সেবার পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে পূর্ব জার্মানির ম্যাচ হয়েছিল বিশ্বকাপে। মন্ত্রী নিজে সাবেক পূর্ব জার্মানির লোক। "বুঝে পাচ্ছিলাম না, কাকে সেবার সমর্থন করব।" ভদ্রলোক বলেই ফেললেন ছেলেবেলার কথা তুলে। তার পরে হেসে যোগ করলেন, "জানেন তো, মিশায়েল বালাকও আদতে পূর্ব জার্মানির মানুষ।"

ডর্টমুন্ডের বিখ্যাত টাউন হলের সামনে একটা চমৎকার লেক। তার পাশে রেস্তরাঁয় খেতে-খেতে এই কথাগুলোই গর্বের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন ড্যানিয়েল জাবো। বার্লিনের গ্যেটে ইনস্টিটিউটের কর্মী ড্যানিয়েল রোনাল্ডোর মতো মাথা ন্যাড়া করিয়েছেন। ফুটবল নিয়ে নাগাড়ে কথা বলতে পারেন। জার্মানির কথা জানতে চাইলে বারবার বলছিলেন, "নো চান্স। নো চান্স। আমাদের বালাক, পোডলস্কি ছাড়া ম্যাচ জেতানোর কোনও প্লেয়ার নেই।" হতাশ গলা।

'নো চান্স' সত্যি সত্যিই? ইংল্যান্ডের 'টাইমস' পত্রিকা রুনি আহত হওয়ার আগেই সম্ভাব্য সেমিফাইনালিস্ট ও ফাইনালিস্টদের একটা তালিকা বানিয়েছিল। খুব চুলচেরা বিশ্লেষণ করে। দুই ফাইনালিস্টের মধ্যে রাখা হয় ব্রাজিল, আর্জেন্তিনাকে। বাকি দুই সেমিফাইনালিস্ট জার্মানি ও ইংল্যান্ড। রুনি চোট পাওয়ার পরে ইংল্যান্ডের জায়গায় চলে আসবে ফ্রান্স। যে দলের মাঝমাঠে ভিয়েরা, ম্যাকালেলের মতো অলরাউন্ডার, জিদানের মতো যুগোত্তীর্ণ ফুটবলার, তাঁদের বাদ দেব কী করে? মারাদোনা উত্তর পর্বে জিদানই সেরা ফুটবলার, কোনও চিন্তা না করেই লিখে ফেলা যায়। শুনলাম, রুনি চোট পাওয়ার পরেই বাজির দরে ইংল্যান্ডের উপরে উঠে এসেছে জার্মানি। মুখ মনে পড়ছে ড্যানিয়েল, মারিয়ম, বরিস, অ্যান বা লিডিয়াদের। যাঁরা জার্মানির নাম শুনলেই বলছিলেন, "নো চান্স। নো চান্স।"

জার্মানি দলটায় এবার পোডোলস্কি ছাড়া কোনও নতুন প্রজন্মের মুখ নেই, যাদের জন্য ফুটবল দেখার আকাঙ্ক্ষা জাগে নতুন করে। কিন্তু এবার অনেক দলেই রয়েছে নতুন প্রজন্মের ফুটবলার। জিদান, রোনাল্ডো, বেকহ্যাম, ফিগো, রাউল, নেদভেদ, দেল পিয়েরোরা সে তুলনায় 'বুড়ো' হয়ে গিয়েছেন বরং। ক্রিকেটে ৩২ বছর কোনও বয়স হতে না পারে, ফুটবলে এটা অনেক। এবং সে জন্যই আরও কম বয়সি ফুটবলারদের জন্য বিশ্ব জুড়ে আগ্রহ চূড়ান্ত জায়গায়। ব্রাজিলের রোবিনহো, কাকা, আর্জেন্তিনার মেসি, তেভেজ, ইংল্যান্ডের রুনি, ল্যাম্পার্ড, জেরার পর্তুগালের রোনাল্ডো, পাওলেটা, নেদারল্যান্ডসের রবেন, বাবেলরা ছাতা ঘোরাচ্ছেন। বিশ্ব ফুটবলে এখন বয়সের বিচারে তিন ধরনের তারকা রয়েছেন। জিদান, ফিগো, রোনাল্ডো, বেকহ্যাম, ক্রেসপো, রাউল, দেল পিয়েরো, নেদভেদরা প্রথম ধাপে। যাঁদের এটাই শেষ বিশ্বকাপ। দ্বিতীয় ধাপে অঁরি, রোনাল্ডিনহো, নিস্তেলরুই, শেভচেঙ্কো, ল্যাম্পার্ড, জেরার, তোত্তি, চেক। শেষ ধাপে রুনি, রোবিনহো, ক্রিশ্চিয়ান রোনাল্ডো, রবেন, ফাব্রিজাস, দ্রোগবারা। বিশ্বকাপের পরে দেখা যাবে, ধাপের ব্যাপক বদল ঘটে গিয়েছে। একদল উপরে এসেছেন অনেক। এক দল নেমে গিয়েছেন নীচে। প্রতিবার যা হয়।

বিশ্বকাপ শুরুর অনেক দিন আগে জার্মানির এক পত্রিকায় লোথার ম্যাথাউস বলেছিলেন, এবার অতি আক্রমণাত্মক ফুটবল দেখাবে এই বিশ্বকাপ। কারণটা কী? ম্যাথাউস যুক্তি দিয়েছেন, "এবার সব টিমই আক্রমণাত্মক ফুটবলের উপরে জোর দেবে। সব দলে ভাল গোল করার লোক রয়েছে।" কথাটা একেবারে সত্যি। সব দলেই এবার ভাল স্ট্রাইকার। গতি বেড়ে গিয়েছে। অনেক টিমই তিন ফরোয়ার্ডে চলে গিয়েছে। নেস্তা, টেরি, লুসিও বাদে কোনও ভাল স্টপার নেই। তাই স্ট্রাইকারদেরই মনে ধরছে বেশি। সেদিনই সর্বকালের অন্যতম সেরা ভারতীয় ডিফেন্ডার অরুণ ঘোষ হঠাৎ ফোনে জানতে চাইলেন, "চেলসিতে শক্তপোক্ত কালো একটা স্ট্রাইকার রয়েছে। এ কোথাকার ছেলে বলো তো?" আইভরি কোস্টের ডিডিয়ের দ্রোগবা। নামটা শুনে অরুণ ঘোষ অস্ফুটে বলে ফেললেন, "কিছুদিন আগেও তো এই দেশের নামই শুনিনি। ছেলেটারও। কিন্তু কী খেলছে!"

দ্রোগবার দেশের মতো আরও কিছু দেশ এবার বিশ্বকাপে, যারা আগে কখনও এই টুর্নামেন্টে খেলেনি। ইউক্রেন, আইভরি

ওয়ার্ল্ড কাপ অর্গানাইজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট বেকেনবাউয়ার (বাঁ দিকে) এবং আডিডাস-এর সি ই ও হারবার্ট হেইনার-এর হাতে গোল্ডেন বল। এই নতুন ধরনের বলেই খেলা হবে এবারের বিশ্বকাপ

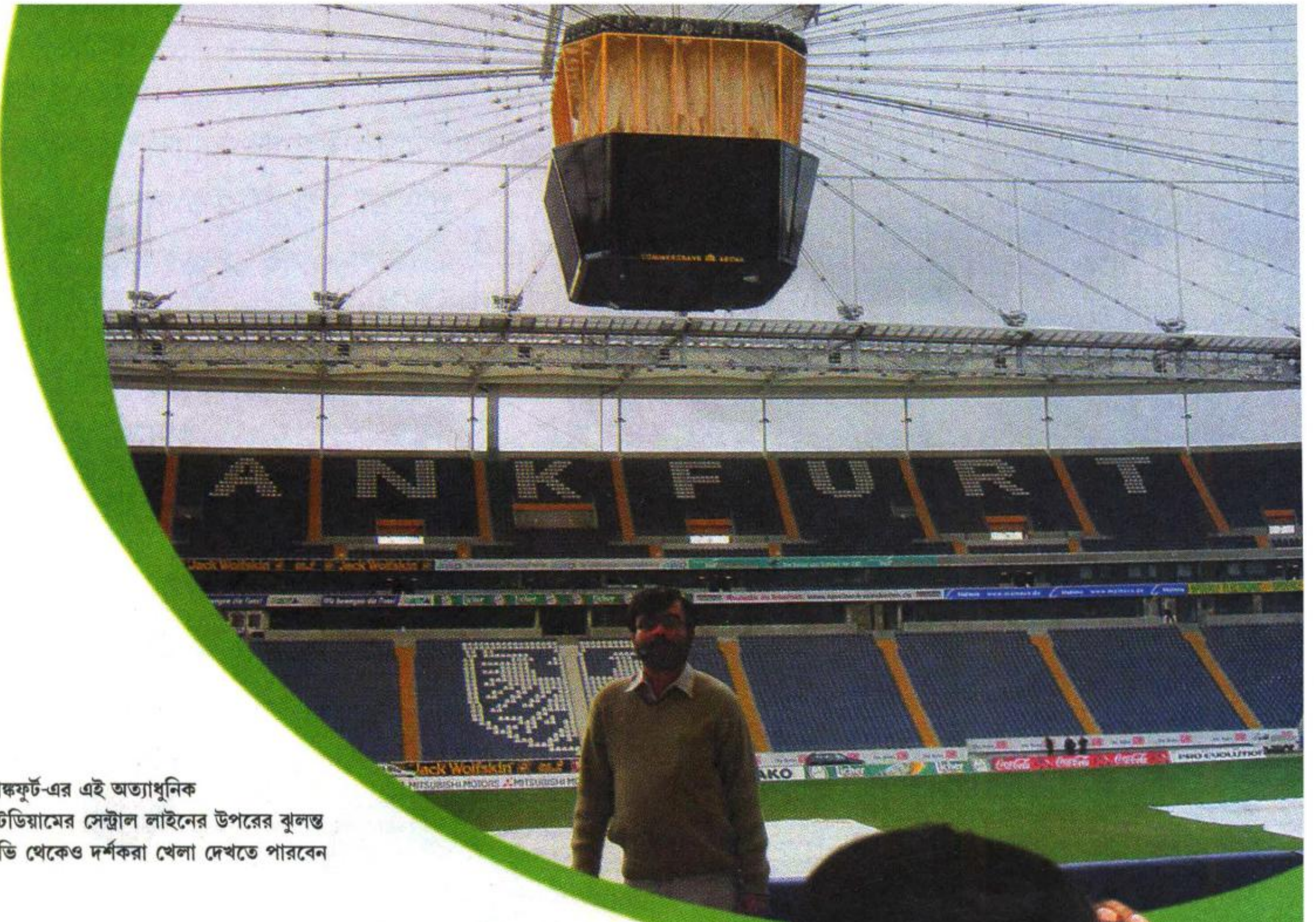

ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর এই অত্যাধুনিক স্টেডিয়ামের সেন্ট্রাল লাইনের উপরের ঝুলন্ত টিভি থেকেও দর্শকরা খেলা দেখতে পারবেন

কোস্ট, অ্যাঙ্গোলা, টোগো, ঘানা, ত্রিনিদাদ। ছ'টা। সার্বিয়া-মন্টেনেগ্রো আগে যুগোস্লাভিয়া নামে খেলত বলে সেটাকে নতুন ধরা হচ্ছে না। নইলে সংখ্যাটা আরও বাড়ত। গত ৭২ বছরে এত নতুন দেশ একসঙ্গে কোনও বিশ্বকাপ খেলেনি। বিরাশিতে খেলেছিল পাঁচটা— আলজিরিয়া, ক্যামেরুন, হন্ডুরাস, কুয়েত, নিউজিল্যান্ড। ১৯৮৬ সালের ডেনমার্ক, ১৯৯০ সালের আয়ারল্যান্ড, ১৯৯৮ সালের ক্রোয়েশিয়া, ২০০২ সালের সেনেগাল। ইদানীং প্রতিবারই আনকোরারা চমকে দিয়েছে। ক্রোয়েশিয়া তো তিন নম্বরে চলে গিয়েছিল। এবার চমক দিতে পারলে দেবে ইউক্রেন বা আইভরি কোস্ট।

এখানেই বোধ হয় এই বিশ্বকাপের মজা। যা ক্রীড়াসূচি হয়েছে, তাতে দ্বিতীয় রাউন্ডেই অনেক ইন্দ্রপতন দেখব হয়তো। আর্জেন্তিনার সামনে পড়ে যাচ্ছে পর্তুগাল বা মেক্সিকো। ব্রাজিলের সামনে ইতালি বা চেক প্রজাতন্ত্র। নেদারল্যান্ডসের সামনে পর্তুগাল। চেকরা বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে দু'নম্বরে। মানে দ্বিতীয় ধাপেই ছিটকে যাবে অনেক পছন্দ।

সব ঠিকঠাক চললে, কোনও অঘটন না ঘটলে, কোয়ার্টার ফাইনাল লাইন আপ দাঁড়াতে পারে জার্মানি বনাম আর্জেন্তিনা, ফ্রান্স বনাম ইতালি বা চেক, ইংল্যান্ড বনাম নেদারল্যান্ডস বা পর্তুগাল, ব্রাজিল বনাম স্পেন। সেমিফাইনালে আর্জেন্তিনা বনাম ফ্রান্স, ব্রাজিল বনাম ইংল্যান্ড।

কিন্তু ফুটবল তো বিশ্বকাপে অঙ্ক মেনে হবে না। ক্রীড়াসূচিও অঙ্ক মেনে এগনোর নয়। তাই বিখ্যাত কোচ মিলুটিনোভিচের কথাই বোধ হয় জার্মানি বিশ্বকাপের ক্ষেত্রে সবচেয়ে খেটে যাবে, "ফুটবল এখন যে জায়গায়, সেখানে ছোট আর বড় দল বলে কেউ নেই। বিশেষ দিনের উপরে নির্ভর করছে সব। কে জিতবে, কে হারবে।"

বার্লিনের বিখ্যাত অলিম্পিক স্টেডিয়ামেই হিটলারকে ভীষণ চমকে দিয়েছিলেন জেসি ওয়েন্স নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ। এই স্টেডিয়ামের দেওয়ালে পাথরে খোদাই করা আছে জেসি ওয়েন্সের নাম। এখানেই আছে ওয়েন্সের নামে একটা বিশেষ ব্লকও। এই বার্লিন স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনালের পর, সে মাঠে আর কোনও খেলোয়াড়ের নামে দ্বিতীয় আর-একটা ব্লক হবে কি?

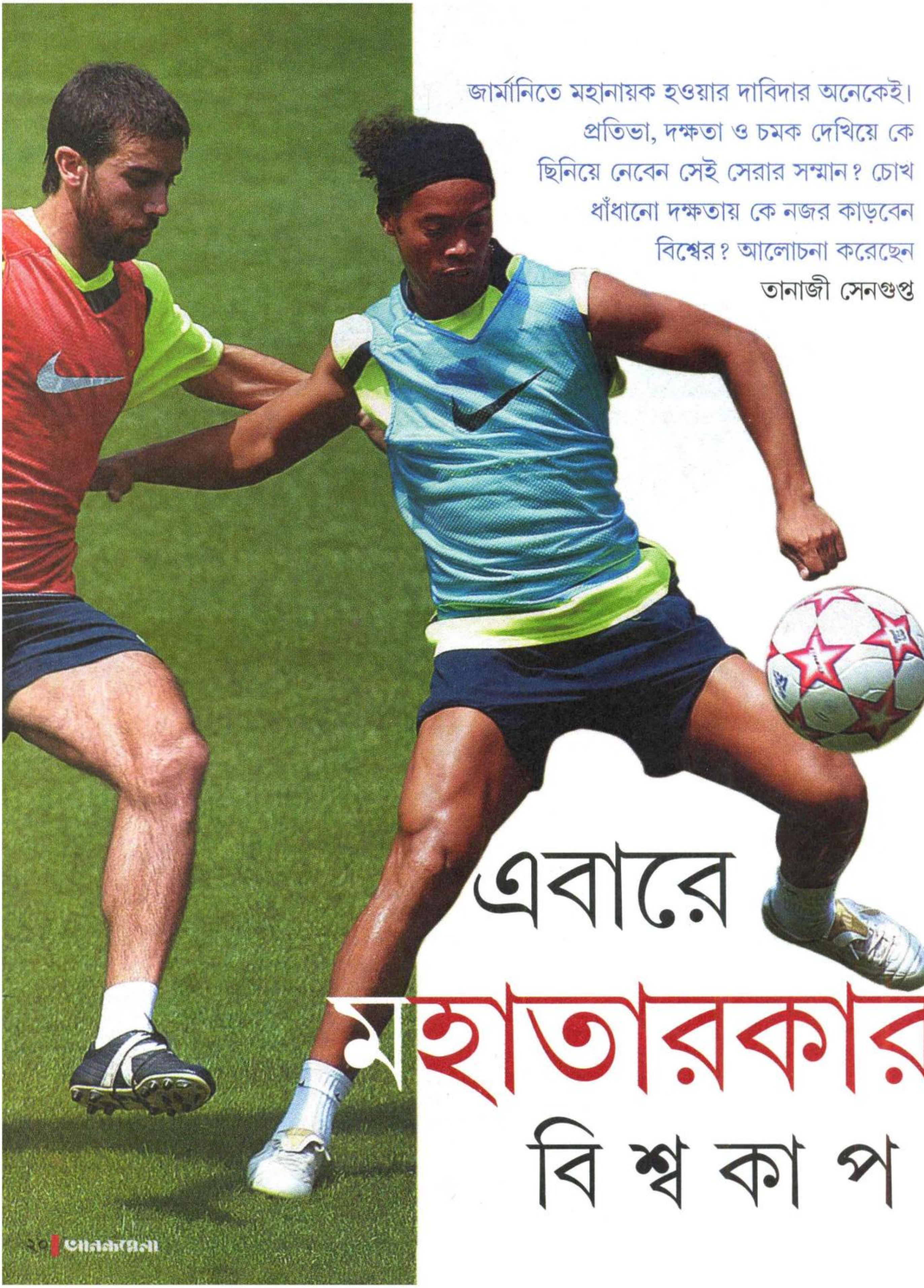

জার্মানিতে মহানায়ক হওয়ার দাবিদার অনেকেই। প্রতিভা, দক্ষতা ও চমক দেখিয়ে কে ছিনিয়ে নেবেন সেই সেরার সম্মান? চোখ ধাঁধানো দক্ষতায় কে নজর কাড়বেন বিশ্বের? আলোচনা করেছেন

তানাজী সেনগুপ্ত

এবারে মহাতারকার বিশ্বকাপ

বিশ্বকাপের আগে যেমন কোটি টাকার প্রশ্ন, জিতবে কোন দেশ, তেমনই অপার কৌতূহলের বিষয়, কে হবেন নায়ক বা সুপারস্টার, কে তাঁর চোখধাঁধানো দক্ষতায় মাতিয়ে দেবেন ফুটবল-বিশ্বকে! দিয়েগো মারাদোনা যেমন মাত করে দিয়েছিলেন ১৯৮৬-র বিশ্বকাপ বা ১৯৯৮-তে জিনেদিন জিদান, গতবারেও যেমন রোনাল্ডো—এবারেও তেমন ব্যক্তিগত স্কিল এবং দক্ষতায় এগিয়ে বেশ কয়েকজন। প্রথমেই আছেন রোনাল্ডিনহো। যদি চোট সারিয়ে ফিরে আসতে পারেন, তবে অবশ্যই ইংল্যান্ডের ওয়েন রুনি। তালিকায় আছেন ব্রাজিলের আদ্রিয়ানো, পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, আর্জেন্তিনার লিওনেল মেসি, জার্মানির মিখায়েল বালাক, হল্যান্ডের রুদ ফান নিস্তেলরুই, ফ্রান্সের থিয়েরি অঁরি।

ওয়েন রুনি

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

আদ্রিয়ানো

রোনাল্ডিনহো : অবিশ্বাস্য পায়ের কাজে একাই একশোকে ছাপিয়ে যেতে পারেন

একাই একশো—এই প্রবাদটিকে এবারে বোধ হয় মিথ্যে প্রমাণ করবেন রোনাল্ডিনহো। কারণ, যে-ফর্মে তিনি এখন খেলছেন তাতে এই বিশ্বকাপে তাঁর অবশ্যই একশোকেও ছাপিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সদ্য প্রায় একক দক্ষতায় বার্সেলোনাকে স্প্যানিশ লিগ চ্যাম্পিয়ন করালেন রোনাল্ডিনহো। তথ্যে যে এতটুকু খাদ নেই, তা তাঁর সহ-খেলোয়াড় স্যামুয়েল এটোর কথাতেই স্পষ্ট, "প্রতিদিন অবিশ্বাস্য পায়ের কাজ করে দেখাচ্ছে রোনাল্ডিনহো। এমন প্রতিভা খুব কম দেখা যায়।" এবার বার্সেলোনাকে চ্যাম্পিয়ন করার পথে রোনাল্ডিনহো ছিঁড়ে ফেলেছিলেন চির প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে। লজ্জাজনক তিন গোলে হেরেও মুগ্ধ রিয়াল সমর্থকরা তাঁকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাতে ভোলেননি।

এখন যা পারফরম্যান্স, তাতে এবার নিয়ে টানা তিন বার বিশ্বসেরা ফুটবলার হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা রোনাল্ডিনহোর। এ এক বিরল নজির। বিশ্বের ফুটবল নিয়ামক সংস্থা ফিফা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই এই সম্মানের যোগ্য মনে করেনি। বেশ কিছুদিন ধরেই ইউরোপ মাতানোর পুরস্কারও পেয়েছেন রোনাল্ডিনহো। গত মরশুমেই হয়েছেন ইউরোপের বর্ষসেরা ফুটবলার। শুধু ক্লাব-ফুটবলেই নয়, গত বছরেই 'মিনি বিশ্বকাপ' কনফেডারেশন কাপে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে ব্রাজিলকে চ্যাম্পিয়ন করিয়েছেন রোনাল্ডিনহো।

মিখায়েল বালাক

গত বিশ্বকাপে নায়ক ছিলেন রোনাল্ডো, নায়ক হতে পারেননি রোনাল্ডিনহো। হওয়ার কথাও নয়! কারণ, তরুণ রোনাল্ডিনহোর ওটিই ছিল প্রথম বিশ্বকাপ। তবু তাঁর আবির্ভাব-বিশ্বকাপেই এমন চমক দেখিয়েছিলেন যে, তা ফুটবলপ্রেমী মানুষ ভোলেনি। পরের বারের জন্য যে তিনি তৈরি হচ্ছেন, আগাম উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি তখনই রেখেছিলেন রোনাল্ডিনহো। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর অসাধারণ একটি ফ্রি-কিক প্রকৃতপক্ষে বেকহ্যামদের বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দেয়। বেকহ্যাম পরে তাঁর 'মাই সাইড' বইয়ে লিখেছেন, 'একটা গোল কীভাবে একটা দলের মানসিক বল ছিনিয়ে নিতে পারে, সেটা সেদিন হাড়েহাড়ে উপলব্ধি করি।'

হাড়েহাড়ে এবার আরও কিছু টের পাওয়াবেন ২৬ বছরের সদাহাস্যময় এই ব্রাজিলীয় তারকা। ছেলেবেলায় লড়াই করেছেন দারিদ্র্যের সঙ্গে, এখন অবশ্য অর্থের পাহাড়চূড়ায় তিনি। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ফুটবলারদের তালিকায় পয়লা নম্বরে তাঁর নাম। ফ্রান্সের একটি ফুটবল পত্রিকার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই মুহূর্তে ক্লাবে মাইনে, বোনাস এবং স্পনসরদের থেকে প্রাপ্ত অর্থ, সব মিলিয়ে বছরে আনুমানিক ২৩ মিলিয়ন ইউরো বা ১৩০ কোটি টাকা আয় করেন রোনাল্ডিনহো। অর্থাৎ সপ্তাহে আড়াই কোটি টাকা।

এত অর্থ, তবু লড়াই অবশ্য চালিয়ে যেতে হচ্ছে রোনাল্ডিনহোকে। এ লড়াই বিপক্ষের রক্ষণ ফালাফালা করার লড়াই, দলকে জেতানোর লড়াই। তাঁর ছোট জায়গায় বল কন্ট্রোল, দ্রুতগতিতে ড্রিব্‌ল, বল নিয়ে স্পিড, দু'ই পায়ের চেটো দিয়ে শট নেওয়া এবং ফাইনাল পাস বাড়ানোয় দক্ষতা তাঁকে অনন্য করে তুলেছে। আঠারো গজের বক্সে তাঁর মতো ভয়ংকর ফুটবলার আর দ্বিতীয় কেউ নেই। ৬৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ইতিমধ্যেই করেছেন

রোনাল্ডিনহো

লিওনেল মেসি

মাইকেল আওয়েন

৩০টি গোল। এই বিশ্বকাপে তাঁর গোলসংখ্যা শুধু বাড়বেই না, মহানায়ক হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করবে বলেই বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস।

আদ্রিয়ানো : সুইং মেশানো বাঁ-পায়ের ১৩০ কিলোমিটার ঝড়ের গতির শট আদ্রিয়ানোর অস্ত্র

বিশ্বকাপে নায়ক হতে পারেন রোনাল্ডিনহোরই সহ-খেলোয়াড়, ব্রাজিল-আক্রমণভাগের সুচতুর অস্ত্র, ২৪ বছরের আদ্রিয়ানো। গত কনফেডারেশন কাপে তিনিই নায়ক ছিলেন। পুরো টুর্নামেন্টে পাঁচটি গোল করে হন সর্বোচ্চ গোলদাতা, পান সোনার বুট। ফাইনালে আর্জেন্তিনাকে নাকানিচোবানি খাইয়ে আদ্রিয়ানো তাঁর পায়ের কাজে দু'টি গোল করেন, যা দেখে অভিভূত বিশেষজ্ঞদের প্রতিক্রিয়া, 'অবিশ্বাস্য'। বাঁ-পায়ের সুইং মেশানো ১৩০ কিলোমিটার ঝড়ের গতির অসাধারণ শট আদ্রিয়ানোর অস্ত্র। এরকম ফর্ম ও গোল করার ক্ষমতা যদি এবারের বিশ্বকাপেও দেখাতে পারেন, তা হলে তাঁর মহানায়ক হওয়া আটকায় কে!

রুদ ফান নিস্তেলরুই : গোল চেনায় তাঁর মতো দক্ষ ফরওয়ার্ড এখন খুব কম আছে

মার্কো ভ্যান বাস্তেনের ভাবশিষ্য রুদ ফান নিস্তেলরুই এবারের নেদারল্যান্ডস দলের আক্রমণভাগের প্রধান ভরসা। ২৯ বছরের অভিজ্ঞ নিস্তেলরুই ক্লাব ও দেশের হয়ে প্রচুর দৃষ্টিনন্দন গোল করলেও বড় কোনও টুর্নামেন্টে সাফল্য পাননি। এবার সেই স্বপ্নপূরণের সুযোগ এসেছে। খেলেন ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে। গোল চেনায় তাঁর মতো দক্ষ ফরওয়ার্ড এখন খুব কম আছে। গোলের সামনে তাঁকে আটকানো মুশকিল। নিস্তেলরুই ফর্মে থাকলে এই বিশ্বকাপে অনেক চমকপ্রদ গোল দেখা যেতে পারে।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো : স্কিল ও গতির সৌন্দর্যে মাতিয়ে দিচ্ছেন এই তরুণ

পর্তুগালকে এবার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন আর-এক রোনাল্ডো, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ২১ বছরের এই তরুণ বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর স্কিল ও গতির সৌন্দর্যে মাতিয়ে দিচ্ছেন ইউরোপের ফুটবলকে। এবার বিশ্বকাপে তাঁর দক্ষতার পরীক্ষা। তিন বছর আগে তাঁকে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ দিয়ে পর্তুগালের স্পোর্টিং লিসবন থেকে কিনে নিয়েছিল ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, অর্থের পরিমাণ বিশাল, এক কোটি বাইশ লক্ষ ডলার। ম্যাঞ্চেস্টার এক ম্যাচে বিধ্বস্ত হয়েছিল স্পোর্টিং লিসবনের কাছে। ওই ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার-রক্ষণ কাঁপিয়ে দেন ১৮ বছরের তরুণ ক্রিশ্চিয়ানো। খেলা দেখে সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার-কোচ অ্যালেক্স ফার্গুসন ক্লাব-কর্তাদের তাঁকে দলে নেওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন, "অনেক দিনের মধ্যে এমন কর্তৃত্ব নিয়ে খেলতে আমি কাউকে দেখিনি। বিশ্ব-ফুটবলে আর-এক তারকার জন্ম হতে চলেছে।" সুইপার মিডফিল্ডে খেলা রোনাল্ডোর স্কিল ও টাচ অসাধারণ। সারা মাঠ জুড়ে খেলতে পারেন। বিপজ্জনক তাঁর উইং ধরে দৌড়। বিপক্ষকে যা ফালাফালা করে দেয়। এমনিতে বাঁ পায়ের খেলোয়াড়, তবে ডান পায়েও দুর্দান্ত শট নিতে পারেন।

মিখায়েল বালাক : অনেক বিশেষজ্ঞের মত, ইনিই বিশ্বের একমাত্র 'কমপ্লিট ফুটবলার'

জার্মানির মিখায়েল বালাক সম্বন্ধে বলা হয়, জার্মান দলে বালাক ও আরও দশজন খেলে। অর্থাৎ তিনিই দলের স্তম্ভ। তিনি শুধু দলের অধিনায়ক নন,

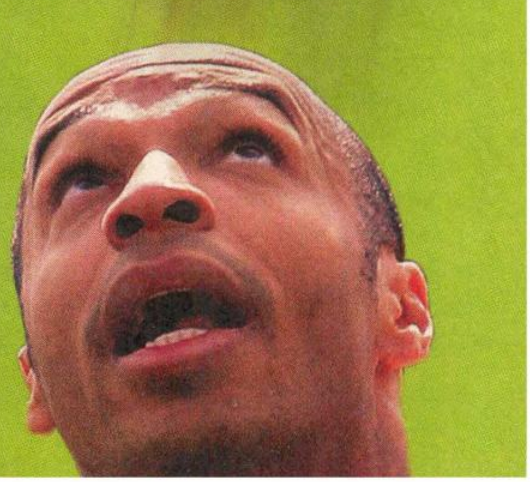

দলের মস্তিষ্কও। দলকে খেলান, আক্রমণ পরিচালনা করেন। বালাক আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার। দূর থেকে শট নিয়ে গোল করায় তাঁর জুড়ি নেই, হেডেও তিনি মাস্টার। ক্লাব-ফুটবলে ব্রায়ান মিউনিখকে বহু ম্যাচে জিতিয়েছেন। অনেক বিশেষজ্ঞের মত, তিনিই বিশ্বের একমাত্র 'কমপ্লিট ফুটবলার'। ৬১টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা অভিজ্ঞ বালাক নিজের মাঠে জ্বলে উঠে মহানায়ক হতে পারেন কিনা সেটাই দেখার। জার্মান-দর্শক তাঁদের প্রিয় 'বাল্লা'-র উপর ভরসা করে আছেন।

রুদ ফান নিস্তেলরুই (বাঁ দিকে)

লিওনেল মেসি : ১৮ বছরের এই ফরওয়ার্ডকে বলা হচ্ছে 'নতুন মারাদোনা'

আর্জেন্তিনা দলে কার্লোস তেভেজ, হার্নান ক্রেসপো, জেভিয়ার স্যাভিওলার মতো তারকা থাকলেও ফুটবল-বিশ্বের অনুমান, বিশ্বকাপে মহানায়ক হতে পারেন তরুণ লিওনেল মেসি। ১৮ বছরের মেসিকে বলা হচ্ছে 'নতুন মারাদোনা'। ফুটবল কিংবদন্তি মারাদোনার মতোই এই তরুণ ফরওয়ার্ডকে সামনে রেখে বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্নে মজেছে গোটা আর্জেন্তিনা। মারাদোনা নিজেও মেসির খেলায় মুগ্ধ, বলেছেন, "ছেলেটার পায়ে দারুণ খেলা আছে।" বার্সেলোনায় খেলে ইতিমধ্যেই নিজের জাত চিনিয়েছেন মেসি। গত বছর দেশকে জিতিয়েছেন জুনিয়র বিশ্বকাপ, এবার পায়ের জাদুতে বড় স্বপ্নপূরণের আশা।

ওয়েন রুনি : যদি খেলেন, প্রতিভা ও দক্ষতায় সেরা হতে পারেন

এক নম্বর স্ট্রাইকার ওয়েন রুনির উপর এখনও ভরসা ইংল্যান্ড দলের। কারণ স্কোরিং জোনে বল পেলে তাঁর মতো জালে তা রাখার ক্ষমতা বিশ্বে আর ক'জনের আছে ! কিন্তু ডান পায়ের মেটাটারসাল হাড় ভেঙে বেশ বেকায়দায় রুনি। প্রাথমিক পর্বে না খেললেও পরে যদি তিনি ফিরে আসেন, তা হলে পৃথিবীর ফুটবলপ্রেমী মানুষ অনবদ্য খেলা দেখার সুযোগ পাবেন। প্রতিভা, দক্ষতা ও চমক দেখিয়ে হিরো হতে পারেন রুনি।

থিয়েরি অঁরি : এবার সেরা স্ট্রাইকার হওয়ার লড়াই

এবারে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন ফ্রান্সের থিয়েরি অঁরি। অভিজ্ঞ অঁরি স্ট্রাইকার হিসেবে যে কত সফল তার প্রমাণ আছে এ মরশুমেই। কারণ, তাঁরই ক্লাব তো আর্সেনালের হয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ২০টি গোল করেছে। টানা পাঁচ বছর এরকম গোল করে এক অনন্য রেকর্ড গড়েছেন তিনি। প্রচণ্ড গতি, ছ' ফুট দু' ইঞ্চি উচ্চতাকে চমৎকারভাবে কাজে লাগান তিনি। তাঁর গোল করার অসাধারণ দক্ষতার জন্য তিনি এখন বিশ্বের প্রথম তিন সেরার মধ্যে আসেন। জিনেদিন জিদানের মতো ব্যক্তিত্বও মুগ্ধ অঁরিতে। বলেছেন, "ও টেকনিক্যালি রোনাল্ডিনহোর চেয়েও ভাল। ওর খেলা এবারের বিশ্বকাপে দর্শকদের মুগ্ধ করবেই।" এবারের বিশ্বকাপ অঁরির সেরার সেরা হওয়ার লড়াই।

প্রতিভা, দক্ষতা ও চমক দেখানোই তো মহানায়কের লক্ষণ। বিশ্বকাপে মহানায়ক হওয়ার সেটাই প্রধান শর্ত। এঁদের মধ্যে কে সেই চমক দেখাবেন, কে পাবেন সেরার শিরোপা, যাঁর খেলা আমাদের স্মৃতিতে অমলিন থাকবে অনেক দিন?

থিয়েরি অঁরি: গোল করার অসাধারণ দক্ষতার জন্য তিনি এখন বিশ্বের তিন সেরার মধ্যে

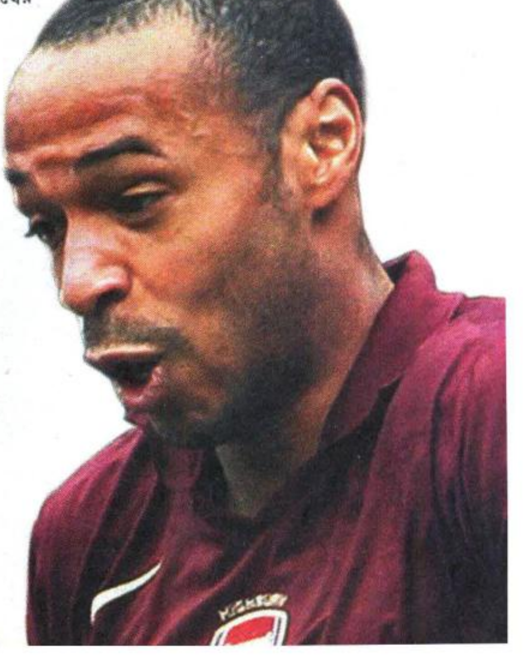

তারকা ফুটবলারদের নিয়ে কোন দেশ কেমন, কোথায় শক্তি আর কোথায়ই বা দুর্বলতা, জানিয়েছেন **সন্দীপ দাশগুপ্ত, পরমা সেন, সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন রুদ্র** এবং **অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়**

বিশ্বকাপের ৩২ বাহিনী

কোস্টা রিকা

নজর কাড়বেন যাঁরা: স্ট্রাইকার পাওলো ওয়ানাকোপে এখনও পর্যন্ত ৬৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে 'মাত্র' ৪৩টি গোল করেছেন। বিশ্বকাপের ম্যাচগুলোতেও তিনি গোলের জন্য ঝাঁপাবেন। মিডফিল্ডার জাফেট সোটোর ডান পায়ে জাদু আছে। আর-এক মিডফিল্ডার রোনাল্ড গোমেজ় তাঁর বাঁ পায়ের কারিকুরিতে চমকে দিতে পারেন সকলকে। গতি এবং স্কিলের দুরন্ত কম্বিনেশন আছে উইঙ্গার ক্রিশ্চিয়ানো বোলানোসের মধ্যে। ডিফেন্ডার গিলবার্তো মার্টিনেজ় এবং রন মাইলের উপর রক্ষণ সামলানোর মূল দায়িত্ব থাকছে। দুর্দান্ত ফর্মে আছেন গোলকিপার জোসে পোরাসও।

কোচ: আলেকজ়ান্দ্রে গুইমারিয়েস।

শক্তি: কোস্টা রিকা টিমের মূল হাতিয়ার হল কোচের নিত্যনতুন কৌশল। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের সামর্থ্য বুঝে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে তারা।

দুর্বলতা: কোস্টা রিকা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে পছন্দ করে। কিন্তু তা করতে গিয়ে রক্ষণে ফাঁক থেকে যায়। বিশ্বকাপে সফল হতে গেলে তাদের এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে হবে।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: প্রথম রাউন্ডের গণ্ডি পেরোতে পারলেও, মনে হয় না বড় কিছু অঘটন ঘটাতে পারবে কোস্টা রিকা।

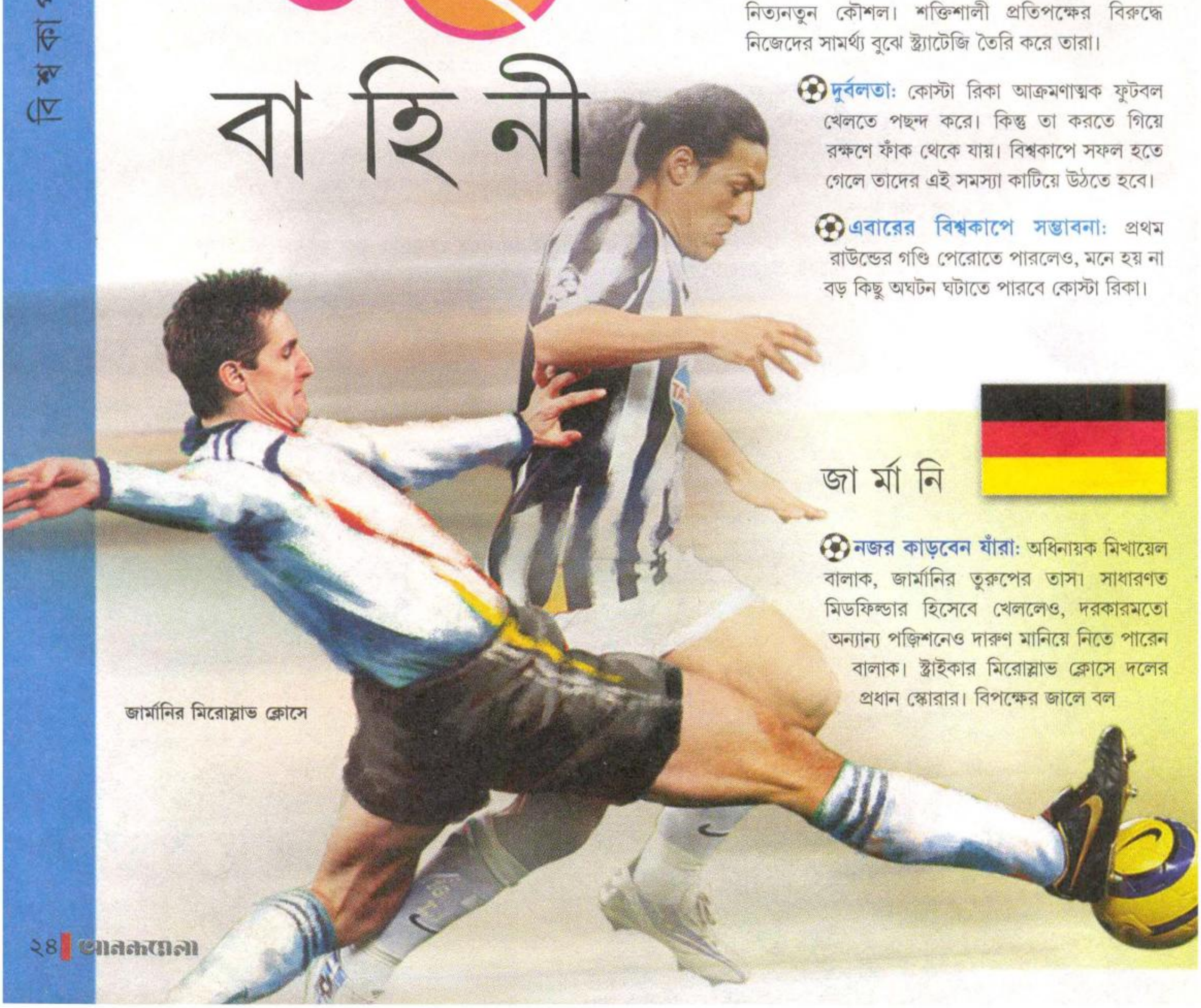

জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসে

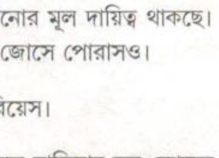

জার্মানি

নজর কাড়বেন যাঁরা: অধিনায়ক মিখায়েল বালাক, জার্মানির তুরুপের তাস। সাধারণত মিডফিল্ডার হিসেবে খেললেও, দরকারমতো অন্যান্য পজ়িশনেও দারুণ মানিয়ে নিতে পারেন বালাক। স্ট্রাইকার মিরোস্লাভ ক্লোসে দলের প্রধান স্কোরার। বিপক্ষের জালে বল

পোল্যান্ড

নজর কাড়বেন যাঁরা: কোয়ালিফাইং রাউন্ডে সাত গোল করে আসা দুই স্ট্রাইকার জুরাওস্কি এবং ফ্র্যাঙ্কোওস্কি দলের আক্রমণের পুরোভাগে থাকবেন। রক্ষণ সামলানোর দায়িত্ব থাকছে অধিনায়ক টমাস ক্লোসের কাঁধে। মিডফিল্ডার জ্যাসেক কার্জিনোয়েক গত বিশ্বকাপের টিমেও ছিলেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে একমাত্র জয়ের গোলটিও করেছিলেন। এবারও তিনি নিশ্চয়ই নিরাশ করবেন না।

কোচ: পাওয়েল জানাস (ডান দিকে)।

শক্তি: 'অফেন্স ইজ় দ্য বেস্ট ডিফেন্স' এটাই তাদের মূলমন্ত্র।

দুর্বলতা: আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে গিয়ে রক্ষণে ঢিলে দিয়ে বসে পোল্যান্ড। ফলে শক্ত প্রতিপক্ষের সামনে পড়লে নাকানিচোবানি খাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: কোনও চাপ নিয়ে খেলতে নামছে না পোল্যান্ড। জার্মানির পিছনে থেকে গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করাই তাদের প্রথম লক্ষ্য। বিশেষজ্ঞদের অনুমান অনুযায়ী, কোস্টা রিকা বনাম পোল্যান্ড ম্যাচটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

অফবিট পয়েন্ট: ২০০২ সালের বিশ্বকাপেও মূলপর্বে পৌঁছেছিল পোল্যান্ড। কোয়ালিফাইং রাউন্ডে মাত্র একটি ম্যাচে পরাজিত হয়েছিল তারা। এই সাফল্যের পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল যাঁর, সেই স্ট্রাইকার ইমানুয়েল ওলিসাদেবে আদতে নাইজিরিয়ান। ২০০০ সালে তিনি পোল্যান্ডের নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন! কোয়ালিফাইং রাউন্ডে মোট আটটা গোল করেছিলেন তিনি!

ইকুয়েডর

নজর কাড়বেন যাঁরা: মাঝমাঠে ক্রিশ্চিয়ান লারা (ইনি এককালে দলে ঢুকেছিলেন এডিসন মেন্ডেজের আঘাত পেয়ে সরে যাওয়ার জন্য!) এবং অভিজ্ঞ এডিসন-মেন্ডেজের জুটি অঘটন ঘটাতেই পারে। জিওভানি এসপিনোজ়া, ফ্র্যাকলিন সালাস, লুই আন্তোনিও ভ্যালেন্সিয়া, অগাস্টিন ডেলানো, ইভান হারটাডো, ক্রিশ্চিয়ান রাফায়েল মোরাদের দিকেও নজর রাখতে হবে।

কোচ: লুই ফার্নান্দো সুয়ারেজ (ডান দিকে)।

শক্তি: পরিচ্ছন্ন ট্যাকটিক্যাল ফুটবল। এই টিমটা আগের মতো শুধু ছোট্ট পাসে বা মাঝমাঠ অগোছাল রেখে খেলছে না। উইং প্লে দুর্দান্ত।

দুর্বলতা: ইউরোপে খেলার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। রক্ষণভাগ ও গোলকিপার নিয়ে সমস্যা।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: দ্বিতীয় রাউন্ডেই যাওয়া খুব কঠিন।

অফবিট পয়েন্ট: অনেকে মনে করেন, ২০০২ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা ছাড়া তাদের গর্বের আর কিছুই নেই, এ কথা ঠিক নয়। গত শতাব্দীর ছ'য়ের দশকে লাতিন আমেরিকান ক্লাব ফুটবল মাতানো আলবার্তো স্পেনসার কিন্তু ইকুয়াডোরিয়ান ছিলেন। তা ছাড়াও এবারের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে তারা আর্জেন্তিনা এবং ব্রাজ়িলকে হারিয়েছে!

ঢোকাতে বেশ পারদর্শী তিনি। লুকাস পোদোলস্কি এর আগে কোনও বিশ্বকাপে না খেললেও গোল করার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য যে কোনও বিপক্ষের কাছেই বিভীষিকা হয়ে উঠতে পারেন। আর জার্মানির জালে যাতে কেউ বল ঢোকাতে না পারেন, তার জন্য পাহারায় থাকবেন অলিভার কান অথবা লেম্যান।

কোচ: জুরগেন ক্লিন্সম্যান।

শক্তি: দুরন্ত গতিতে ফুটবল খেলে জার্মানি। আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতেই বেশি পছন্দ করে তারা। সব সময়ই ঝাঁপায় গোলের জন্য। কিন্তু তাদের জালে বল ঢোকাতে বিপক্ষের জান কয়লা হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়! সুযোগ বুঝে খেলার গতি স্লো করে দিতেও ওস্তাদ তারা।

দুর্বলতা: রক্ষণের দিকে একেবারেই চোখ দেয় না বেকেনবাউয়ারের দেশ। আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে বা দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু তার সঙ্গে রক্ষণও জোরদার হওয়ার দরকার। বিশ্বকাপ হাতে বালককে পোজ় দিতে হলে এদিকে নজর দিতে হবে।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: গত বিশ্বকাপে আন্ডারডগ হিসেবে খেলা শুরু করে জার্মানি। কিন্তু টুর্নামেন্ট শেষ করে রানার্স হিসেবে! আর এবার তো তারা খেলছে নিজেদের দেশে! ফলে বিস্ফোরক কিছু আশা করা যেতেই পারে। সেমিফাইনাল অবধি পৌঁছনো যাবে, এমন আশা কোচ-প্লেয়ার থেকে শুরু করে সমর্থকরা, সকলেই করছেন। তারপর ভাগ্য!

ত্রি নি দা দ অ্যা ন্ড টো বা গো

নজর কাড়বেন যাঁরা: অভিজ্ঞ ডিউইট ইয়র্কের (এককালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে খেলতেন) পেশাদার ফুটবলে এটাই শেষ বছর। বিশ্বকাপের আসরে ভাল কিছু করে দেখানোর জন্য স্বভাবতই মুখিয়ে থাকবেন ইনি। ফরওয়ার্ড স্টার্ন জন এবং রাসেল ল্যাটাপিও বিপক্ষের ঘুম কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা ধরেন।

কোচ: লিও বিনহ্যাকার।

শক্তি: কোনও কিছুই হারানোর নেই এদের। তাই সবচেয়ে বেশি চাপশূন্য হয়ে খেলতে নামছে তারা!

দুর্বলতা: অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার কার্যত শূন্য। স্কিল বা আধুনিক ফুটবল-দক্ষতায় অন্যদের চেয়ে অনেক, অনেক পিছিয়ে।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: প্রথম রাউন্ড টপকানোই অসম্ভব। একটা ড্র করলেও বিরাট ব্যাপার।

অফবিট পয়েন্ট: এই দেশটি আসলে ২৩টি ছোট্ট-ছোট্ট দ্বীপের সমষ্টি। জনসংখ্যা মেরেকেটে ১০ লক্ষ হতে পারে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের এই দেশটি এবারই প্রথম বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

প্যারাগুয়ের রক সান্তাক্রুজ (বাঁ দিকে)

প্যা রা গু য়ে

নজর কাড়বেন যাঁরা: বায়ার্ন মিউনিখের স্ট্রাইকার রক সান্তাক্রুজ দলের সেরা সম্পদ। বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারেন তিনি। মিডফিল্ডার জুলিও ডস স্যান্টোস এবং এডগার ব্যারেটোও কিছু কম যান না। অধিনায়ক ডিফেন্ডার কার্লোস গামারার উপর দায়িত্ব আছে রক্ষণ সামলানোর। উঠতি তারকা নেলসন হাইডো ভ্যালদেজের দিকেও লক্ষ রাখবেন অনেকেই।

কোচ: অ্যানিবাল মারিও রুইজ (ডান দিকে)।

শক্তি: মাত্র বছরতিনেক আগে দায়িত্ব নিয়ে প্যারাগুয়ে জাতীয় দলের ভোল পালটে দিয়েছেন কোচ রুইজ। মাঝমাঠ এবং আক্রমণে যোগ্য খেলোয়াড় আছেন। দলে পিছন থেকে রক্ষণ সামলাচ্ছেন অভিজ্ঞ ফুটবলাররা। আর সামনে থেকে আক্রমণে যাচ্ছেন তরুণরা। এই কম্বিনেশন বেশ চমকপ্রদ।

দুর্বলতা: দলে সেরা স্ট্রাইকার সান্তাক্রুজের চোট সমস্যা রয়েছে। রক্ষণও তেমন আটসাঁট নয়। দেশের পক্ষে শতাধিক ম্যাচ খেলে ফেলা রক্ষণের খেলোয়াড় অধিনায়ক কার্লোস গামারের বয়স হয়েছে। প্রাক্তন গোলরক্ষক চিলাভার্টের যুক্তি অনুযায়ী, দলে বয়স্ক খেলোয়াড় থাকায় প্যারাগুয়েকে এবার ভুগতে হতে পারে।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: কোয়ালিফাইং রাউন্ডে আর্জেন্তিনার মতো দলকে হারিয়ে খেলোয়াড়দের মনোবল অনেকটাই বেড়েছে। আপাতত এঁদের লক্ষ্য, শেষ আটে পৌঁছনো। তবে গ্রুপ লিগে ইংল্যান্ড, সুইডেনকে সামলে এই দলের শেষ আটে পৌঁছনো যথেষ্ট শক্ত।

অফবিট পয়েন্ট: সান্তাক্রুজের গোলে এই প্রথম কোয়ালিফাইং ম্যাচে আর্জেন্তিনাকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ছে প্যারাগুয়ে!

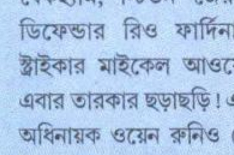

ই ং ল্যা ন্ড

নজর কাড়বেন যাঁরা: মিডফিল্ডার ডেভিড বেকহ্যাম, স্টিভন জেরার্ড, ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড; ডিফেন্ডার রিও ফার্দিনান্দ, শল ক্যাম্পবেল; স্ট্রাইকার মাইকেল আওয়েন — ইংল্যান্ড দলে এবার তারকার ছড়াছড়ি! এর সঙ্গে ফরওয়ার্ড এবং অধিনায়ক ওয়েন রুনিও চোট সারিয়ে পুরোপুরি ফিট হয়ে খেলতে পারলে তো সোনায় সোহাগা!

কোচ: স্যেন গোরান এরিকসন (ডান দিকে)।

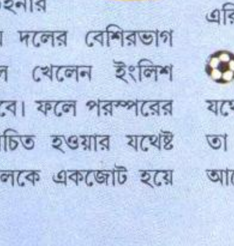

শক্তি: জমাট রক্ষণ। স্বপ্নের মাঝমাঠ। এরিকসনের প্রথম একাদশে ম্যাচ উইনার একাধিক। ইংল্যান্ড জাতীয় দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই ক্লাব ফুটবল খেলেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বিভিন্ন ক্লাবে। ফলে পরস্পরের খেলার ধরনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পান তাঁরা। এটা দলকে একজোট হয়ে খেলতে সাহায্য করে।

দুর্বলতা: প্রথম খলনায়ক প্রথম একাদশের অধিকাংশ খেলোয়াড়ের চোট-আঘাতজনিত সমস্যা। দ্বিতীয়ত, গোলকিপারদের অনভিজ্ঞতা। তৃতীয়ত, স্টপার পজিশনে কাকে শেষ পর্যন্ত খেলাবেন এরিকসন।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: এবারের টিম যথেষ্ট ব্যালান্সড। চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে কিনা, তা সময়ই বলতে পারে, তবে তার সম্ভাবনা আছে। অন্তত শেষ চারে পৌঁছবেই ইংল্যান্ড।

লার্স লাজারব্যাক

সুইডেন

নজর কাড়বেন যাঁরা: অধিনায়ক ওল্‌ফ মেলবার্গ, দলকে সুন্দরভাবে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ধরেন। জোড়া স্ট্রাইকার ফ্রেডি এলজুনবার্গ এবং হেনরিক লার্সন বিশ্বের যে-কোনও দলের রক্ষণভাগকে লন্ডভন্ড করে দিতে পারেন। ফরওয়ার্ড পজিশনে জিয়াতান ইব্রাহিমোভিচ এবং ক্রিশ্চিয়ান উইলমহেলমসন চমকে দিতে পারেন।

কোচ: লার্স লাজারব্যাক

শক্তি: সুইডেন এখন ফিফা ক্রমপর্যায়ে বিশ্বের ১৪ নং দল। লার্সন ছাড়া এই দলে খুব নামী খেলোয়াড় কেউ না থাকলেও টিম গেমে অনেক দলকেই টেক্কা দিতে পারে তারা। সুইডিশদের গোলক্ষুধা সাঙ্ঘাতিক। বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে ম্যাচপ্রতি তিনটি গোল করেছে তারা।

দুর্বলতা: রাইট ব্যাক পজিশন এই দলের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। এই পজিশনে কোন খেলোয়াড় ফুল-টাইম ভিত্তিতে খেলবেন, তা নিয়ে কোচ এখনও পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। গোঁজামিল দিয়ে বিশ্বকাপে কত দূর পর্যন্ত যাওয়া যাবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। অধিনায়ক মেলবার্গের রগচটা স্বভাবও অনেক সময় দলের ক্ষতি করে দেয়। আসলে, খারাপ খেলা দু' চক্ষে দেখতে পারেন না মেলবার্গ। তা সে নিজের দলই হোক, বা বিপক্ষ! তাই হলুদ বা লাল কার্ড দেখাটা প্রায় অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে!

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: গ্রুপ বি-তে ইংল্যান্ডকে সম্ভাব্য গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বলে ধরে রেখেছেন অনেকেই। কিন্তু হিসেব উলটে দিতে পারে সুইডেন। বিশ্বকাপের মূল পর্বের ৩২টি দেশের মধ্যে তাদের র‍্যাঙ্কিং ১৩। কাজেই অন্তত প্রথম রাউন্ডের বাধা তারা টপকাবে বলেই মনে হচ্ছে। তারপর কী হয়, সেটাই দেখার।

নে দা র ল্যা ন্ড স

মার্কো ভন বাস্তেন

নজর কাড়বেন যাঁরা: স্ট্রাইকার রুড ভন নিস্তেলরুই। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে প্রতি তিন ম্যাচে অন্তত দু'টি করে গোল করেছেন নেদারল্যান্ডসের এই স্ট্রাইকার। গোল করায় তাঁর দক্ষতা তো ফুটবলপ্রেমীদের জানা আছে। নিস্তেলরুই তাঁর স্বভাবসুলভ দক্ষতা দেখাতে পারলে ডাচরা বড় কিছু করলেও করতে করতে পারেন। এ ছাড়াও এডউইন ভন ডারসার, এডগার ডাভিডস, আর্জেন রবেন, রাফায়েল ভন ডের ভার্ট —এরকম একঝাঁক ফুটবলার আছেন, যাঁরা অবাক হওয়ার মতো কিছু করতেও পারেন। কেননা, ডাচ দলে তারকা ফুটবলারের তো অভাব নেই।

কোচ: মার্কো ভন বাস্তেন।

শক্তি: টিম স্পিরিট, মাঝমাঠ এবং নিস্তেলরুই।

দুর্বলতা: ডাচরা অনেকটাই ভরসা করে আছে নিস্তেলরুইয়ের উপর। কিন্তু এই স্ট্রাইকারের হালফিলের ফর্ম খারাপ, আর এই খারাপ ফর্মই দলকে ডোবাতে পারে। তবে চিন্তার কথা, টিমে অনেক নতুন খেলোয়াড় এবার খেলবেন। তাঁদের এই অনভিজ্ঞতাও বিশ্বকাপের মতো বড় আসরে দলকে সমস্যায় ফেলতে পারে।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

অফবিট পয়েন্ট: বিশ্বের অন্যতম সেরা দল, 'ইউরোপের ব্রাজিল' নামে পরিচিতি, টোটাল ফুটবলের জনক, কিন্তু কোনওদিন বিশ্বকাপ জেতেনি!

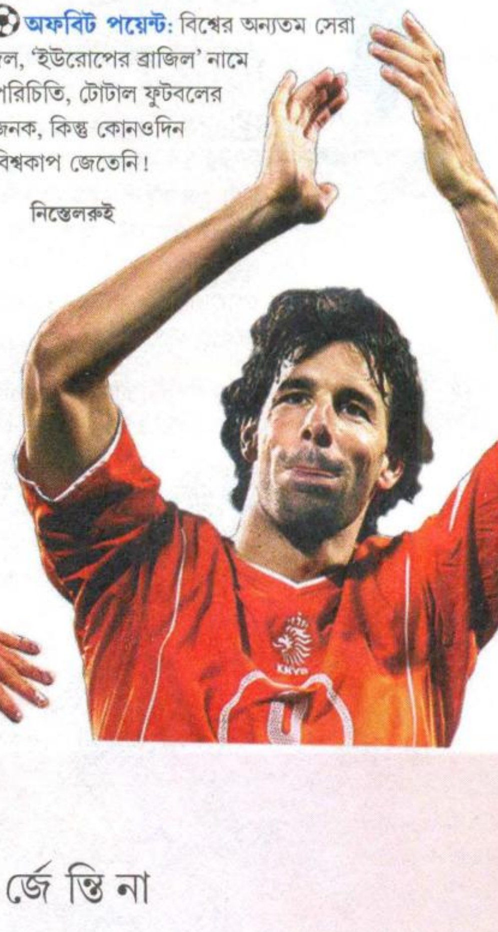
নিস্তেলরুই

লিওনেল মেসি

আ র্জে ন্টি না

নজর কাড়বেন যাঁরা: স্ট্রাইকার লিওনেল মেসি একাই একশো হয়ে উঠতে পারেন যে-কোনও সময়েই। তিনি বিশ্বের যে-কোনও দলের জালে বল ঢোকানোর ক্ষমতা রাখেন। ফুটবলের রাজপুত্র স্বয়ং দিয়েগো মারাদোনা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই স্ট্রাইকারের দক্ষতায় তিনি এতটাই আপ্লুত যে, তাঁকে নিজের যোগ্য উত্তরসূরি বলে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েও দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। মাঝমাঠে হুয়ান রিকলমে এবং হুয়ান পাবলো সোরিনকে তুখোড় বললেও কম বলা হয়। তাঁদের দক্ষতা ফুটবলপ্রেমীদের নজর কেড়েছে। যোগ্য সঙ্গতের জন্য তৈরি হয়ে আছেন হারনান ক্রেসপো, লুসিয়ানো ফিগুয়েরা, কার্লোস তেভেজ্‌রাও-এর মতো দক্ষ এবং প্রতিভাবান ফুটবলাররাও।

কোচ:হোসে পেকারম্যান।

সার্বিয়া অ্যান্ড মন্টেনেগ্রো

নজর কাড়বেন যাঁরা: বুন্দেশলিগায় খেলে আসা ডিফেন্ডার ম্লাডেন কার্স্টটাইক এবং ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে সদ্য যোগ দেওয়া ডিফেন্ডার নেম্যানজা ভিডিচ রক্ষণভাগকে নেতৃত্ব দেবেন। পি এস ভি আইন্দোভেনের ফুটবলার স্ট্রাইকার মাতেজা কেজম্যানের দিকে সকলের নজর থাকবে। এঁর গোল করার দক্ষতা অসাধারণ। এ ছাড়াও আছেন ভোনিমির ভুকিচ, যাঁকে 'নতুন জিদান' বলে ডাকা হচ্ছে আজকাল। তবে সার্বিয়ার মুশকিল হল, রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলতে পছন্দ করে বলে, একগুচ্ছ ভাল স্ট্রাইকার থাকলেও, মাঠে একজনই সুযোগ পান!

কোচ: ইলিজা পেটকোভিচ।

শক্তি: সবচেয়ে বড় প্লাসপয়েন্ট দলগত সংহতি। ১০ ম্যাচে মাত্র একটি গোল খেয়েছে সার্বিয়া। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, দলের রক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী। এই দলে অন্তত ১৫জন ডিফেন্ডার আছেন, যাঁদের বিশ্বসেরা বলা যেতে পারে। এমনকী, এমন কিছু ফুটবলারকে এঁরা দেশে রেখে আসতে বাধ্য হচ্ছেন, যাঁদের পেলে বিশ্বের যে-কোনও দল বর্তে যাবে!

দুর্বলতা: বিশ্বকাপের মতো বড় আসরে খেলার অনভিজ্ঞতা এবং সবচেয়ে শক্ত গ্রুপে পড়া। মাতেজা কেজম্যান বা দেজান স্ট্যানকোভিচের মতো লা লিগাতে দুরন্ত ফর্মে খেলছেন যাঁরা, তাঁরাও দীর্ঘ মরশুমের শেষে ক্লান্ত। বিশ্বকাপে নতুন করে জেগে উঠতে হবে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে। পারবেন তো!

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: গ্রুপ পর্যায়ের বাধা টপকালেই অনেক। সীমিত সামর্থ্য এবং বিশ্বকাপে নামার শূন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে লড়তে নেমে বেশি দূর যাওয়া অসম্ভব।

অফবিট পয়েন্ট: যুগোস্লাভিয়া ভেঙে নতুন নাম হয়েছে সার্বিয়া অ্যান্ড মন্টেনেগ্রো। কোয়ালিফাইং রাউন্ডে অপরাজিত থেকে ফুটবল বিশ্বকে চমকে দিয়েছে।

আইভরি কোস্ট

নজর কাড়বেন যাঁরা: স্ট্রাইকার দিদিয়ে দ্রোগবা। ২০০৩-০৪ সালে ফ্রান্সের মার্সেই ক্লাবে খেলার সময় ফরাসি লিগের 'ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার'ও হয়েছিলেন তিনি। নজর রাখতে হবে পিএসভি আইন্দোভেনে খেলা আরুনা কোনের উপরেও। আর্সেনালের ডিফেন্ডার কোলো তুরের উপর দায়িত্ব থাকবে রক্ষণভাগ সামলানোর। গোলকিপার জঁ জ্যাক তিজিয়েও নিজের কাজে যথেষ্টই দক্ষ।

কোচ: অঁরি মিশেল।

শক্তি: বিশ্বকাপে এবার আফ্রিকান স্কোয়াডের সবচেয়ে শক্তিশালী দল আইভরি কোস্ট। এই দলের কিছু ফুটবলার ইউরোপীয় দেশগুলোর জাতীয় লিগে নিয়মিত খেলেন। আর তার ফলে আন্তর্জাতিক বড় ম্যাচে খেলার টেনশন এবং চাপ নেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের যে রয়েইছে, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। আর এই প্রথম বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলছে তারা। ফলে তাদের হারাবার মতো কিছু নেই।

দুর্বলতা: মাঝমাঠ খুবই দুর্বল। তা ছাড়া কোচ মিশেলও একেবারেই আনকোরা। ফলে তাঁর স্ট্র্যাটেজি কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা ভাবার বিষয়।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: আইভরি কোস্ট খুবই শক্ত গ্রুপে পড়েছে। কোনও অঘটন না ঘটলে তাদের দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়াই বেশ কঠিন। তবে বিশ্বকাপের আসর তো, অঘটন ঘটতেই পারে।

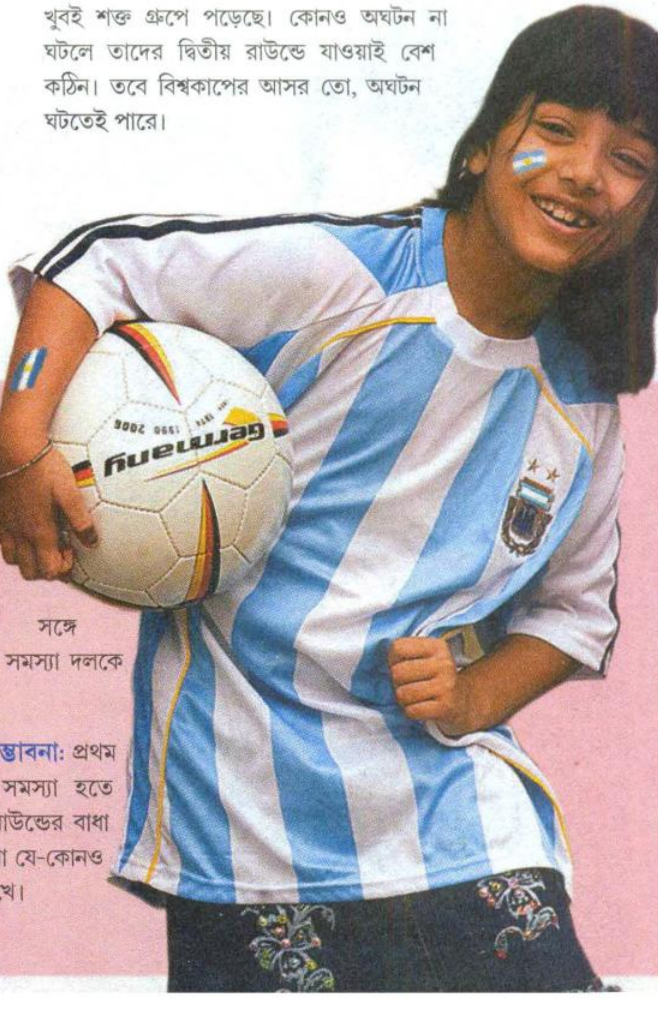

হোসে পেকারম্যান

শক্তি: আর্জেন্তিনার প্রধান শক্তি হল তাদের লাইন আপের গভীরতা। স্ট্রাইকার, মিডফিল্ডার, ডিফেন্ডার, উইঙ্গার, যে-কোনও পজিশনেই বিশ্বসেরা ফুটবলাররা দেশের হয়ে নিজের একশো শতাংশ দিতে তৈরি।

দুর্বলতা: গত তিনটে বিশ্বকাপে চূড়ান্ত ব্যর্থতা আর্জেন্তিনার এই দলকে সবচেয়ে বেশি চাপে রেখেছে। কারণ, দেশবাসীরা এই দলের কাছ থেকে জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছেন না। এ ছাড়াও মাঝমাঠে রিকলমের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতাও আর্জেন্তিনাকে ভোগাবে। কোচের সঙ্গে কিছুখেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত সমস্যা দলকে ঝামেলায় ফেলতে পারে।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: প্রথম রাউন্ড পেরনোর ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তবে একবার এই রাউন্ডের বাধা পেরোতে পারলে আর্জেন্তিনা যে-কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখে।

অ্যা ঙ্গো লা

নজর কাড়বেন যাঁরা: ফেব্রিস আকওয়া মাইকো, পেদ্রো মন্টোরাস ম্যানুয়েল।

কোচ: লিউস অলিভেরা গনকালভেস।

শক্তি: অ্যাঙ্গোলার বেশ কিছু দ্রুতগতি সম্পন্ন খেলোয়াড়ের উপস্থিতি ও মজবুত রক্ষণভাগ হল প্রধান শক্তি। কোয়ালিফাইং রাউন্ডে মাত্র ছ'টা গোল খাওয়ার ঘটনা হল এর প্রমাণ।

দুর্বলতা: অনভিজ্ঞতা ও সঠিক সময়ে গোল করতে না পারা অ্যাঙ্গোলার একটা বড় সমস্যা। আর এই সমস্যাই ভোগাতে পারে এই দলকে। কোয়ালিফাইং রাউন্ডে তারা মাত্র ১২টা গোল করতে পেরেছিল, যা তাদের ক্ষেত্রে সত্যিই চিন্তার বিষয়।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: বিশ্বকাপে যেহেতু তারা এবার প্রথম খেলছে, তাই তাদের কাছে ফুটবলপ্রেমীদের প্রত্যাশা নেই বললেই চলে। প্রথম রাউন্ড উতরনোই তাদের কাছে প্রাপ্তির বিষয় হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

অফবিট পয়েন্ট: এবারের বিশ্বকাপে অ্যাঙ্গোলার সঙ্গে প্রথম ম্যাচ পর্তুগালের। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, স্বাধীন হওয়ার আগে অ্যাঙ্গোলাকে যে দেশটি পরাধীন করে রেখেছিল, সেই দেশটির নামই যে পর্তুগাল!

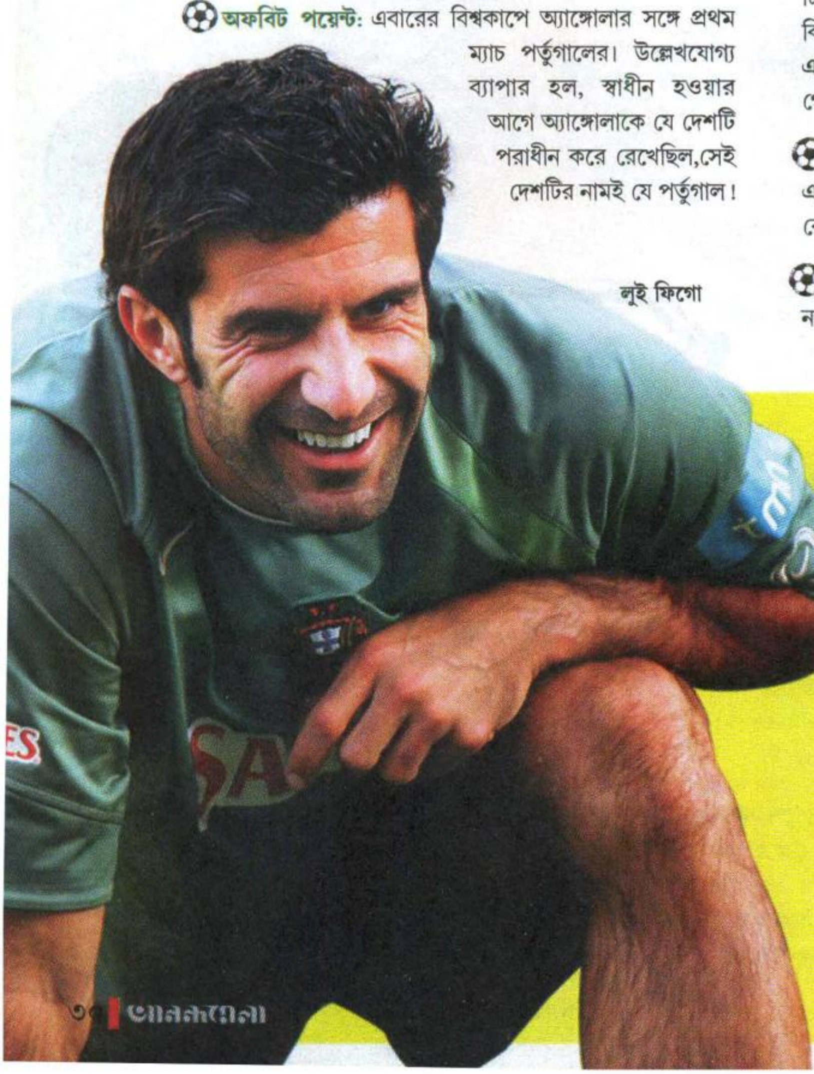

লুই ফিগো

ই রা ন

নজর কাড়বেন যাঁরা: আলি কারিমি, ইরানের এক নম্বর খেলোয়াড় বলা যেতে পারে এঁকে। ২০০৪ সালে 'এশিয়ান প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছিলেন কারিমি। অনেকে আবার 'এশিয়ার মারাদোনা' বলেও ডাকে তাঁকে। আগেও বহু টুর্নামেন্টে নিজেক ক্লাব এবং ইরানকে জয়সূচক গোল করে জিতিয়েছেন কারিমি। সকলের আশা, এবারও তেমনই কিছু করে দেখাবেন তিনি। দলের অধিনায়ক আলি দাই-ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। প্রায় ৩৭ বছর বয়সি এই ফুটবলারই ইরানের সবচেয়ে বর্ষীয়ান খেলোয়াড়। ফরওয়ার্ড ওয়াহিদ হাসেরমির্য়াঁ, মিডফিল্ডার মেহেদি মাহদাভিকিয়া, হুসেন কেইবিদের উপরেও নজর থাকবে অনেকের।

আলি কারিমি

কোচ: ব্রাঙ্কো ইভানকোভিচ।

শক্তি: বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরানের এবারের বিশ্বকাপ টিমই এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপে খেলা সে দেশের সবচেয়ে সেরা টিম। জমজমাট রক্ষণই ইরানের প্রধান শক্তি। বিপক্ষকে গোল করার বিন্দুমাত্র সুযোগ দিতে চায় না এরা। ফলে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিপক্ষ যখন একটু ঢিলে দেয়, সেই সুযোগে গোল করে বেরিয়ে যায় ইরানি স্ট্রাইকাররা!

দুর্বলতা: গোল করার চেয়ে, গোল আটকানোর দিকে বেশি মন দেয় এরা। রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলতে গিয়ে অনেক সময়ই ম্যাচ হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ নিয়ে বিশ্বকাপে নামছে না ইরান। ভাল খেলাটাই লক্ষ্য।

প র্তু গা ল

নজর কাড়বেন যাঁরা: লুই ফিগো, রুই কোস্তা, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, পাউলেতা, রিকার্ডো কারভালহো — পর্তুগাল টিমে তারকা ফুটবলারের ছড়াছড়ি। ফিগোর এটাই শেষ বিশ্বকাপ। দারুণ কিছু করে দেখানোর জন্য স্বাভাবিকভাবেই মুখিয়ে থাকবেন তিনি। ক্রিশ্চিয়ানো গত বিশ্বকাপে উঠতি তারকা ছিলেন। এবার তাঁর খেলায় প্রতিভার সঙ্গে অভিজ্ঞতার ঝলকও থাকবে। কিংবদন্তী ইউসেবিওকে পিছনে ফেলে কিছুদিন আগেই সবচেয়ে বেশি পর্তুগিজ গোলদাতা হয়েছেন পাউলেতা। বিশ্বকাপে তাঁর ঝুলিতে আরও কয়েকটি গোল জমা পড়বে বলে আশা করা যেতেই পারে। ডিফেন্ডার রিকার্ডো ইংল্যান্ডের

মে ক্সি কো

জেরার্ড বোরগেত্তি

নজর কাড়বেন যাঁরা: স্ট্রাইকার জেরার্ড বোরগেত্তি, তিনিই এবারের বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে সর্বোচ্চ গোলদাতা। তিনিই প্রথম মেক্সিকান খেলোয়াড়, যিনি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও খেলেছেন। স্ট্রাইকার ফ্রান্সিসকো ফনসেকাও বিপক্ষের জালে বল ঢোকাতে ওস্তাদ। নজর রাখা যেতে পারে ডিফেন্ডার রাফায়েল মার্কোয়েজের উপরও। সঙ্গে অভিজ্ঞ গোলকিপার ওসওয়াল্ডো স্যাঞ্চেজ তো আছেনই, যাঁর উপর ভরসা রাখাই যায়। দরকারমতো তাঁর সঙ্গে সঙ্গতে রাজি মেক্সিকোর ‘বিস্ময়’ ফ্রান্সিসকো গুইলেরমো ওকোয়াও।

কোচ: রিকার্ডো লাভোলপে (ডান দিকে)।

শক্তি: আগে অন্যের দুর্বলতা বুঝে নিয়ে, তারপর সেখানে কোপ মারে মেক্সিকো। বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ড থেকেই দারুণ ফর্মে আছেন দলের সব খেলোয়াড়রা। আশা করা যায়, তাঁদের সেই ফর্ম মূলপর্বেও বজায় থাকবে।

দুর্বলতা: ব্যাকফিল্ড তুলনামূলকভাবে কমজোরি। খেলা ড্র করার একটা অদ্ভুত প্রবণতা আছে মেক্সিকোর। কিছুতেই তারা বিপক্ষের জালে বল ঢোকাতে চায় না! কিন্তু বিশ্বকাপেও এই ধারা বজায় থাকলে বেশিদূর এগোনো সম্ভব নয়। তাই ভরাডুবির আশঙ্কা যে আছে তা বলাই বাহুল্য।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: প্রথন রাউন্ডের বাধা খুব সহজেই পেরিয়ে যাবে মেক্সিকো। অন্তত বিশেষজ্ঞরা এমনটাই আশা করছেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ডে শক্ত প্রতিপক্ষের সামনে পড়তে হতে পারে তাদের। আর্জেন্তিনা বা নেদারল্যান্ডসের সামনে পড়লে মেক্সিকো কী করবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

চেলসিতে নিজের জাত চিনিয়েছেন।

কোচ: লুই ফিলিপ স্কোলারি।

শক্তি: জমাটি আক্রমণ, সলিড ডিফেন্স — দু'টোই আছে পর্তুগালের। সঙ্গে রয়েছে গোল করার জন্য সব সময় তৈরি স্ট্রাইকাররা। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের যে-কোনও ম্যাচে চমকে দেওয়ার জন্য যে অলরাউন্ড ব্যাপারের দরকার হয়, তা এই দলের ঝুলিতে আছে।

দুর্বলতা: সবচেয়ে দুর্বল জায়গা গোলরক্ষণ। বল বিপক্ষের খেলোয়াড়ের পা থেকে নিজেদের জালে ঢোকা আটকানোর জন্য পর্তুগালের একজন ভাল গোলকিপার দরকার। অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সঙ্গে একেবারে নতুনরা মানিয়ে নিতে পারবেন কিনা, তা নিয়েও অনেকেই সন্দেহ করছেন।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: কোয়ালিফাইং রাউন্ডে ১২টি ম্যাচের মধ্যে ন'টিতেই জিতেছে পর্তুগাল। যে-কোনও ইউরোপিয়ান টিমের চেয়ে বেশি গোলও করেছে। প্রথম রাউন্ডের বেড়া টপকাবেই পর্তুগাল। দ্বিতীয় রাউন্ডে আর্জেন্তিনা বা নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে দক্ষতা দেখাতে পারলে পর্তুগালকে আটকানো শক্ত হবে।

ইতালি

নজর কাড়বেন যাঁরা: আলেসান্দ্রো নেস্তা, জামব্রোতা, জিয়ানথুগি বুঁফো, জেনারো গাত্তুসো, আলেসান্দ্রো দেল পিয়েরো, ফিলিপ্পো ইনঝাগি, তোত্তি, ভিয়েরি — সকলেই নিজের-নিজের পজিশনে নামী খেলোয়াড়। ফ্লোরেন্তিনা ক্লাবের লুকা টোনিকে নিয়ে এবার ইতালির ঘরোয়া লিগে প্রচুর হইচই হয়েছে। বিশ্বকাপে তিনি কেমন খেল দেখান, তার দিকে বিশেষজ্ঞদের নজর থাকবে।

কোচ: মার্সেলো লিপ্পি (বাঁ দিকে)।

শক্তি: দলে এবার প্রচুর তারকা, অনেকেই আবার মহাতারকা। অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের সঠিক ভারসাম্য আছে। দলটার আসল শক্তি দুর্ভেদ্য রক্ষণ। কিন্তু শুধুই দুর্গ আগলে তো আর বড় ম্যাচ বের করা যায় না। তাই এর পাশাপাশি লিপ্পি নজর দিয়েছেন মাঝমাঠ আর আক্রমণভাগের উপরও।

দুর্বলতা: ফুটবলারদের গড় বয়স একটা সমস্যা। দু' নম্বর, অনেক দিন বড়সড় কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট সাফল্য না পাওয়া। এবার প্রাক বিশ্বকাপেও মাঝেমধ্যেই আজুরিদের তাল কেটে গিয়েছে। মূলপর্বে দলকে এমন ছন্নছাড়া লাগলে কিন্তু লিপ্পির কপালে ভাঁজ পড়বে।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: অন্তত শেষ আট-এ যাওয়া উচিত। গ্রুপ পর্যায়ে ইতালির সঙ্গে আছে চেক প্রজাতন্ত্র, ঘানা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সুতরাং প্রথম থেকেই লড়াইটা কঠিন। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলে অনেক নিশ্চিন্ত। তবে দু' নম্বরে শেষ করলে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ ব্রাজিল!

দেল পিয়েরো

পাভেল নেদভেদ

নজর কাড়বেন যাঁরা: পাভেল নেদভেদ, জ্যান কোলার, ক্যারেল পোবোরস্কি, মিলান ব্যারোস — বিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কাজটা মূলত এঁরাই করবেন। রক্ষণভাগের নেতৃত্বে থাকছেন ডিফেন্ডার টমাস গ্যালাসেক। চেকদের আর-এক বড় ভরসা গোলকিপার পেত্রো সেক। চেলসিতে খেলার সময়ে সবচেয়ে বেশিক্ষণ গোল না খেয়ে খেলার রেকর্ডও তাঁরই দখলে ছিল। টানা ১,০২৫ মিনিট গোল না খেয়ে ছিলেন সেক!

কোচ: ক্যারেল ব্রুকনার।

ইউ এস এ

নজর কাড়বেন যাঁরা: অধিনায়ক মিডফিল্ডার ল্যান্ডন ডনোভান দলের সবচেয়ে শক্ত খুঁটি। কোয়ালিফাইং রাউন্ডে ছ'টি গোল নিজে করেছেন, ছ'টি করিয়েছেন ডনোভান। এ ছাড়াও দলে রয়েছেন একঝাঁক প্রতিভাবান ফুটবলার, যেমন, দা মার্কাস বিজলি, ব্রায়ান ম্যাকব্রাইড, ক্লদিও রেইনা, কেসি কেলার, টিম হওয়ার্ড প্রমুখ।

কোচ: ব্রুস এরিনা (নীচে)।

শক্তি: স্ট্রাইকিং পজিশন ও ডিফেন্স বেশ ভাল হলেও, সবচেয়ে জোরালো জায়গা গোলকিপিং পজিশন। অন্তত তিনজন প্রথম সারির গোলকিপার আছেন এই দলে। এ ছাড়াও দলে বেশ কিছু কমবয়সি খেলোয়াড়ও রয়েছেন। খেলা নির্ধারিত সময়ের বেশি গড়ালে বয়সজনিত বেশি দমের সুবিধে পাবে ইউ এস এ।

দুর্বলতা: ভাল ফুটবলারের অভাব না থাকলেও, বড় ম্যাচে তারা কখনওই নিজেদের সেভাবে তুলে ধরতে পারে না। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপীয় দলগুলোর বিরুদ্ধে তারা চিরকালই বেশ বাজে খেলে!

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: দ্বিতীয় রাউন্ডের বেশি এগোনো বোধ হয় সম্ভব নয়।

অফবিট পয়েন্ট: দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৯৯০ বিশ্বকাপে ইউ এস এ যাদের সঙ্গে গ্রুপ লিগে খেলেছিল, এবারও প্রায় তাদের সঙ্গেই খেলতে হবে। অর্থাৎ কিনা, গ্রুপ লিগে কয়েকটি খেলার আগে অদ্ভুতভাবে ইতিহাসের সামনে দাঁড়াবার জন্য তৈরি হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক থেকে এই দেশটি সকলেরই বড় দাদা, কিন্তু ফুটবলমাঠে কী যে হবে, তা বলা ভারী কঠিন। সব মিলিয়ে ইউ এস এ-র ব্যাপারটা গোলমেলে।

ঘানা

নজর কাড়বেন যাঁরা: মিডফিল্ডার মাইকেল এসিয়েন সবচেয়ে 'দামি' আফ্রিকান ফুটবলার। দলটা অধিনায়ক স্টিফেন আপ্পিয়ার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলা যেতে পারে। উইঙ্গার হামিনু দ্রামানি, গোলকিপার স্যামি আদজেই, স্ট্রাইকার আইজ্যাক বোয়াকিও যে-কোনও সময়ে ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন।

কোচ: রাতোমির ডুকোভিচ।

শক্তি: তারুণ্যে ভরা দল। দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলারের ইউরোপে খেলার অভিজ্ঞতা আছে।

দুর্বলতা: দলে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের অভাব। অভিজ্ঞতার অভাব এবং স্নায়ুর চাপ, ভাল খেলার পক্ষে বাধা হয়ে উঠতে পারে।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: বাছাই পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকাকে দু' বার হারিয়ে আসা দলটা ইতালি, আমেরিকা এবং চেকদের গ্রুপে 'আন্ডারডগ' হিসেবে খেলতে নেমে চমক সৃষ্টি করতে পারে। তবে গ্রুপ লিগে বিশ্বকাপে পোড় খাওয়া দলগুলোর সঙ্গে লড়াই করে দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়া এসিয়েন, আপ্পিয়াদের পক্ষে মোটেই সহজ হবে না।

মাইকেল এসিয়েন

অফবিট পয়েন্ট: চারবার আফ্রিকান নেশন্‌স কাপ জিতেছে ঘানা! তবে বিশ্বকাপের মূলপর্বে তারা এই প্রথম পা রাখছে।

চেক প্রজাতন্ত্র

শক্তি: আক্রমণ এবং রক্ষণ, দু'টো বিভাগেই সমান এগিয়ে চেক প্রজাতন্ত্র। ফলে টিমে ভারসাম্যের অভাব নেই। বিপক্ষের স্ট্র্যাটেজি বুঝে নিজেদের পালটে ফেলতেও বেশি সময় লাগে না এদের।

দুর্বলতা: রক্ষণভাগ খুব বেশি শক্তিশালী নয়। নিজেরা দু'-একটা গোল করে ফেললেই আত্মতুষ্টি পেয়ে বসে চেকদের। সঙ্গে-সঙ্গে ঢিলে দিয়ে দেয় আর সেই সুযোগে বিপক্ষ চেপে বসে খেলায়।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: এবারের বিশ্বকাপে চেক প্রজাতন্ত্রের দলে অভিজ্ঞতা এবং প্রতিভার সঠিক মিশেল আছে।

অফবিট পয়েন্ট: ১৬ বছর পর আবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলবে চেক প্রজাতন্ত্র। তা ছাড়াও এর আগে যতবারই তারা বিশ্বকাপে কোয়ালিফাইং রাউন্ড বা মূলপর্বে খেলেছে, ততবার দেশটির নাম ছিল চেকোস্লোভাকিয়া। চেক প্রজাতন্ত্র নামে এবারই প্রথম অংশগ্রহণ করছে তারা!

ক্যারেল ব্রুকনার

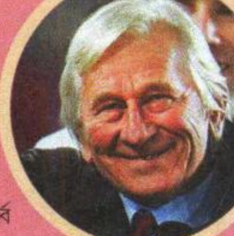

জা পা ন

নজর কাড়বেন যাঁরা: মিডফিল্ডার হিদেতোশি নাকাতা তো অবশ্যই। সঙ্গে মিডফিল্ডার সুনসুকে নাকামুরা (দু' বারের 'এশিয়ান প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার' খেতাব বিজয়ী), শিনজি ওনোও দারুণ ফর্মে আছেন। ফ্রি-কিক বিশেষজ্ঞ মিতসুয়ো ওগাসাওয়ারা, ইনামোতো, মিয়ামোতো, মোটের উপর ইউরোপিয়ান লিগে নিয়মিত খেলেন এমন বেশ কয়েকজন ভাল ফুটবলার রয়েছেন জাপানের এই বিশ্বকাপ দলে।

কোচ: প্রাক্তন ব্রাজিলীয় ফুটবলার জিকো (ডান দিকে)।

শক্তি: ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করে। ইউরোপিয়ান লিগে নিয়মিত খেলেন কয়েকজন। ফলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ফুটবল সম্পর্কে ধারণাটা একেবারে অস্বচ্ছ নয়। সঙ্গে প্লাসপয়েন্ট জাপানের নামী কোচ জিকো। বড় আসরে লড়াই করার আত্মবিশ্বাসটুকু আছে।

দুর্বলতা: বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে প্রায় লিলিপুট গোত্রের এরা। তাই নেতিবাচক মনোভাব কাজ করতেই পারে। এটাই জাপানের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: প্রথম রাউন্ডের গণ্ডি পেরোলেও পেরোতে পারে। তবে তার বেশি এগোবে কিনা সন্দেহ আছে।

অ স্ট্রে লি য়া

নজর কাড়বেন যাঁরা: মার্ক ভিদুকা, মার্ক শোয়ার্জার, টিম কাহিল, ক্রেগ মুর, লুকাস নিল, হ্যারি কিউয়েল, ব্রেট এমারটন — অস্ট্রেলীয় জাতীয় দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলেন। লিভারপুলের স্ট্রাইকার হ্যারি কিউয়েল তো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নামী তারকা।

কোচ: গাস হিডিঙ্ক (ডান দিকে নীচে)।

শক্তি: দলের অধিকাংশ ফুটবলারেরই ইউরোপে ক্লাব ফুটবল খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। যথেষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত দল। আক্রমণ এবং মাঝমাঠ যথেষ্ট শক্তিশালী।

দুর্বলতা: রক্ষণভাগ ত্রুটিমুক্ত নয়। ২০০৫ সালের জুনে কনফেডারেশন কাপের পরই কোচ ফ্রাঙ্ক ফারিনাকে তড়িঘড়ি সরিয়ে গাস হিডিঙ্ককে কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অল্প সময়ে হিডিঙ্ক সব দিক দিয়ে দলকে চাঙ্গা করে তুলতে পারেননি।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: কোয়ালিফাইং রাউন্ডের শেষ ম্যাচে টাইব্রেকারে উরুগুয়েকে হারিয়ে অজিদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। নক আউট পর্বে যাওয়া না-যাওয়া, পুরোটাই বিশ্বকাপের চাপ সামলে অস্ট্রেলিয়া কেমন খেলে, তার উপর নির্ভর করছে।

অফবিট পয়েন্ট: ১৯৭২ সালে প্রথম বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠেছিল অস্ট্রেলিয়া। তারপর টানা ৩২ বছর ধরে চেষ্টা করার পর এতদিনে অজিদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে!

রোবিনহো

রোনাল্ডিনহো

নজর কাড়বেন যাঁরা: রোনাল্ডিনহো, রোনাল্ডো, কাকা, কাফু, দিদা, আদ্রিয়ানো, রোবিনহো, দুঙ্গা — মোটামুটি ব্রাজিলের জাতীয় দলের হয়ে মাঠে খেলতে নামা ১১ জন এবং রিজার্ভ বেঞ্চে বসে থাকা বাকি সকলেই স্টার ফুটবলার!

কোচ: কার্লোস আলবার্তো পাহিরা।

শক্তি: ব্যক্তিগত দক্ষতা। বড় আসরে সকলেই নিজেদের প্রমাণ করেছেন।

ক্রো য়ে শি য়া

নিকো ক্র্যাঞ্জকার

নজর কাড়বেন যাঁরা: স্ট্রাইকার নিকো ক্র্যাঞ্জকার। এঁকে 'হবু জিদান' বলে ডাকা হচ্ছে আজকাল। গত মার্চে আন্তর্জাতিক ফুটবল দুনিয়ায় প্রথম পা রাখা মিডফিল্ডার লুকা মোড্রিকও কোচের অন্যতম ভরসা। দাদা পারসো, নিকো কোভাক এবং দারিজো সারনা — নজর রাখতে হবে এঁদের দিকেও।

কোচ: জ্লাটকো ক্র্যাঞ্জকার।

শক্তি: সকলে মিলে একসঙ্গে জমাটি আক্রমণ — এটাই ক্রোয়েশিয়ার ট্রেডমার্ক। মিডফিল্ডারই হোন বা স্ট্রাইকার, আক্রমণের ঝটকায় বিপক্ষকে কাত করে দিতে পারেন সকলেই। এর পর দলে অনেক তরুণ ফুটবলার আছেন। কাজেই তাঁদের দমও অনেক বেশি।

দুর্বলতা: অনভিজ্ঞতাই ক্রোয়েশিয়া টিমের প্রধান দুর্বলতা। দলে প্রতিভার অভাব নেই ঠিকই, কিন্তু বিশ্বকাপ তো এক বিরাট মাপের প্রতিযোগিতা। এই ধরনের প্রতিযোগিতায় কতটা চাপ নিয়ে খেলতে পারবেন ক্রোয়েশীয়রা, তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। কিছুদিন আগে আর্জেন্তিনাকে একটি প্রদর্শনী ম্যাচে হারিয়ে নিজেদের উপর প্রত্যাশা আরও বাড়িয়ে তুলেছে ক্রোয়েশিয়া। তবে দেখা গেছে, এদের ধারাবাহিকতার অভাব আছে। কোয়ালিফাইং রাউন্ডে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেললেও, তুলনামূলকভাবে কমজোরি প্রতিদ্বন্দ্বী মল্টার বিরুদ্ধে খারাপ খেলেছিল ক্রোয়েশিয়া।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: নিজের গ্রুপে রানার্স হওয়া ক্রোয়েশিয়ার প্রথম লক্ষ্য। তারপর কত দূর যেতে পারে, তা দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচেই বোঝা যাবে বলে অনেকে মনে করছেন।

অফবিট পয়েন্ট: ১৯৯১ সালের আগে ক্রোয়েশিয়া দেশটারই কোনও অস্তিত্ব ছিল না! তখন এই দেশ ছিল যুগোস্লাভিয়ার অংশবিশেষ। পূর্বতন যুগোস্লাভিয়া থেকে আলাদা হওয়ার পর ক্রোয়েশিয়া প্রথম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলে ১৯৯৬ সালে, ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে। সেবার কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিল তারা। এমনকী, ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপে প্রথম রাউন্ডে আর্জেন্তিনার পিছনে শেষ করার পর কোয়ার্টার ফাইনালে হেভিওয়েট জার্মানিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দেয় তারা। পরে অবশ্য সেমিফাইনালে ফ্রান্সের কাছে পরাজিত হয়ে বিদায় নিতে হয় তাদের। সে যাই হোক, বড় আসরে অঘটন ঘটানোর স্বভাব ক্রোয়েশীয়দের বরাবরের। মনে হয়, এবারও এই স্বভাবের ঝলক দেখা যাবে।

ব্রা জি ল

দুর্বলতা: একই দিনে তারকাদের সকলের অফ ফর্মে থাকা। ডিফেন্ডাররা শূন্যে হেড করায় সামান্য হলেও দুর্বল।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: অবশ্যই কাপ জেতার এক নম্বর দাবিদার।

কার্লোস আলবার্তো পাহিরা

অফবিট পয়েন্ট: হলুদ জার্সির জন্য বিখ্যাত ব্রাজিল। কিন্তু ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা প্রথম চারটি বিশ্বকাপে সাদা জার্সি পরে খেলেছিলেন। ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিতে হয়েছিল তাদের।

কোরিয়া প্রজাতন্ত্র

নজর কাড়বেন যাঁরা: মিডফিল্ডার পার্ক জি সুং, স্ট্রাইকার লি ডং গুক, ডিফেন্ডার চোই জিন চিউল। কোরীয় দলে ভাল খেলোয়াড়ের অভাব নেই। প্রত্যেকেই মুখিয়ে আছেন বিশ্বকাপের আসরে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার জন্য।

কোচ: ডিক অ্যাডভোকেট (ডান দিকে)।

শক্তি: মাঝমাঠ প্রধান শক্তি। বেশ কয়েকজন ভাল স্ট্রাইকার আছেন কোরীয় টিমে। সুতরাং, গোল করাটা তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়া উচিত নয়। কোচ হিসেবে ডিক অ্যাডভোকেটেরও সুনাম আছে। সকলকে চমকে দেওয়ার মতো স্ট্র্যাটেজি কষে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, এমনটাই আশা করছে কোরীয়রা।

দুর্বলতা: দুর্বল রক্ষণ ও বিশ্বকাপে না খেলার অনভিজ্ঞতা কোরিয়ার এই দলটিকে বিপদে ফেলতে পারে।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: এই দলটি এবারের বিশ্বকাপে চমক দেখালেও দেখাতে পারে। তারা যে-কোনও রকম অঘটন ঘটানোর ক্ষমতা রাখে। গ্রুপ লিগে ফ্রান্স ও সুইজ়ারল্যান্ডকে হারিয়ে দিলে অবাক হওয়ার মতো কিছু থাকবে না। তবে দ্বিতীয় রাউন্ডের বেশি আর এগোতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। অবশ্য বিশ্বকাপের আসর তো, যে-কোনও সময়ে যে-কোনও দলই চমকে দিতে পারে। জাপান, ইরান এবং সৌদি আরবের চেয়ে এশিয়া মহাদেশ থেকে কোরিয়াকেই বিশেষজ্ঞরা এই ব্যাপারে বেশি নম্বর দিচ্ছেন।

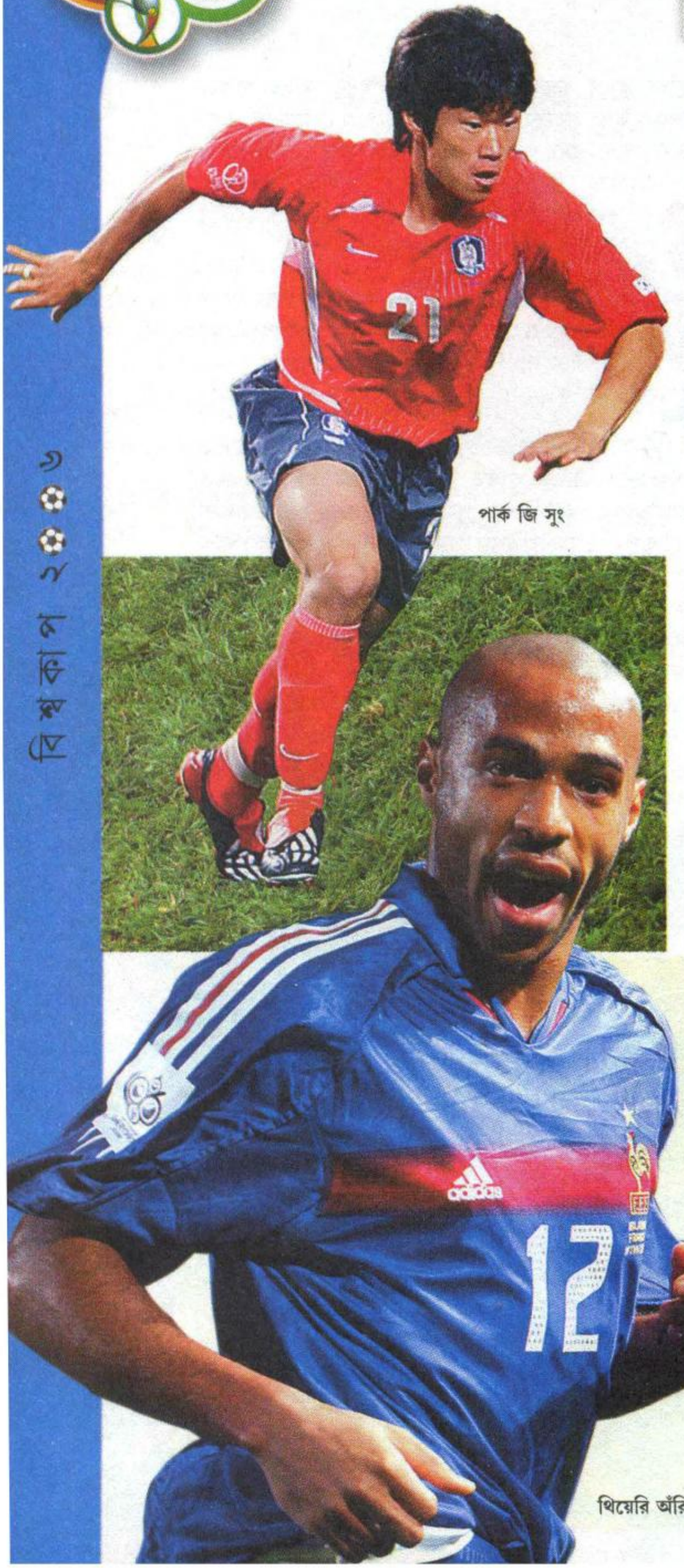

পার্ক জি সুং

থিয়েরি অঁরি

ফ্রান্স

নজর কাড়বেন যাঁরা: জিনেদিন জিদান, থিয়েরি অঁরি, প্যাট্রিক ভিয়েরা, লিলিয়ান থুরাম, ডেভিড ত্রেজেগুয়ে, ক্লদ ম্যাকেলেলে — বিশ্বকাপ জেতার জন্য ফ্রান্সের স্বপ্নের লাইন আপ তৈরি। ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক জিদানের এটাই শেষ বিশ্বকাপ। এই মরশুমে দারুণ ফর্মে আছেন স্ট্রাইকার থিয়েরি অঁরিও।

কোচ: রেমন্ড ডমেনেক (ডান দিকের পাতায়)।

শক্তি: একাধিক দক্ষ ফুটবলার রয়েছেন। ডিফেন্স এবং মাঝমাঠই দলের বড় শক্তি। সঙ্গে আছে বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা।

সুইজ়ারল্যান্ড

নজর কাড়বেন যাঁরা: স্ট্রাইকার এবং ম্যাচ উইনার আলেকজান্ডার ফ্রেই। অবশ্য কিছুদিন আগে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। চোট সারিয়ে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ফিরতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে এখনও সন্দেহ আছে! মিডফিল্ডার রাফায়েল উইকি এবং জোহান ভোগেল; ডিফেন্ডার ফিলিপ্পে সেন্দেরস এবং প্যাট্রিক মুলার — সুইস টিমেও বেশ কয়েকজন ভাল ফুটবলার আছেন, যাঁরা যে-কোনও সময় খেলার রং পালটে দিতে পারেন।

কোচ: জ্যাকব কুন (ডান দিকে)।

শক্তি: দলে কমবয়সি ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়া ভাল। শক্তিশালী মাঝমাঠ, সুইসদের অন্যান্য দলের চেয়ে এগিয়ে রাখবে।

দুর্বলতা: এই দলের মেরুদণ্ড আলেকজান্ডার ফ্রেই। বিশ্বকাপে তিনি না খেলতে পারলে বাকিরা তাঁর অভাব কতটা পূরণ করতে পারবেন, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

এই বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: এই সুইস দলটি যে-কোনও সময় চমক দেখাতে সক্ষম এবং আশা করা যায়, দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠতে পারবে। ফর্মে থাকলে এরা যে-কোনও বড় দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখে।

টোগো

নজর কাড়বেন যাঁরা: স্টার স্ট্রাইকার ইমানুয়েল আদেবেয়র, ডিফেন্ডার জঁ পল আবালো, আদেবগামি ওলুফা প্রমুখ।

কোচ: অটো ফিস্টার (ডান দিকে)।

শক্তি: দলের ফুটবলারদের গড় উচ্চতা, ওজন আর লড়াকু মনোভাব। আর-একটা অ্যাডভান্টেজ, অন্য দলগুলোর কাছে ওরা অচেনা প্রতিপক্ষ। যেহেতু কেউ ধর্তব্যের মধ্যে ধরছে না টোগোকে, তাই অনেক চাপমুক্ত, নির্ভার ফুটবল খেলতে পারবেন আদেবেয়ররা।

দুর্বলতা: বিশ্বকাপে প্রথম নামছে। অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার তাই শূন্য। এত বড় আসরে নিজেদের সেরাটা বের করে আনা মুখের কথা নয়।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: ২০০২ সালের সেনেগালের কথাটা মাথায় রাখলে, আশাবাদী হতেই পারে 'আফ্রিকান হক'রা। এবার আদেবেয়ররাও ওরকম অলৌকিক কিছুরই আশা করছেন। তবে সেরকম কিছু না হলে প্রথম রাউন্ডের বেড়া টপকানোই যথেষ্ট কঠিন।

অফবিট পয়েন্ট: টোগোর এবারের উত্থান রীতিমতো চমকপ্রদ। এবার কোয়ালিফাইং রাউন্ডে আফ্রিকান জোনে এরা সেনেগাল, জাম্বিয়া, লাইবেরিয়ার মতো দেশকে হটিয়ে মূলপর্বে পৌঁছেছে। আফ্রিকান ফুটবলে ক্যামেরুন হল 'সিংহ', সেনেগাল 'মোরগ' আর টোগো 'বাজপাখি'!

দুর্বলতা: ফরওয়ার্ড লাইনে দুর্বলতা আছে। উপরন্তু দলে নতুন তারকার অভাব। এবারও সেই জিদানই ভরসা।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: 'জি' গ্রুপে ফ্রান্সের সঙ্গে আছে সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান। গ্রুপ লিগে মূলত লড়াই হবে সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে। বাছাই পর্বে সুইসদের বিরুদ্ধে জয় আসেনি। ১৩ জুন স্টুটগার্টে এই সুইসদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ জিদানদের। অন্যতম ফেভারিটের তালিকায় নাম থাকলেও যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচগুলোতে দলের পারফরম্যান্স একেবারেই সন্তোষজনক ছিল না। এভাবে জার্মানিতে খেললে ফ্রান্সের শেষ আটে যাওয়া কিন্তু শক্ত।

তি উ নি শি য়া

নজর কাড়বেন যাঁরা: দলের আক্রমণভাগের নেতৃত্বে আছেন দস সান্তোস। রক্ষণের সেরা খেলোয়াড় হাতিম আবেলসি।

কোচ: রজার লেমের।

শক্তি: সকলের মধ্যেই নিজেকে প্রমাণ করার একটা তাগিদ আছে। ফরাসি কোচ দায়িত্ব নেওয়ার পর দল অনেকটা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে।

দুর্বলতা: দলে অনভিজ্ঞ খেলোয়াড় বেশি।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: স্পেন, ইউক্রেনকে টপকে দ্বিতীয় পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

অফবিট পয়েন্ট: দলের এক নম্বর স্ট্রাইকার দস সান্তোস আদতে ব্রাজিলের মানুষ। ২০০২ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের স্কোয়াডে সুযোগ না পাওয়ায়, তিনি তিউনিশিয়ার নাগরিকত্ব নেন ২০০৩ সালে।

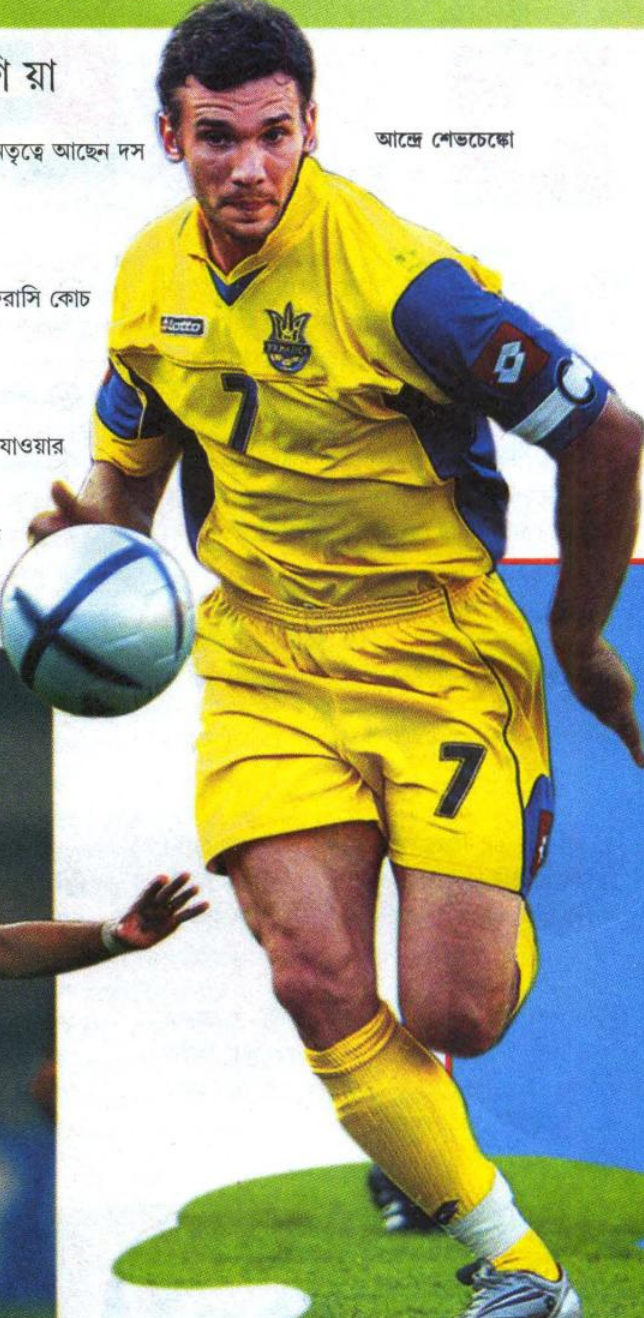

আন্দ্রে শেভচেঙ্কো

দস সান্তোস

স্পে ন

নজর কাড়বেন যাঁরা: এককথায় বলতে গেলে, রাউল গঞ্জালেস, ফার্নান্দো মোরিয়েন্তেস, ফার্নান্দো টোরেস, আইকার ক্যাসিলাসের উপরই সকলের নজর থাকবে। এবার নিয়ে তৃতীয়বার দেশের হয়ে বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলবেন অধিনায়ক রাউল। আর্সেনালের নজর কেড়ে নেওয়া তরুণ মিডফিল্ডার ফাব্রেগাস কিংবা অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের তরুণ স্ট্রাইকার টোরেসের এই বিশ্বকাপে তারকা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে।

কোচ: লুই আরাগোনেস।

শক্তি: রক্ষণ খুব শক্তিশালী। গোলকিপার অসাধারণ।

দুর্বলতা: দলের মূল অস্ত্র রাউল হাঁটুর চোট সারিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে মাঠে ফিরলেও একেবারেই ফর্মে নেই। তা ছাড়া ক্লাব ফুটবলে দারুণ সাফল্য পেলেও দেশের হয়ে এখনও তেমন ছাপ ফেলতে

সৌ দি আ র ব

নজর কাড়বেন যাঁরা: স্ট্রাইকার সামি আল জাবের (অধিনায়ক), ইয়াসের আল কাহতানি (সৌদি আরবের সবচেয়ে দামি ফুটবলার), মিডফিল্ডার তামিম বান্দার, গোলকিপার মাব্রোউক জ়ায়েদ।

কোচ: মার্কোস পাকেতা।

শক্তি: আল জাবেরের মতো দক্ষ ক্যাপ্টেন ও স্ট্রাইকারের উপস্থিতি সৌদি আরবকে অনেকটা এগিয়ে রাখবে। এ ছাড়াও এই দলের মিডফিল্ড এবং স্ট্রাইকিং পজ়িশনও বেশ শক্তিশালী।

দুর্বলতা: কোয়ালিফাইং রাউন্ডে আন্তর্জাতিক মানের কোনও দলের বিরুদ্ধে খেলেনি সৌদি আরব। তাই আদতে তাদের শক্তি বা দুর্বলতার জায়গা কোনটা, তা ফুটবলাররা ঠিক বুঝতে পারছেন না।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: বিশ্বকাপে তাদের রেকর্ড যেহেতু খুব ভাল নয়, তাই তাদের ঘিরে কোনও আশাও কেউ দেখছেন না।

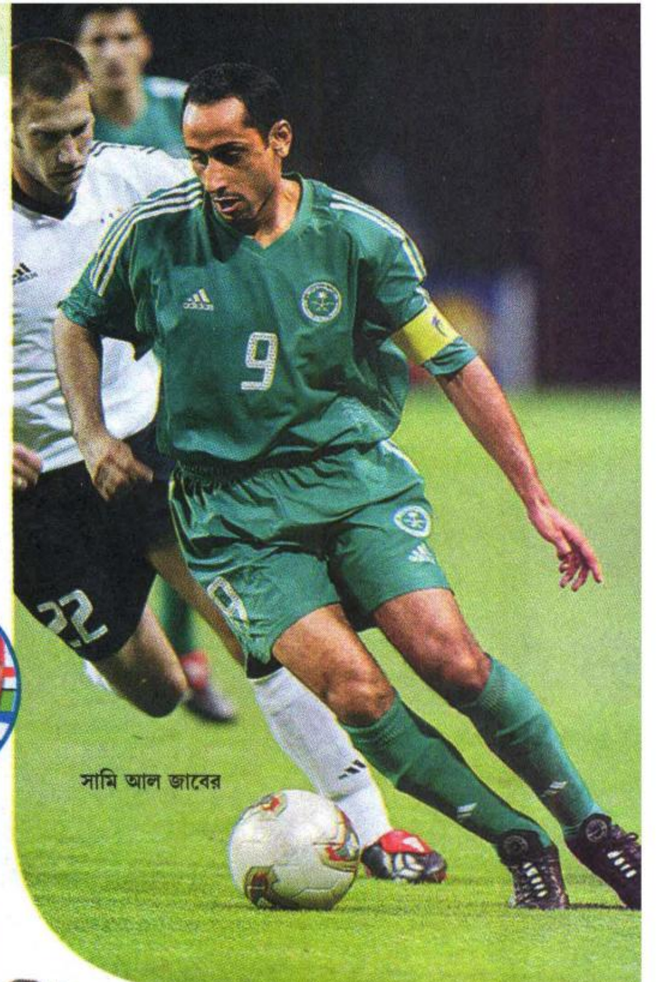

সামি আল জাবের

ই উ ক্রে ন

নজর কাড়বেন যাঁরা: এসি মিলানের তারকা স্ট্রাইকার আন্দ্রে শেভচেঙ্কো, ডিফেন্ডার আন্দ্রেই রুসল, গোলকিপার আলেকজান্ডার শোভকভস্কি।

কোচ: ওলেগ ব্লোখিন (ডান দিকে)।

শক্তি: আক্রমণে ঝড় তোলা। ২০০৪ সালের 'ইউরোপিয়ান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' শেভচেঙ্কোর উপরেই মূলত এই দায়িত্ব থাকবে। অন্যদের কাজ হল তাঁকে ইচ্ছেমতো নড়াচড়া করার জন্য যথেষ্ট খালি জায়গা তৈরি করে দেওয়া।

দুর্বলতা: বড় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মাঝমাঠের নড়বড়ে ভাব।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: খুব বেশি হলে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত যাবে।

অফবিট পয়েন্ট: কোচ ব্লোখিন ও ক্যাপ্টেন শেভচেঙ্কো, দু' জনই ইউরোপের বর্ষসেরা ফুটবলার হয়েছেন।

ফার্নান্দো টোরেস

মডেল: নহলি, রেমি, প্রিয়াঙ্কা, অভনীশ, সায়ন, রণজয়, গৌরব, অর্ক, ও সোহেল।

মেকআপ: অঞ্জন চৌধুরী

ফোন: ৯৩৩৯৭-৪২৫০০

ফোটো: গৌতম রায়

পোশাক সৌজন্য: জ্যাকি, ময়দান মার্কেট।

ফোন: ৯৮৩১৩-৬২৮৭৪

পারেননি রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা ফুটবলারটি। একাধিক নামী ফুটবলার থাকলে কী হবে? আসল জায়গায় পৌঁছে দলটা বারবার ব্যর্থ হয়।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাবনা: ১৯৫০ সালের পর স্পেন আর বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি টপকাতে পারেনি। দলটা সঠিকভাবে এগোতে পারলে এবারও শেষ আটে যেতে পারে।

বিশ্বকাপ এখন দারুণ সিরিয়াল

১৯৩০ সাল থেকে যে বর্ণময় ফুটবল পৃথিবীর মানুষ দেখে আসছে, এবারেও তা হয়ে উঠবে সেরকমই জমজমাট। ৯ জুন থেকে ৯ জুলাই আমাদের চোখ থাকবে সেই রোমাঞ্চকর সিরিয়ালেই। লিখেছেন **সন্দীপ দাশগুপ্ত**

দমদমের টাউন হলে গরমে ঘামতে-ঘামতে আমরা বসে আছি। অমল দত্তের লজ্‌ঝড়ে প্রোজেক্টর কাজ করছে না। প্যান্ডোরার বাক্স থেকে বেরিয়ে আসছেন না গ্যারিঞ্চা। পেলে বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়লেন। বিশ্বকাপ তখন স্থবির। আমাদের দেড় টাকায় কাটা টিকিট রাগে ফুঁসছে। আমরা মানে বাঙালিরা তখন বিশ্বকাপ ব্যাপারটা ঠিক কী, জানার চেষ্টা করছি। আসলে ধস্তাধস্তি করছি। মাঝেমধ্যে দু'-তিনটে বই আসত হাতে। পাতা উলটে সেই সব বই থেকেই বিশ্ব ফুটবলের আঁচ নেওয়ার চেষ্টা করতাম। যেন ফরাসি বিপ্লব পড়ছি! দিস্তে-দিস্তে নিউজপ্রিন্টে কত কী লেখা! স্পেন থেকে জাহাজ ছেড়েছে। ইউরোপের মাত্র চারটি দেশের ফুটবলার তাতে চেপেছেন। গন্তব্যের নাম মন্তেভিডিও। প্রথম বার উরুগুয়েতে বিশ্বকাপ। ১৯৩০। আর্জেন্তিনাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ উরুগুয়েই জিতল। ফাইনাল দেখলেন তিরানব্বই হাজার মানুষ। কিন্তু মন ভরল না উরুগুয়ানদের। মন ভরবে কেন? অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন তাঁরা! ফুটবল স্টাইলের সঙ্গে হুবহু মিল তাঁদের মেজাজের। দু'টোই মারাত্মক মারকুটে। নিজের দেশে ডেকে এনে ইউরোপের রাঘব-বোয়ালদের মুখে ঝামা ঘষা যেত আরও কিছু দেশকে হারাতে পারলে। কিন্তু তা আর হল কই? জার্মানি জানাল, তাদের ফুটবল টিমে সবাই কলকারখানায় কাজ করেন। জাহাজে অত দূর পাঠানো যাবে না। অত দিন ছুটি পাবেন না ফুটবলাররা। উরুগুয়ানরা বলল, "আরে ভাই, আমরা জাহাজ ভাড়া দিচ্ছি! থাকার জায়গাও পাবে। তবু চিঁড়ে ভেজেনি! ইংল্যান্ড তো 'ভারী পাজি'!" ওঁদের বক্তব্য, "আমাদের দিকে কামান দাগছে যারা, তারা কোন মুখে ফুটবল খেলার প্রস্তাব নিয়ে আসে?" ইংল্যান্ড এই গোঁ ধরে ছিল ১৯৫০ সাল অবধি।

আমরা পড়ছি তো পড়ছিই। এ যেন বিশ্বযুদ্ধের আগে পরের ফিল্ম রোল হয়ে যাচ্ছে। শীতের সন্ধেয় পড়ার ঘরে মোমবাতির আলোয় তার দৃশ্যকল্প তৈরি হচ্ছে। বাবার সঙ্গে লুকোচুরিও খেলছি। বাবা ঘর থেকে সরে গেলেই বাংলায় লেখা 'বিশ্বকাপের ইতিহাস' উঠে আসছে 'পারিজাত রিডার'-এর উপরে। বাবা ফিরে এলেই আমরা প্যারাবল অব

১৯৮৬ সালের ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্তিনা-ইংল্যান্ডের খেলায় মাঝখানে মারাদোনা

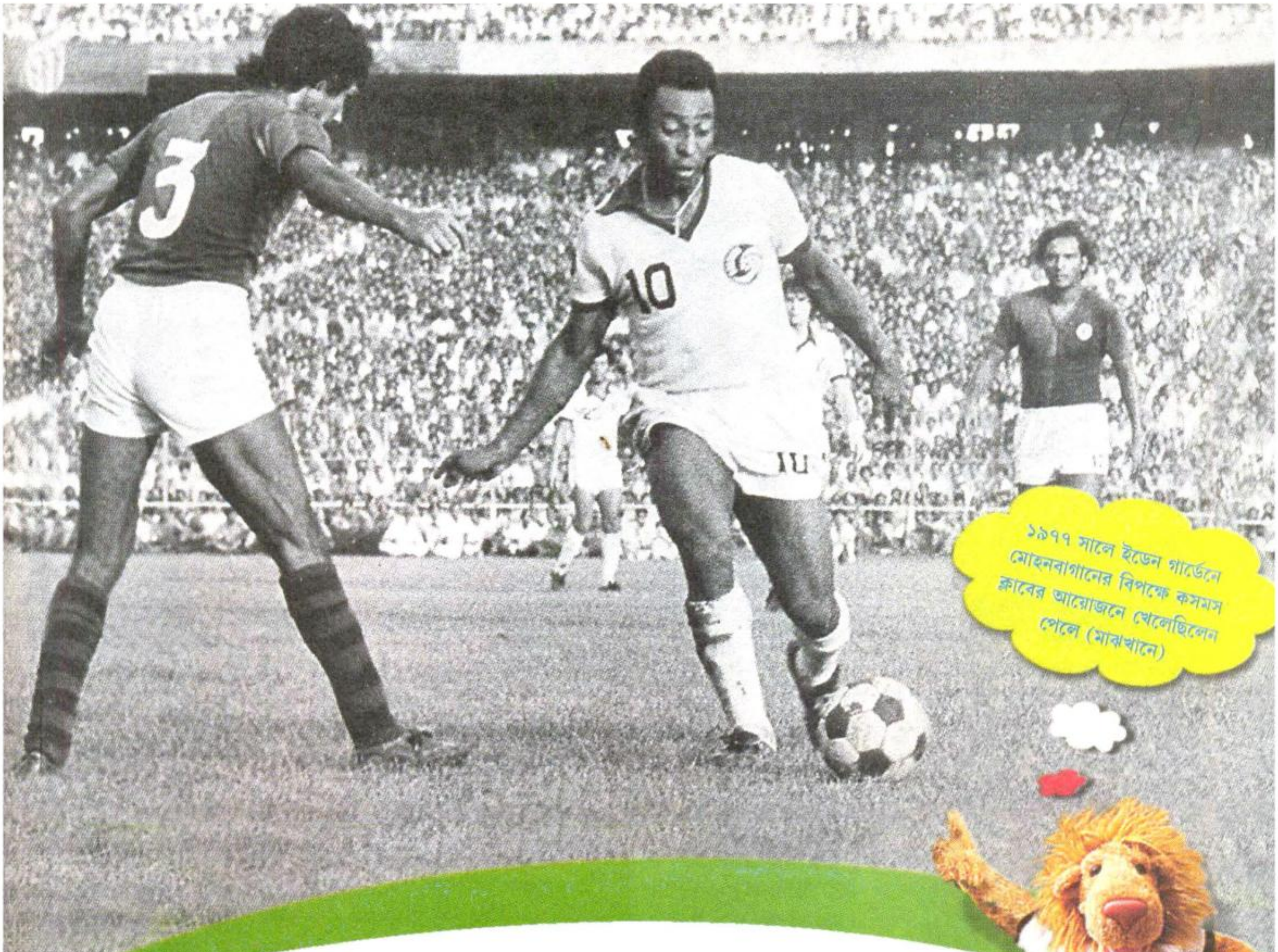

দ্য গুড সামারিটানে। ঠিক এমন একটা সময়ই আমরা অমলের বায়োস্কোপ দেখার অনুমতি পেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেদিন প্রোজেক্টরের সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়ে গেল। সত্যিই সেরিব্রাল! আমরা পথেঘাটে ঘুরে-ঘুরে যে যেটুকু রাজভাষা শিখেছিলাম, সব উগরে দিয়ে চলে এলাম। অতঃপর আবার সেই পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মতো, মারকানা স্টেডিয়ামের আঁচ-অনুসন্ধান শুরু।

সুইজারল্যান্ড টিভিতে সরাসরি খেলা দেখিয়ে দিয়েছে চুয়ান্ন সালেই। আর সাতের দশকের শেষ দিকে, তখনও আমাদের পাড়ায় বাড়ি-বাড়ি গাঁক-গাঁক করে ট্রানজিস্টরে 'বিবিধ ভারতী'র যুগ। তখন খবরের কাগজে বেকেনবাউয়াররা লেখেন না। আমরা আবার সেই ঘুরেফিরে ছাপার অক্ষরে। ফুটবল তো নয়। যেন আগুনে ঝলসানো নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বাহিনীকে দেশে ফিরতে দেখছি। উরুগুয়ে বলে দিয়েছে, "তোমরা আমাদের দেশে আসোনি। আমরাও খেলব না ইতালিতে।" ফিফার তাতে বয়েই গেল! তারা মিশরকেও হাজির করেছে টুর্নামেন্টে। তুতানখামেনের দেশ মিশরই বিশ্বকাপে প্রথম আফ্রিকান প্রতিনিধি! আর ঠিক উরুগুয়ের মতোই নিজের দেশে চ্যাম্পিয়ন বেনিটো মুসোলিনির দেশ। মুসোলিনির নামটা মনে পড়ে গেল অন্য কারণে। বইয়ে লেখা হয়েছে, 'ডিক্টেটরমশাই রেফারি ম্যানেজ করে কাপ নিজের দেশে রেখে দিয়েছেন!'

পড়লাম, পরের বার ফ্রান্স কিন্তু নিজের দেশে কাপ রাখতে পারেনি। এবারও সে রোমেই পাড়ি দিয়েছে। তারপর এল সত্যিকারের যুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪২ আর ১৯৪৬-এ খেলাই হল না। ফুটবল মেলা বসতে-বসতে সেই ১৯৫০ সাল। তখনও ব্রাজিলকে নিয়ে মাখামাখির যুগ শুরু হয়নি। ব্রাজিল থেকে উরুগুয়ে দ্বিতীয়বার কাপ তোলায় তাই পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেনি ফুটবল বাফেরা। ইতালি শুধু খুব একচোট বিদ্রুপ করে নিল, 'আরে, আমাদের আসল টিমটাই তো পাঠাতে পারলাম না। না হলে কাপটা জাহাজে করে আমরাই আনতাম।' কাপ না বলে অবশ্য ট্রোফিও বলা যায়। জুলে রিমের ইতিহাস তো এক সময় মুখস্থ হয়ে গেল। সেটা তিনবার যারা জিতবে তারাই নিয়ে যাবে। তো বই পড়ে ইতালির রাগটা আমাদের যুক্তিসঙ্গতই মনে হল। এক বছর আগে প্লেন ভেঙে গ্র্যান্ড তোরিনো ক্লাবের ফুটবলাররা মারা না গেলে ছবিটা অন্যরকম হতেই পারত। কারণ, ওই ক্লাবেই খেলতেন তখনকার জাতীয় দলের একঝাঁক তারকা!

রুশ দেশের উপকথায় পড়া ছোট্ট গোল রুটির মতোই বিশ্বকাপের গল্প গড়িয়ে-গড়িয়ে যাচ্ছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮। সুইজারল্যান্ড থেকে সুইডেন, সুইডেন থেকে চিলি। আমরা গিলছি তো গিলছিই। আর থমকে যাচ্ছি। কখনও পেলের গোল দেখে। কখনও গ্যারিঞ্চার সেন্টার। গর্ডন ব্যাঙ্কস বা লেভ ইয়াসিনকে মনে হচ্ছে সান্টাক্লজ! গোল সেভ করার সব মন্ত্র যাঁদের ঝুলিতে। ১৯৬২-র বিশ্বকাপ চিলিতে হল। সেখানে সব টিম নাকি এগারো জন ডিফেন্ডার নিয়ে খেলতে নেমেছিল। তার মধ্যেই বিশ্বকাপ কব্জা করে ফেলল পেলে অ্যান্ড কোং। তার মানে, আর মাত্র একবার জিততে পারলেই জুলে রিমে তাঁদের হয়ে

যাবে। চিরকালের মতো। বাজারে তখন বই এসে যাচ্ছে পরের পর। পেলেকে নিয়ে বই। কাইজারকে নিয়ে উপন্যাস। পরে জানতে পারলাম, এমন অনেক বইয়ের ছত্রে-ছত্রে নিখাদ গোঁজামিলও ছিল। যেখানে পেলে মাথায় বল নাচাতে-নাচাতে রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে প্র্যাকটিসে চলে গেলেন।

পিক্‌লসের গল্পটা অবশ্য আজগুবি নয়। সে একটা কুকুর। ১৯৬৬-তে ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপের সময় জুলে রিমে ট্রোফি কারা সব মাটিতে পুঁতে দিল। চারদিকে খোঁজ-খোঁজ। কেউ পায় না, কেউ পায় না। গন্ধ শুঁকে-শুঁকে শেষে পেল কিনা পিকলসই! ভাগ্যিস পেল! ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপে ববি মুররা তাই রানির কাছ থেকে আসল ট্রোফিটাই ধরতে পারলেন। ফাইনালে জার্মানিকে হারিয়েছিল ইংল্যান্ড। আর আমরা জেনেছিলাম, ফুটবল মাঠে নেমে আসা গুন্ডাদের তাণ্ডবে হেরে গিয়েছিল পেলের শিল্প। অন্য এক শিল্পী, ইউসেবিওর নাম সেই প্রথম শুনলাম। আর ছোট-ছোট চোখ নিয়েও কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা উত্তর কোরিয়ার জন্য গর্বে আমাদের বুক ভরে গেল। তা হলে এশিয়াও কিছুটা পারে!

গ্যারিঞ্চা

ববি মুর

১৯৬৬ সালে জুলে রিমে কাপ হাতে ববি মুর। ফাইনালে জার্মানিকে হারিয়েছিল ইংল্যান্ড

বিশ্বকাপ যেন ক্রমশ সেই নিষিদ্ধ জগৎটার মতো হয়ে উঠছে আমাদের কাছে। বয়ঃসন্ধিতে যার রসগ্রহণে আমাদের ভিতরে আনচান। এমন একটা সময়ই বিশ্বকাপ-সিনেমা নিয়ে এলেন বাগুইআটির এক 'পাগল', অমল দত্ত! প্রথম চান্সে না হলেও, ওই পুরনো টিকিটেই দ্বিতীয় বার আমরা দেখলাম পেলেকে। মেক্সিকোয় তাঁর ড্রিবলের সামনে আমরা যেন দুবলা ডিফেন্ডার। মাটিতে গড়াগড়ি খেতে-খেতে দেখছি বল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন এডসন অ্যারান্টোস ডু নাসিমেন্টো। গোল করে এলেন। জুলে রিমেও পাকাপাকি চলে গেল রিও-ডি-জেনেইরোতে। রাজাকে তো দেখা হল। ঠিক তার পরের সিনেই ভাঙা হাত বুকের কাছে ঝুলিয়ে ডিফেন্স-চেরা পাস দিচ্ছেন কাইজার। 'সব খেলার সেরা বাঙালির প্রিয় ফুটবল' গানটা রিলিজ হয়ে গিয়েছিল হয়তো। কিন্তু তখনও আমরা টোটাল ফুটবল বুঝিনি। তাই জোহান ক্রুয়েফরা ফাইনালে হেরে গেলেও হাত ভাঙা বেকেনবাউয়ারের গোল করানো দেখেই লাফিয়ে উঠেছি।

ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের সময় জুলে রিমে ট্রোফি কারা মাটিতে পুঁতে দিল। গন্ধ শুঁকে শেষে তা খুঁজে পেল কুকুর পিক্‌লস!

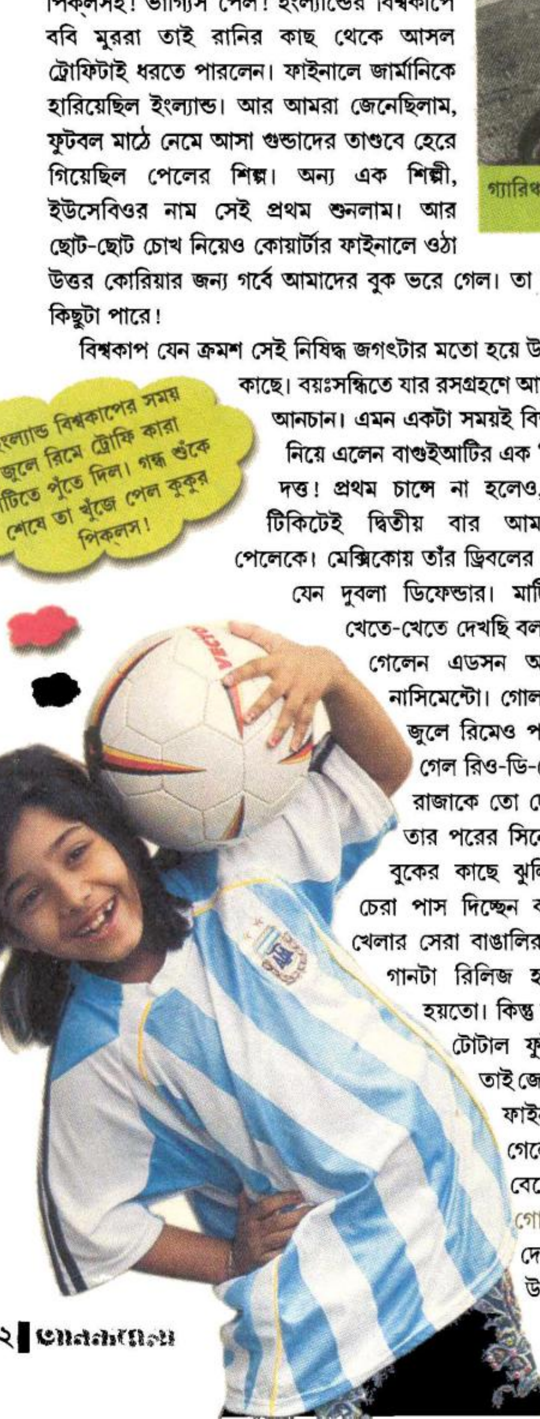

এমন একটা সময় হঠাৎই আবিষ্কার করলাম, টিভি এসে গিয়েছে আশিসজেঠুদের বাড়ি। ১৯৭৮। আর্জেন্তিনা-নেদারল্যান্ডস দেখছি সরাসরি! এবার অবশ্য টিকিট কাটতে হয়নি। আশিসজেঠু বললেন, আর্জেন্তিনার তিনজন ফুটবলারের নাম বলতে হবে। পারলাম না। তাই তিনবার কান ধরে ওঠবোস করে টিভির সামনে বসার অনুমতি পেলাম। কে জানত এমন দিন আসবে, যেদিন, যাঁদের নাম বলতে পারলাম না, তাঁদের কথা কেউ সেভাবে বলবেই না। লুকে, কেম্পেস, পাসারেলাদের ভুলে মেরে দেবে মানুষ! আর্জেন্তিনা বুঝতে গেলে বলতে হবে মারাদোনা, শুধুই মারাদোনার কথা। কত কে আসবেন। প্লাতিনি, পাওলো রোসি থেকে বেবেতো, রোমারিও, রবার্তো বাজ্জিও, এমনকী রোনাল্ডো-জিদানও। কিন্তু পেলের পাশাপাশি একজনই। তিনি দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা।

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপে কলম্বিয়া ছিটকে গিয়েছিল এস্কোবারের সেমসাইড গোলে। দেশে ফেরার কিছুদিন পরই তাঁকে কে বা কারা গুলি করে মেরে ফেলল। আমরা কষ্ট পেলাম। কিন্তু ততটা পেলাম না, যতটা পেলাম মারাদোনা ডোপ করে ধরা পড়ায়! একেই বলে পক্ষপাতিত্ব। বেঁচে থাক টিভি। টিভি এল বলেই না মদন সেদিন রহড়া স্টেশনে সব্‌জিওলার ঝুড়ি থেকে কুমড়ো তুলে মারাদোনা হতে গিয়ে রেল লাইনে পড়ে গেল! মদন অবশ্য মরেনি। সে এখনও বিশ্বকাপ দেখছে। ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জেতাটা তার ভাল লেগেছে। তবে মারাদোনার সঙ্গে তুলনাটা ভাল লাগেনি। জাপান-কোরিয়ায় রোনাল্ডোকেও তার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু 'মারাদোনার মতো নয়' বলতে ভোলেনি। 'ঈশ্বরের হাত' এবং 'পরমেশ্বরের পা' নিয়ে স্বপ্ন দেখছে আজও। তবে এতদিনে সে নাকি বলেছে, আবার মারাদোনা যদি আসে, তবে আসবে রোনাল্ডিনহোর ঘাড়ে চেপে। মদন ভুল না ঠিক আমরা টিভিতেই দেখব। এবার নতুন সেট। হোম থিয়েটার। একেবারে ২৯ ইঞ্চি। এত দিনে বাড়িতে দু'-তিনটে টিভির আসা-যাওয়া হয়ে গেল।

প্রথমটার কী নাম ছিল যেন? ভারত! ভারত টিভি। আজ টিভির নামটা কেন জানি প্রতীকী মনে হচ্ছে। বিশ্বকাপে না থাকলেও ভারতে বিশ্বকাপ এখন দারুণ সিরিয়াল! সামনের ৯ জুন থেকে ৯ জুলাই তার কোনও এপিসোডই আমরা বাদ দিচ্ছি না!

তিন চাকার নতুন গাড়ি

মোটরবাইকও নয় আবার মোটরগাড়িও নয়, অর্থাৎ বলা যেতে পারে মোটরগাড়ি আর মোটরবাইকের মাঝামাঝি একটি যান। তিন চাকার এই যানটি (ডান দিকের ছবি) তৈরির কৃতিত্ব বিএমডবলিউ কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারদের। এর সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার। লম্বায় তিন ফুটের একটু বেশি এই গাড়ি চলবে প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে। তবে মাত্র দু'জনের বসার জায়গা রয়েছে এই গাড়িতে। শহরের ভিড় রাস্তার জন্যই এর এই ছোট আয়তন। এই প্রোজেক্টের রিসার্চ অফিসার বেন ড্রু বলছেন যে, আমাদের লক্ষ্য এমন একটি যান তৈরি করা, যা আয়তনে ছোট, যার মধ্যে মোটরসাইকেলের যাবতীয় উপযোগিতা রয়েছে, সেইসঙ্গে রয়েছে চারচাকার একটি মোটরগাড়ির সব রকম আরাম এবং নিরাপত্তা।

'বুদ্ধিমান' রোবটের জন্য কম্পিউটার

শুধুমাত্র চোখের তারার সাহায্যেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে একটা কম্পিউটার। চিনের একটি হাই স্কুলের ছাত্র ঝাউ চেন তৈরি করেছেন এরকমই এক কম্পিউটার। নাম দিয়েছেন 'আইবল মাউজ়'। কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে চোখের তারা নাড়িয়েই করেই খোলা যাবে যে-কোনও ওয়েবসাইট। নানজিং ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার স্কুলের একজন মুখপাত্র বলেছেন, "ভবিষ্যতে 'বুদ্ধিমান' রোবটদের জন্য খুবই কাজে লাগবে এই কম্পিউটার।"

ডলফিনের অদ্ভুত ক্ষমতা

ডলফিনরা ক্রমেই অবাক করে চলেছে বিজ্ঞানীদের। মানুষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই প্রাণীরা। আগে যতটা ভাবা হত, তার চেয়েও অনেক বেশি। বলা যেতে পারে, মানুষের মনের খুব কাছাকাছি চলে যেতে পারে এরা। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে আশ্চর্য সব তথ্য জানাচ্ছেন ডলফিন সম্বন্ধে। একই প্রজাতির ডলফিনরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় মুখ দিয়ে শিস দেওয়ার মতো আওয়াজ করে নিজেদের 'নাম' ধরে ডাকে। পরস্পরকে আলাদা-আলাদা করে শনাক্তও করতে পারে। 'বটলনোজ় ডলফিন'-এর বুদ্ধিমত্তা আর তাদের নানা ঘটনা বিস্মিত করবে আমাদের। স্কটল্যান্ডের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ় ইউনিভার্সিটির সি ম্যামাল রিসার্চ ইউনিট-এর গবেষক ভিনসেন্ট জানিক বলেছেন যে, বটলনোজ় ডলফিনরা একদম নতুন কোনও শব্দ অত্যন্ত দ্রুত শিখে নিতে পারে। পৃথিবীর অন্য কোনও প্রাণীর নেই এই ক্ষমতা নেই।

হারিয়ে যেতে পারে মেরু-ভল্লুক আর জলহস্তী

মেরু-ভল্লুক আর জলহস্তী কি পৃথিবী থেকে অবলুপ্তির পথে? কারণ, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণীদের তালিকায় এবার অন্তর্ভুক্ত হল এই দুই প্রাণীর নাম। বিবিসি জানাচ্ছে, ওয়ার্ল্ড কনজ়ারভেশন ইউনিয়ন সম্প্রতি অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে এরকম প্রাণীদের যে তালিকা তৈরি করেছে, সেখানে মেরু-ভল্লুক (বাঁ দিকের ছবি) ও জলহস্তীর নাম রয়েছে। সুমেরুর বরফ গলতে শুরু করেছে, আর তার প্রভাব পড়ছে মেরু-ভল্লুকের উপর। বরফে তৈরি গুহাগুলোয় অপত্যস্নেহে নিজেদের বাচ্চাদের বড় করে তোলে মেরু-ভল্লুকরা। গলে যাচ্ছে সেই গুহাও। 'ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো'য় মাংস এবং দাঁতের জন্য অবাধে একের পর-এক জলহস্তী হত্যা করে যাচ্ছে সেখানকার মানুষ। এই সব কারণই অবলুপ্তির পথে ঠেলে দিচ্ছে এই দুই প্রজাতির প্রাণীদের।

জয় সেনগুপ্ত

সিধুর বিশ্বকাপ

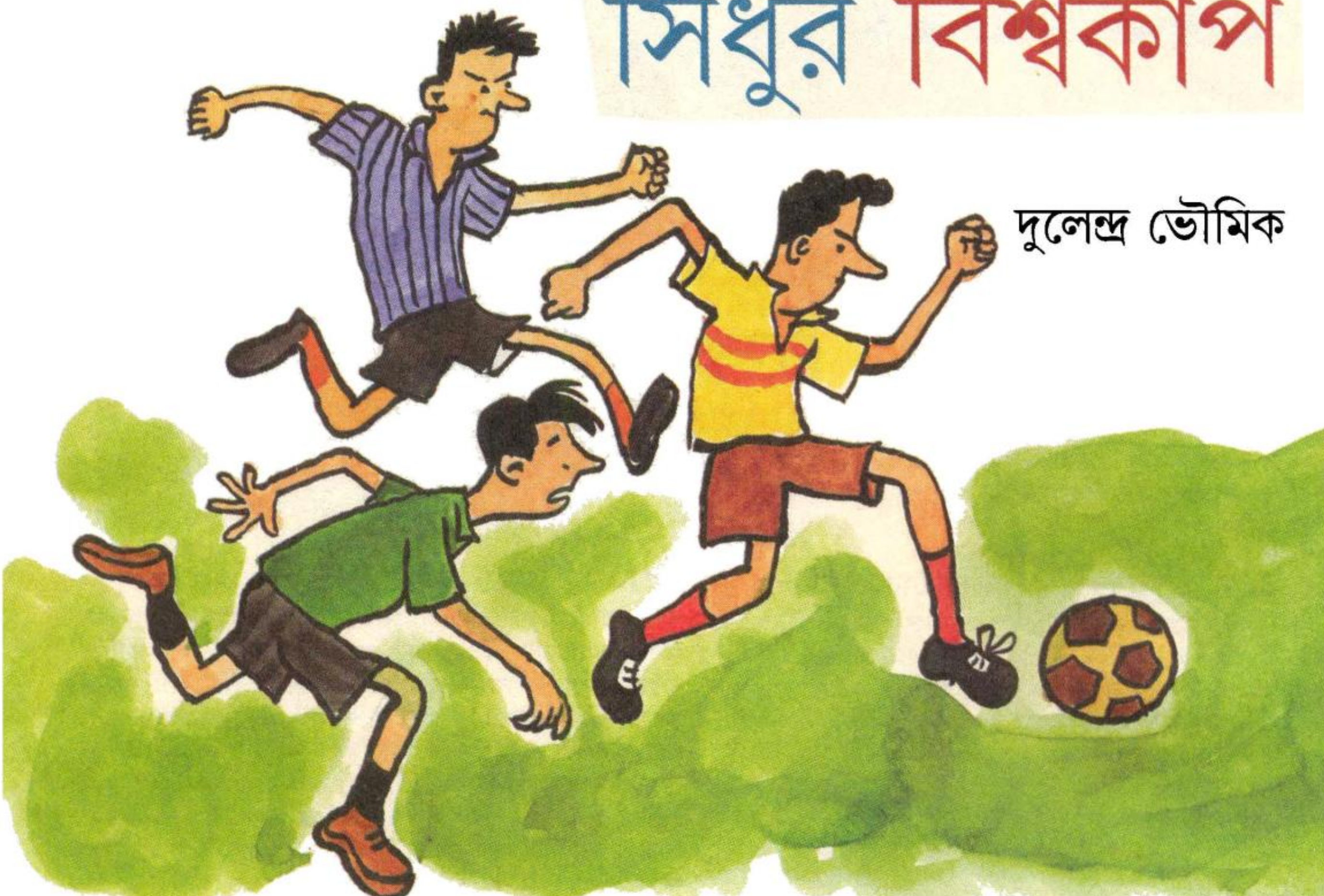

দুলেন্দ্র ভৌমিক

ফুটবলের বিশ্বকাপ নিয়ে যখন গোটা পৃথিবীটাই সরগরম, যখন ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে নানারকম আলোচনা, তর্ক আর চুলচেরা বিশ্লেষণ, ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল। ঘটনাটা তেমন বিস্ময়কর বা অবাক হওয়ার মতো হয়তো নয়। তবু বলাগড়ের মানুষরা সবাই অবাক হয়ে গেল। কারণ, ঘটনার নায়ক সিধু। সিধু একটা কেউকেটা লোক নয়। গরিব ঘরের গরিব ছেলে। বিদ্যাসুন্দরী হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করে বসে আছে। বাপের ইচ্ছে ছিল ছেলে আরও পড়ুক, কিন্তু পড়াবার সাধ্য ছিল না। সিধু জানে, আরও পড়তে হলে টাকা লাগবে। বাঁধের মাটি কাটার কাজের তদারকির চাকরিটা হয়তো সে পেয়ে যাবে। সবই নির্ভর করছে ব্যানার্জিবাবুর দয়ার উপর। ওঁর কোম্পানিই বাঁধের বরাত পেয়েছে। কিন্তু ব্যানার্জিবাবুর দয়া কি সে পাবে?

সিধু একটু গোবেচারা গোছের ছেলে। চোখের সামনে অন্যায় দেখলেও প্রতিবাদ করতে পারে না। মনে-মনে রাগ হলেও রুখে দাঁড়াতে জানে না। সে জানে, ব্যানার্জিবাবুর দয়া না হলে সে চাকরিটা পাবে না। সে রোজই একবার ব্যানার্জিবাবুর অফিসে যায়। অফিস মানে পাকা অফিস নয়। বাঁধের কাজের জন্য একটা অস্থায়ী অফিস করা হয়েছে। নিজেই আগবাড়িয়ে এটা-ওটা করে। ব্যানার্জিবাবু তাকে কয়েকবার দেখেছেন, কিন্তু কোনও কথা হয়নি। সিধু নিজে থেকে গিয়ে চাকরির কথা এখনও বলতে পারেনি। এই রকম সময়ই ঘটনাটা ঘটল। ব্যানার্জিবাবু তো রোজ-রোজ কাজ দেখতে আসেন না। তাঁর হয়ে যিনি আসেন তাঁর নাম অধরচন্দ্র পাল। সেই অধরবাবুর গাড়ির ড্রাইভারের নাম গণেশ। গণেশ একদিন এসে সিধুকে ডাকল। বলল, "তুমি কি এখানে চাকরি করতে চাও? সেই জন্য রোজ এসে ঘুরঘুর করো?"

সিধু বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে বলতে পারিনি। শুনেছি, ব্যানার্জিসাহেব ইচ্ছে করলে চাকরি দিতে পারেন, কিন্তু তাঁকে বলতে সাহস হয় না।"

গণেশ হাতের তালুতে খইনি ডলতে-ডলতে বলল, "তুমি পালবাবুকে বলো। তবে একটা কথা, দুম করে বলে ফেললেই হবে না। পালবাবুর মন-মেজাজ বুঝে বলতে হবে।"

সিধুর কাছে এটাও একটা সমস্যা। সে কেমন করে এবং কীভাবে অচেনা একজন লোকের মন-মেজাজ বুঝবে? সিধু মনে-মনে হতাশ হয়ে একপাশে গিয়ে বসল। সামনে মস্ত বড় নদী। নৌকো করে লোক যাতায়াত করছে। নদী পারাপারের জন্য ভবিষ্যতে আর হয়তো নৌকোর দরকার হবে না। এই নদী থেকে তাদের বলাগড়ের বাড়ি প্রায় তিন কিলোমিটার। যাতায়াতে ছ' কিলোমিটার। কিন্তু এতটা পথ হেঁটে আসতে কিংবা ফিরে যেতে

তার তেমন কষ্ট হয় না। কলকাতায় যাওয়ার জন্য যে নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে, তার পাশেই ঘোড়াডাঙার মাঠ। সেই মাঠে রোজই বিকেলে দেড়-দু' ঘণ্টা ফুটবল খেলে সিধু। তার বড় সাধ ছিল, সে একদিন বড় খেলোয়াড় হবে। মনের মধ্যে স্বপ্নটা অনেক দিন থেকেই ছিল। কিন্তু সে বুঝে গেছে, এখানে তার মতো গরিবদের জন্য কোনও সুযোগ নেই। ফুটবল খেলে চাকরি পাওয়ার মতো খেলোয়াড়ও সে নয়। কারণ, সে কখনও কলকাতার বড় মাঠে খেলেনি, বড় ক্লাবে খেলেনি।

যদিও বলাগড়ের বেচুদা বলে, "হবে, হবে। ধৈর্য আর পরিশ্রম চাই। আজ ফুটবল জগতে দুনিয়া কাঁপানো নাম মারাদোনা। সেও কিন্তু গরিব ঘরের ছেলে। অনেক গরিব ঘরের ছেলেই দুনিয়ায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।"

ঘোড়াডাঙার মাঠে ফুটবল খেলতে-খেলতে সিধু কলকাতার বড় মাঠে খেলার স্বপ্ন দ্যাখে। যদিও সে জানে, বেচুদা যাই বলুক না কেন, তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

একদিন সে মাঠে খেলছিল। তখন দুপুরের রোদ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। রোদের তেজ কম। একটা বল শূন্যে উড়ে যাচ্ছিল। সিধু লাফিয়ে উঠে বলটাকে মাথা দিয়ে গোলের মুখে ফেলল। একটু পরে রোদ যখন আরও মলিন হয়ে এল, তখন খেলা থামিয়ে সিধু মাঠের মধ্যে বসে বুটের ফিতে খুলছিল। মাথা নিচু করা ছিল, তবুও সে বুঝল, কেউ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে মাথা তুলে দেখল, তার সামনে গণেশ। সিধু অবাক চোখে গণেশকে দেখতে গিয়ে দেখল, মাঠের ধারে একটা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে। সিধুর মনে হল, সাদা রঙের এই গাড়িটা করেই তো পালবাবু যাতায়াত করেন। সিধু গাড়ির দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে গণেশের দিকে তাকাল। গণেশ বলল, "তোমায় পালবাবু ডাকছেন। চটপট চলে এসো।"

পা থেকে আর বুট খোলা হল না। সে ভাবল, নিশ্চয়ই তার চাকরির কথাটা গণেশদা পালবাবুকে বলেছে। গণেশদাকে তো নিজের সব কথাই বলেছে সিধু। উঠে দাঁড়াবার আগে সিধু কৃতজ্ঞ চোখে গণেশের দিকে তাকাল। একটা চাকরির সম্ভাবনা তার মধ্যে যেন খুশির আতশবাজি জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে গিয়ে গাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াল। পালবাবু পা থেকে মাথা পর্যন্ত সিধুকে দেখলেন। তারপর বললেন, "তুমি তো বেশ ভালই খেলো হে। কাল সাইটে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। মনে থাকবে তো? আমি কিন্তু আগামী কাল বেলা বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত থাকব। ওই সময়ের মধ্যে তোমাকে যেতে হবে।"

পালবাবু ইঙ্গিত করতেই গাড়ি স্টার্ট দিল গণেশদা। শুধু যাওয়ার আগে সিধুকে গণেশ বলল, "একদম দেরি করবে না। বারোটা থেকে তিনটের মধ্যে।"

গাড়িটা চলে যাওয়ার দিকে সিধু অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তার মনের মধ্যে খুশি ছলকে-ছলকে উঠছিল, আবার থেকে-থেকে অনেক রকম সম্ভব-অসম্ভব কষ্টকল্পনাও তাকে হতাশ করছিল। বাড়িতে এসে কথাটা কাউকে বলল না। কিন্তু সে নিজে সারারাত ঘুমোতে পারল না। তার ভাবনার মধ্যে একটা নদী, একটা ব্রিজ, নানারকমের আওয়াজ, একটা সাদা গাড়ি, কেবলই ভেসে-ভেসে আসতে লাগল। মা'র ডাকে যখন চোখ মেলল, তখন বেলা হয়ে গেছে। মুখ ধুতে গিয়ে টের পেল, চোখে জল দিলে চোখ জ্বালা করছে। রাত্রে ঘুম না হলে তার এরকম হয়। বারোটা বেজে যখন দশ মিনিট হয়েছে তখন গণেশ লক্ষ করল, সিধু আসছে। সিধুকে নিয়ে গণেশ পালবাবুর ঘরে ঢুকতেই সিধু দেখল, ঘরের মধ্যে শুধু পালবাবু একা নন, ঘরের বড় চেয়ারটায় বসে আছেন ব্যানার্জিবাবু।

সিধু ঘরে ঢুকতেই পালবাবু বললেন, "স্যার, এই ছেলেটির কথা বলেছিলাম। এর নাম..." এই পর্যন্ত বলেই পালবাবু সিধুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কী যেন তোমার নাম?"

সিধু উত্তর দিল, "সিদ্ধেশ্বর কয়াল। সবাই 'সিধু' বলে ডাকে।"

ব্যানার্জিবাবু সিধুকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ফুটবল খেলো?"

সিধু মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

ব্যানার্জিবাবু বললেন, "কেমন খেলো? কোন পজিশনে খেলো?"

সিধু উত্তর দিল, "কেমন খেলি তা তো আমি জানি না। কেউ-কেউ বলে ভাল খেলি। আমি স্ট্রাইকার পজিশনে খেলি।"

পালবাবু বললেন, "আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে মিনিটদশেক ওর খেলা দেখেছি।"

ব্যানার্জিবাবু হাতের ইশারায় পালবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "দশ মিনিটে কিছু বোঝা যায় না।"

ব্যানার্জিবাবু নিজের মনেই কী যেন একটু ভাবতে লাগলেন। সিধু নিজে তখন ভাবতে আরম্ভ করেছে, পালবাবু কিংবা ব্যানার্জিবাবু কেউই তো তার চাকরির কথা কিছু বলছেন না। শুধু খেলার কথা জিজ্ঞেস করছেন। ওঁদের আসল উদ্দেশ্যটা সিধু বুঝতে পারছে না। একটু পরে ব্যানার্জিবাবু বললেন, "আমার আসল দেশ হচ্ছে শিলিগুড়ি। ওখানকার কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে প্রতি বছর এই সময় একটা বড় ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়। আমন্ত্রণমূলক খেলা। কলকাতার নামী কয়েকটা ক্লাব অন্য নামে ওই টুর্নামেন্টে খেলে। কাপটা আমার মায়ের নামে। গত দু' বছর ধরে ওই কাপটা চলে যাচ্ছে অন্য দলের কাছে। এ বছর এমন দিনে ফাইনাল খেলাটা পড়েছে, সেই দিনটা হল আমার মায়ের জন্মদিন। এই বছর ওই কাপটা উদ্ধার করে, অর্থাৎ জিতে আমি আমার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চাই।"

সিধু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। এবার মুখটা তুলে বলল, "স্যার, ফুটবল এগারোজনের খেলা। আমি একা কী করতে পারি?"

ব্যানার্জিবাবু বললেন, "জানি। পয়সা দিয়ে বড় ক্লাবের খেলোয়াড় ভাড়া করে এনে খেলাতে পারি। তাতে এবার কাপ জিতলেও সেই জেতায় শান্তি নেই। আমার নিজের একটা ফুটবল আকাদেমি আছে। আমি নানা জায়গা থেকে তোমার মতো বাইশজন ছেলেকে নিয়ে সেই আকাদেমিতে রোজ প্র্যাকটিস করাই। আমার দলে কেউ মোহনবাগান, কেউ ইস্টবেঙ্গল, কেউ মহীন্দ্রা অথবা জেসিটি নেই। আমার দল মানে ভারতবর্ষ। এমন একটা দল গড়ার স্বপ্ন আমার। তুমি রাজি থাকলে আজই আমার আকাদেমিতে চলে আসতে পার। তারপরের সব দায়িত্ব আমার।"

সিধু বলল, "আমি স্যার রাজি। কিন্তু বাড়িতে বাবাকে বলতে হবে।"

ব্যানার্জিবাবু সিধুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বলাবলির ব্যাপারটা আজই সেরে ফ্যালো। কারণ, হাতে সময় বেশি নেই। বড়জোর দু' মাস। একটা মজার ব্যাপার কী জানো? এ বছর বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা হবে ৯ জুলাই রবিবার রাত্রি সাড়ে এগারোটায়। ওই দিনই আমাদের ফাইনাল শুরু হবে বেলা তিনটেয়। আমি গাড়ি দিচ্ছি, তুমি গণেশের সঙ্গে গিয়ে এখনই বাবার মতামত নিয়ে এসো। লিখিত মতামত চাই। তোমার বাবা কী করেন?"

সিধু বলল, "বলাগড় বাজারে তরকারির দোকান আছে।"

বলাগড় একটা ছোট গ্রাম। অতএব এই খবরটা চাউর হতে দেরি হল না। যে ঘটনা নিয়ে বলাগড়ের সবাই বলাবলি করছে, তার পটভূমি হল এই রকম। কলকাতার ময়দানে অনেক খেলার মাঠ ছড়ানো। তারই একটা মাঠে সিধু প্রথম যেদিন গেল, সে দেখল, মাঠটা ঘেরা নয়। বলাগড়ে থাকতে শুনেছিল, কলকাতার বড় টিমগুলো ঘেরা মাঠে খেলে। মাঠের মধ্যে অনেক ছেলে আর্জেন্টিনার মতো ডোরাকাটা গেঞ্জি পরে বল নিয়ে ছোটাছুটি করছিল। ব্যানার্জিবাবুকে দেখে কেউ-কেউ এগিয়ে এল। কয়েকজন বয়স্ক লোকও ব্যানার্জিবাবুর কাছে দাঁড়িয়ে। ব্যানার্জিবাবু তাঁদের মধ্যে থেকে কালো হাফশার্ট আর কালো হাফপ্যান্ট পরা একজনকে বললেন, "এই ছেলেটির নাম সিধু। বলাগড় গ্রামের ছেলে। আমি দু'টো সূত্র থেকে ছেলেটা সম্পর্কে শুনেছি। ও একজন স্ট্রাইকার। আমাদের তো ওই পজিশনে আরও একজন দরকার। তুমি একটু ট্রাই করে দ্যাখো তো, ছেলেটাকে মাসদুয়েকের মধ্যে তৈরি করে আমাদের টুর্নামেন্টে খেলানো যায় কিনা।"

যাঁকে এই কথাগুলো বলা হল, তাঁর নাম সিধু জানে না। খেলার মাঠের রেফারির মতো চেহারা এবং পোশাক। কিন্তু একটু পরেই বুঝল, উনি তাদের প্রশিক্ষক। বলাগড়ের বেচুদার মতো। প্রথমে উনি বল এগিয়ে দিয়ে সিধুকে গোলে কিক করতে বললেন। গোলে ঢ্যাঙা মতন একটা ছেলে দাঁড়িয়ে। পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে কিক নিতে হবে। সিধুর প্রথম শটটা পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে গেল। সিধু গোলকিপারের বাঁ দিকের বার ঘেঁষে গোলে মারতে চেয়েছিল, কিন্তু বলটা গোলে ঢুকল না। দ্বিতীয়বার শট নেওয়ার জন্য বল বসাতে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষক, যাঁর ডাকনাম কালাদা, তিনি এসে সিধুকে বললেন, "ওহে ছোকরা, চোখের দৃষ্টিটা গোলের মধ্যে রাখো। এই পলাশ কিন্তু ভাল গোলকিপার। কলকাতার 'এ' ডিভিশনে খেলে। ওর দাঁড়ানোটা লক্ষ করো। ওকে বিট করতে পারলে একটা কাজের মতো কাজ হবে।"

সিধু মন দিয়ে কালাদার কথাগুলো শুনল। শট নিতে যাওয়ার আগে দেখল, গোলকিপার গোলের মাঝখানে দু' হাত দু' দিকে ছড়িয়ে বাজপাখির মতো গোল আগলাচ্ছে। সিধু পলাশের চোখের দিকে

তাকাল। তারপর গোলকিপারের ডান দিকে। ছোট্ট একটু দৌড়ে এসে শট নেওয়ার আগে ডান পায়ের বদলে বাঁ পা দিয়ে মাটিঘেঁষা শট নিতেই গোলকিপার পলাশের বাঁ দিক দিয়ে বলটা গোলে ঢুকে জালে জড়িয়ে গেল। পলাশ কিছু বুঝতেই পারল না। বলটা জালের ভিতর থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে সিধুকে কাছে ডেকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, "এই গোলটা খাওয়ার জন্য আমার কোনও দুঃখ নেই। কলকাতার মাঠের অনেক বড় গোলকিপারও এই বলটা ধরতে পারত না।"

সিধু তার প্রশিক্ষক কালাদার দিকে তাকাল। কালাদার মুখে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। এর পরই শুরু হল নিজেদের মধ্যে দল করে খেলা। সেই খেলায় সিধু নিজে কোনও গোল করতে পারল না বটে, কিন্তু তার দল যে দু'টি গোল করল, সেই দু'টি গোলই সিধুর জন্য।

মৌলালির কাছে একটা বাড়িতে সিধুর জায়গা হল। আসলে এটা এক ধরনের মেসবাড়ি। ব্যানার্জিবাবুই সব খরচ দেন। বাড়িটা তাঁর। সিধুকে নিয়ে মোট চব্বিশজন ছেলে থাকে। রোজই কলকাতার মাঠে প্র্যাকটিস। সকালে মাঠে এসে দৌড়নো। কিন্তু তার সম্পর্কে কালাদার মনোভাবটা বোঝা যাচ্ছে না। দিনপাঁচেক ওই দলবেঁধে খেলা আর প্র্যাকটিস করার পর পালবাবুর ড্রাইভার গণেশ বলল, "এবার তোমার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। কালাদা ব্যানার্জিবাবুকে বলেছেন, 'এ ছেলে কালো হিরে। ওর সারা শরীরে ফুটবল। দু' পায়ে জোরালো শট নিতে পারে। পজিশন জ্ঞান দুর্দান্ত। ওকে আরও একটু ঘষেমেজে তৈরি করে নিলে এই ছেলে একদিন কলকাতা কাঁপাবে।' "

বেচুদার কথা মনে পড়ল সিধুর। বেচুদা বলতেন, "ধৈর্য ধর, আর প্র্যাকটিস করে যা। তোকে ভাল কারও হাতে তুলে দিতে পারলে তুই অনেক বড় খেলোয়াড় হতে পারতিস। কিন্তু আমার কথা, আমার সুপারিশ কে মানবে? কে-ই বা শুনবে? আমি তো বড় খেলোয়াড় নই।"

রাত্রে অন্ধকার বিছানায় শুয়ে তার বেচুদার কথা মনে পড়ে। সে যখন ভোরবেলা এস এন ব্যানার্জি রোড দিয়ে ছুটতে-ছুটতে ময়দানের দিকে যায়, তখনও রাস্তায় বাস চলাচল শুরু হয়নি। ট্রামলাইন তখনও ফাঁকা। সে ছুটতে-ছুটতে ভাবে, এই সময় তার বাবা ঘুম থেকে উঠে মতিগঞ্জের বাজার থেকে পাইকারি দরে আনাজ কিনে আনেন। তারপর সেই তরকারি সাজিয়ে বসে যান বলাগড়ের বাজারে।

কালাদার সঙ্গে সিধুর সম্পর্কটা এখন অনেক সহজ হয়ে এসেছে। মাঝেমধ্যে তাদের মৌলালির মেসে এসে খেলার গল্প করেন। বড়-বড় খেলোয়াড়দের কথা বলেন। কখনও কখনও মজার কথাও বলেন। একদিন প্র্যাকটিসের পর ওদের সঙ্গেই মৌলালির মেসে চলে এলেন। শেষ দুপুর থেকেই মেঘ করেছিল। এখন ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি নামল। কালাদা বললেন, "যেভাবে বৃষ্টি নামল, তাতে বাড়ি যাব কেমন করে?"

সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সিধুও বলল, "আজ আমাদের সঙ্গেই থেকে যান কালাদা।"

কালাদা বিশেষ আপত্তি করলেন না। দোতলার জানলা দিয়ে দেখা গেল ক্রিক রো জলে ভাসছে। বাণেশ্বর, যে তাদের জন্য রান্না করে, সে বলল, "ধর্মতলার ট্রামলাইনের উপর এক বিঘত জল।" কালাদা বাড়িতে একটা ফোন করে দিয়ে এসে ওদের সঙ্গে গুছিয়ে বসলেন। নানারকম কথা হতে-হতে কালাদা বললেন, "এই বৃষ্টি দেখে একটা কথা মনে পড়ে গেল। তখন আমি কলকাতার একটা টিমে খেলি। আমাদের সময় ফুটবল খেলে আজকের মতো এত টাকা পাওয়া যেত না। তাই টাকার জন্য আমরা মাঝে-মাঝে খেপ খেলতাম। তেমনই একটা খেলা খেলতে কলকাতা থেকে আমরা পাঁচজন গেছি মুর্শিদাবাদের একটা গ্রামে। আমরা তো গেছি ফাইনাল খেলতে। বিপক্ষের দলও বাইরের ভাড়াকরা খেলোয়াড় এনেছে। পরপর তিন দিন ড্র। ওইখানে কোনও একস্ট্রা টাইম, ট্রাইব্রেকার, টস এইসব চলবে না। রোজই খেলতে গিয়ে দেখি, মাঠের পাশে দু'খানা ছাগল দড়ি দিয়ে বাঁধা। কেন বাঁধা, কার ছাগল আমরা কিছুই জানি না। চতুর্থ দিন সকাল থেকেই বৃষ্টি। তবুও খেলা হবে। মাঠে নামার আগে আমাদের দলের একজন কর্তাব্যক্তি ছাতা মাথায় দিয়ে এসে বললেন, "যদি ফাইনালে জিতাইতে পারেন তাইলে ওই ছাগলের মাংস দিয়া আইজ রাতে ভোজ দিমু। যদি হারেন, তাইলে আপনাগো পাঁচজনরে কাইটা এই মাঠে সমাধি দিয়া দিমু। অতএব, সাবধান।"

এমন কথা শোনাবার পর কেউ কি ভাল খেলতে পারে? এ যেন প্রাণের দায়ে খেলা। বিপক্ষের একজন খেলোয়াড় বলল, "দাদা, আমাদেরও একই অবস্থা। আমাদের জন্য এক জোড়া পাঁঠা ক্লাবঘরে রাখা আছে। তারা কাঁঠালপাতা খাচ্ছে। যদি হারি, তা হলে পাঁঠার নয়, আমাদের ছাল ছাড়িয়ে কাঁঠাল গাছে ঝুলিয়ে রাখবে।"

খেলা যখন আরম্ভ হল, তখনই মাঠে জল জমে গেছে। মাঠের বহু অংশেই বল জলের উপর ভাসছে। এ অবস্থায় খেলা হয় না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওরা কোনও নিয়মই মানতে চায় না। খেলা শুরু হল। বৃষ্টিরও জোর বাড়ল। আমি রেফারিকে বললাম, "এভাবে খেলা চলতে পারে?"

রেফারি করুণ মুখে বললেন, "চালাতেই হবে। খেলা বন্ধ করলে ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেন্ট আমাকে আর লাইন্সম্যান দু'জনকে সারারাত তাঁর গোয়ালে বেঁধে রেখে পেটাবেন। তার চাইতে বৃষ্টি ভেজা অনেক ভাল।"

হাফ-টাইমের পর দু' দিকের গোলের মধ্যে এবং বক্সের মধ্যেও থইথই জল। বল আর গড়াচ্ছে না। জলে ভাসছে। কোনও রকমে বুটের ডগা দিয়ে বল ঠেলছি। সেই সময় আমাদের একজন খেলোয়াড় ভাসমান বলটাকে বুটের চেটো দিয়ে গোলের মুখে ফেলল। আমি এগিয়ে গেলাম। বলটা জলের উপর ভাসছে। কিক করার উপায় নেই। আমি বলটাকে পায়ে নিয়ে গোলের দিকে যেতেই ঘটে গেল অদ্ভুত কাণ্ড। গোলকিপার দু' হাতে এক আঁজলা জল তুলে আমার চোখে দিতেই আমি হুমড়ি খেয়ে পাড়লাম।

তারপর এক অদ্ভুত দৃশ্য। আমি দেখি, আমি গোলের মধ্যে আর গোলকিপার গোলের বাইরে। আমাদের দু' জনের মধ্যে ভাসছে বলটা। আমি দু' হাতে জল টানি, যাতে বলটা গোলের দিকে আসে। আমার টানে বল একটু গোলের দিকে

বাংলায় কম্পিউটারের বই
কৌশিক দত্ত ও সোমা রায়চৌধুরীর
প্রাথমিক কম্পিউটার শিক্ষা ১২৫
ওয়ার্ড ১২৫ এক্সেল ১২৫
পাওয়ারপয়েন্ট ৮০ ইন্টারনেট ৭৫
কোরেল ড্র ১২৫ পেজমেকার ৭৫
অ্যাডোব ফটোশপ ১৫০
স্কুলের পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য অবশ্যপাঠ্য বই
সহজে শেখো কম্পিউটার
(১, ২, ৩, ৪)
অঞ্জলি প্রকাশনী
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, শপ ১৬ (দোতলা)
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
ফোন : ০৯৪৩৩৪২৮০৯১/০৯৪৩৩৪২৮০১৩
E-mail: anjaliprokashani@hotmail.com / @yahoo.co.in

আপ-টু-ডেট কুইজ অ্যান্ড জিকে
খান্না, ঘোষ, দত্ত। সপ্তম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত যে-কোনো পরিক্ষায় অপরিহার্য। ৭০
কিং কং
কিং কং-এর গল্প। সঙ্গে চলচ্চিত্রের রঙিন অ্যালবাম। উত্তম ঘোষ। দাম ৩০
ছোটদের সেরা সঞ্চয়ন
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০
ছোটদের রামকৃষ্ণ কথামৃত ২৫
দুই বাংলার একশো ভৌতিক গল্প
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ১০০টি সেরা ভূতের গল্প। ১০০
বেস্ট অফ আগাথা ক্রিস্টি
৩টি জনপ্রিয় উপন্যাস—মার্ডার ইন দ্য ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস, হিকোরি ডিকোরি ডক, মার্ডার ইন মেসোপটেমিয়া। দাম ৬০
সব সেরা ভূত-হাসি-রহস্য
একই বইয়ের মধ্যে ভূতের গল্প, হাসির গল্প এবং রহস্য গল্প। সম্পাদনা পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ১০০
সাহিত্য তীর্থ: ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলি-৭৩
Dial 2241 5903 for FREE Home Delivery in Kolkata

মাধ্যমিকে অঙ্কে লেটার মার্কস পেতে এই বই অবশ্যই পড়তে হবে
নবম-দশম
গণিত
অমিতাভ মিত্র
১৪০
এখন ইংরাজীতেও পাওয়া যাচ্ছে
SCHOOL MATHEMATICS
AMITAVA MITRA
140/-
New Book Syndicate
35 College Street, Kolkata 700 073 ✆: 2257 0754

আসে, অমনি গোলকিপার আমার মতো নিজের দিকে জল টানে। ব্যস, বল বক্সের দিকে যায়। একবার আমার দিকে, আর-একবার গোলকিপারের দিকে। এই রকম টানাটানি চলতে-চলতে আরও দু'জন খেলোয়াড় জল ভেঙে গোলের কাছে আসতে চাইছিল। তাদের পায়ের টানে জলের মধ্যে একটু আলোড়ন হতেই, বলটা যখন গোলের দিকে আসছিল তখন মরিয়া গোলকিপার যেন সাঁতার দেওয়ার ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটা ধরতে গিয়ে আমার মন্ডুটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে ভাবল, গোল বাঁচিয়ে দিয়েছে। রেফারি জল ভেঙে আগেই এসেছিলেন। এবার তিনি একটা লম্বা বাঁশি বাজিয়ে দিতেই সবাই বুঝল, গোল হয়ে গেছে। শুধু আমরা দু'জন বুঝলাম না। একজন আমি, আর-একজন গোলকিপার। আমাদের জন্য বরাদ্দ করা খাসি দু'টোও বুঝল, আজ তাদের মৃত্যু আসন্ন। তাই তারাও উচ্চস্বরে ডেকে উঠল বা কেঁদে উঠল। গোলকিপার আর আমি দু'জনেই পরস্পরের চোখে জল ছিটিয়ে দেওয়ার ফলে কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। গোলকিপার তার বন্ধ চোখে আমার মাথা হাতে লাগতেই বল ভেবে এমনভাবে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল যে, আমার আর কিছুই দেখার উপায় ছিল। পরে গোলকিপার বলেছিল, 'আপনার ন্যাড়া মাথাটাই আমাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। হাতের স্পর্শে বল ভেবে ন্যাড়া মাথাটা জাপটে ধরে হেরে গেলাম।'

সিধু এখন আর আগের মতো নয়। প্রথম-প্রথম সে খেলত ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। কলকাতা এবং বারাসাতে দু'টো বড় টিমের সঙ্গে প্রীতিফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। কালাদা বলতেন, 'ফুটবলে একবার ভুল করলেই সব শেষ হয়ে যায় না। নব্বই মিনিটের মধ্যে আরও অনেক সুযোগ তৈরি করা যায়। জার্মানি আর আর্জেন্তিনার বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্তিনা প্রথম দু' গোলে এগিয়ে থাকলেও, জার্মান দল দু'টো গোলই শোধ করে দেয়। কিন্তু তখনই জয়-পরাজয় ঠিক হয়ে যায় না। আর্জেন্তিনা পরে আর-একটা গোল করে বিশ্বকাপ জিতে নেয়। নব্বই মিনিটের লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে চাই সাহস, আত্মবিশ্বাস আর লড়াই করার ক্ষমতা। সিধুর লড়াই করার শক্তি আর মানসিকতাটাই সব। অতএব, ফাইট করো, ফাইট। ফাইট ফর এগজিস্টেন্টস, ফাইট ফর ভিকট্রি। বল পায়ে যখন গোলের দিকে দৌড়বে তখন মনে করবে, সামনের সব বাধা টপকে যাওয়াই তোমার কাজ। তোমার টার্গেট ওই গোল। জালের মধ্যে বল জড়িয়ে দিতে পারলেই তোমার দৌড় সার্থক। মারাদোনার সেই দৌড়টা কি মনে আছে? যেটা ফিফার বিচারে শতাব্দী সেরা। তোমার মনে নেই? তুমি তখন খুবই ছোট।"

আজ সেই নয় জুলাই। পৃথিবীর বাতাস কাঁপছে বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে। রাত জেগে টিভির সামনে বসে থাকছে অসংখ্য মানুষ। কিন্তু এই ক'দিন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে তেমন ভিড় না হলেও, নেহাত কম দর্শক ছিল না। পালবাবু বলছিলেন, রাত সাড়ে এগারোটায় সবাই টিভিতে বিশ্বকাপ দেখবে, কিন্তু বেলা তিনটেতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের ফাইনাল দেখতেও দর্শকদের অভাব হবে না। কারণ, প্রত্যেক বছরই এই খেলায় ভিড় হয়। বিশ্বকাপের খেলা রাত জেগে অনেকেই দেখেন। তারপর সবারই অফিস, দোকান নানারকম কাজ। কিন্তু নয় জুলাই যে রবিবার! সিধুরা যখন স্টেডিয়ামের ড্রেসিংরুমে বসে ড্রেস করছে, তখন কালাদা আর ব্যানার্জিবাবু ঘরে এলেন। কালাদা ব্যানার্জিবাবুকে বললেন, "আমার কথাই ঠিক। কলকাতা থেকে 'এ' ডিভিশনের পাঁচজন খেলোয়াড় এনেছে ইউনাইটেড স্পোর্টস। তার মধ্যে দু'জন বিদেশি।"

ব্যানার্জিবাবু বললেন, "ইচ্ছে করলে আমিও পারতাম। ভাড়া করা সৈন্য দিয়ে আমি যুদ্ধ জিততে চাই না। আমার ইন্ডিয়া আকাদেমি যেসব ছেলেদের নিয়ে গড়া, আমি তাদের মধ্য দিয়েই জয় পেতে চাই।"

ব্যানার্জিবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে কালাদা কী যেন ফিসফিস করে বললেন। ব্যানার্জিবাবু মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "তুমি কোচ। তুমি যা ভাল বুঝবে!"

বানার্জিবাবু চলে যেতেই কালাদা ঘরের সব খেলোয়াড়ের দিকে তাকালেন।

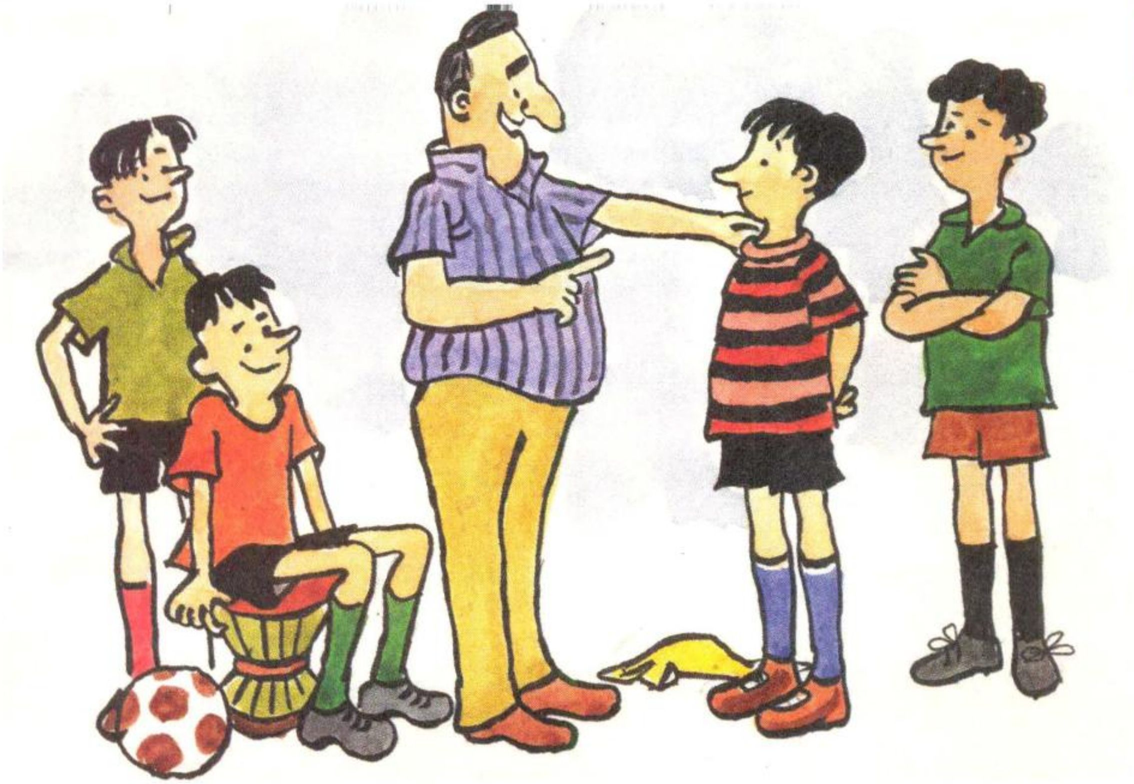

পরে সিধুকে ডেকে বললেন, "সিধু, তোকে ফার্স্ট হাফে নামাব না। তোকে নামতে হবে সেকেন্ড হাফে।"

সিধু যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার চোখ ফেটে জল এল। চোখে জল নিয়েই সে কালাদার দিকে তাকাল। কালাদা সিধুর পিঠে হাত রেখে বললেন, "এটা আমার স্ট্র্যাটেজি। আমি জানি ওদের টার্গেট তুই। তাই একটু দেখে নিতে চাই।"

সিধুদের দলের ক্যাপ্টেন তুষার বলল, "সিধুর জায়গায় কাকে নামাবে?"

কালাদা বললেন, "ওখানে মৈনাক খেলবে। কিছুক্ষণ খেলুক। পরে সিধু নামবে।"

অন্যদের সঙ্গে সিধুও মাঠে নেমে ওয়ার্মআপ করল। সে অবাক হয়ে দেখল, স্টেডিয়াম কানায়-কানায় পূর্ণ। যেন মিনি বিশ্বকাপের আসর বসেছে এখানে। সিধু এসে বসল রিজার্ভ বেঞ্চে। তার একপাশে কালাদা, অন্যপাশে পালবাবু। খেলা শুরু হতেই ইউনাইটেড স্পোর্টস তেড়েফুঁড়ে আক্রমণে এল। কালাদা বললেন, "ওরা এই রকম দৌড়ঝাঁপ করে আক্রমণে আসুক। দমটা খরচ করুক। তুই ওদের খেলার স্টাইলটা লক্ষ কর। ডিফেন্সের তিনজন ভাড়া করা। আগে খেলেনি। শুধু ফাইনালে খেলছে। কোনও বোঝাপড়া নেই। ফরোয়ার্ডের ওই লম্বা চুল ছেলেটার নাম জোসেফ। বাঁ পায়ে দারুণ শট নেয়। ডান পা কাজ করে না। সমীরকে বলেছি, জোসেফকে কড়া মার্কিংয়ে রাখতে। বাঁ পায়ে যেন বল না ধরতে পারে।"

সিধুদের আকাদেমি বারতিনেক আক্রমণে গেল। তার থেকে একটা গোল হতে পারত। মইদুলের বাড়ানো বলটা পায়ে ঠেকালেই গোল এসে যেত। কিন্তু মৈনাক সেই কাজটুকু করতে পারল না। পালবাবু বলে উঠলেন, "আপনার স্ট্র্যাটেজি বুঝি না মশাই। সিধু থাকলে এই গোলটা আমরা পেয়ে যেতাম।"

কালাদা বললেন, "উত্তেজিত হবেন না। খেলাটা গড়াতে দিন।"

পালবাবু গজগজ করতে-করতে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই ওই জোসেফ বক্সের মাথায় আকাদেমির স্টপারের মিস পাস থেকে একটা বল পেয়ে বিদ্যুৎগতিতে বাঁ পায়ে আচমকা শট নিয়ে একটা গোল করতেই ওদের দলের সমর্থকরা গ্যালারির উপর নাচতে আরম্ভ করল। পালবাবু বললেন, "এবার আপনার স্ট্র্যাটেজি ধুয়ে জল খান।"

কালাদা পালবাবুর কথার কোনও জবাব না দিয়ে নিজের হাতঘড়িটা দেখলেন। পরে বললেন, "এখনই হাফটাইম হবে। সিধু তুই তৈরি হ। তোকে গোল শোধ দিয়ে গোল করতে হবে। তুই আমার বাজির ঘোড়া। ওরা কেউ তোর খেলার টেকনিক জানে না। মৈনাক ওদের কাছে কোনও ফ্যাক্টরই ছিল না। প্রথমে ওকে খেলানোয় ওরা ভাবল মৈনাকই আমাদের এক নম্বর স্ট্রাইকার। হাফটাইমের পর তোকে দেখলে ভাববে মৈনাকের চাইতেও তুই খারাপ।"

সিধু অত স্ট্র্যাটেজি নিয়ে মাথা ঘামাল না। সে বুঝতে পারল, মৈনাকের পজিশন জ্ঞান দুর্বল। বলে যখন শট নেয় তখন কন্ট্রোল করতে পারে না বলে বল বারের অনেক উঁচু দিয়ে চলে যায়। ডিফেন্স থেকে তুষার যত বল বাড়িয়েছে, মৈনাক সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারেনি। হাফ-টাইমে দলের সঙ্গে সিধু নামল। ইউনাইটেড এক গোলে এগিয়ে। তারা কেউ আকাদেমির স্ট্রাইকার বদল হওয়া খেয়ালই করল না। ফলে তাদের মধ্যে কোনও বাড়তি সতর্কতা দেখা গেল না।

হাফ-টাইমের পর খেলা শুরু হওয়ার মিনিট তিনেকের মধ্যে সিধুর পায়ে কোনও বলই এল না। তুষার চেষ্টা করছে কিন্তু সিধুকে বল দিতে পারছে না। সিধু সবেমাত্র নেমেছে। তার বুক ভরা দম। সে নেমে এসে খেলতে লাগল। তুষার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ছোট্ট একটা পাসে সিধুকে বল ঠেলল। সিধু কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে আবার তুষারকে ব্যাকপাস করল। মইদুল বুঝতে পারল খেলাটা এখন কোন ছকে বাঁধতে চাইছে সিধু। সে খানিকটা নেমে সিধুর কোনাকুনি দাঁড়াল।

সিধুর ব্যাকপাস থেকে বল পেয়ে তুষার বলটা আবার ঠেলে দিল সিধুর দিকে। সিধু বল নিয়ে এগোচ্ছে। ওদের দু'জন ডিফেন্স সিধুর সামনে আসতেই সিধু চকিতে মইদুলকে বলটা ঠেলে দিয়ে ছিটকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। একেবারে ফাঁকা জায়গা। মইদুলের বুঝতে ভুল হল না। দু'জন ডিফেন্সের মাঝখান দিয়ে বল ঠেলল সিধুর দিকে। সিধু যেন তৈরিই ছিল। বাঁ পায়ে বলটা নিয়ে দিল একটা লম্বা দৌড়। পেনাল্টি বক্সের মাথায় একজন পা বাড়াল। সিধু ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে সেই বাধা টপকে বক্সের মধ্যে থেকে বাঁ পায়ে মাপা শট নিল। কাত করা বোতলের মুখ থেকে জ্বলন্ত হাউই যেমন করে ছুটে যায়, ঠিক তেমনভাবেই সিধুর পা থেকে বলটা ছুটে গোলপোস্টে কোনাকুনি ঢুকে গিয়ে জালে জড়িয়ে গেল।

কালাদা এবার পালবাবুকে বললেন, "আমার স্ট্র্যাটেজিটা এবার বুঝলেন? এমন গোল তো ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো।"

খেলা শেষ হওয়ার অনেক আগেই ইউনাইটেড যেন ফুরিয়ে গেল। প্রথম হাফে সে যেমন তেড়েফুঁড়ে শুরু করেছিল, দ্বিতীয়ার্ধে তারা যেন গুটিয়ে গেল। তুষার, পিনাকী, মইদুল আর সিধু, এরাই যেন মাঠের দখল নিয়ে নিল। সিধুর পায়ে বল দিল তুষার। সিধু বল নিয়ে দৌড়চ্ছে। একে-একে টপকে যাচ্ছে এক-একজনকে। দু'জন ধেয়ে এল সামনের দিকে। সিধুর মনে পড়ল কালাদার কথা, বেচুদার কথা। লড়াই চাই, লড়াই। লড়াই করে টিকে থাকতে হবে। ফুটবল খেলাও একটা লড়াই। এই লড়াই দিয়েই জিতে নিতে হবে সম্মান, এই লড়াই দিয়েই প্রমাণ করতে হবে, এই দেশের গরিব আর বঞ্চিত মানুষদেরও দেশকে কিছু দেওয়ার আছে। এই দেওয়াটাই স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। সারা গ্যালারি জুড়ে চিৎকার উঠছে। মাঠময় থরথর উত্তেজনা। ছেলেটা পারবে তো? সমস্ত চিৎকার ছাপিয়ে একটা কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে এল। গণেশদার গলা। গণেশদা বলছে, "আমাদের কালো চিতা, আমাদের গর্ব। সিধু এগিয়ে যাও। টপ গিয়ারে যাও।"

সিধু নিজের শরীরে ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আগুয়ান দুই ডিফেন্সকে দু' দিকে টাল খাইয়ে এগিয়ে ফাঁকা জায়গায় বল পায়ে নিয়ে দ্রুত একটা পাক খেয়ে বলটা ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে এমনভাবে ঠেলল যে, গোল ছেড়ে এগিয়ে আসা গোলকিপার যখন দেখল, বল ততক্ষণে গোল লাইন পেরিয়ে জালে জড়িয়ে গেছে। ওই ছোট্ট একটা পাক খাওয়াতেই গোলকিপার একদম বোকা বনে গেছে।

ব্যানার্জিবাবু ড্রেসিংরুমে এসে বললেন, "তোমাদের সবাইকে আমি পুরস্কার দেব। তোমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়ার দায়িত্বও আমার। এবার একটা সুখবর দিই। আর তিনমাস পর আমাদের আকাদেমি ফুটবল খেলতে ব্রাজিল আর পর্তুগাল যাবে। সরকারি অনুমোদন এবং ওদেশের সম্মতি পাওয়া গেছে। তখন 'ইন্ডিয়া আকাদেমি' খেলবে 'জুনিয়র ইন্ডিয়া' নামে।

সিধুর বুকের মধ্যে একটা আবেগ থমথমিয়ে উঠল। পেলে, জিকো, সক্রেটিসের দেশ ব্রাজিল। ইউসেবিও খেলেছেন পর্তুগালে। এই তিন মাস হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও কি ওদেশে ভাল খেলতে পারবে না? এই সময় মাকে দেখতে তার খুব ইচ্ছে করছিল। মনে হচ্ছিল, এখনই ছুটে গিয়ে মা'র হয়ে টিউবওয়েল পাম্প করে জল এনে দেয়। কলটা বড় শক্ত। মা'র খুব কষ্ট হয়। বাবার মাথা থেকে সবজির বস্তাটা একটু নামিয়ে দিতে পারলে বাবার কষ্ট কমে। লড়াই তো জীবন জুড়েই ছড়িয়ে আছে। সে মাঠে লড়াই করছে গোল করে জেতার জন্য। তার বাবা লড়াই করছেন শুধু দু' মুঠো ভাতের জন্য। কতশত মানুষ বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মেতে আছে। কিন্তু সবাই কি জেতে? তার বাবা কি জিতবেন? এই সময় তার চোয়াল দৃঢ় হয়। তার ষোলো বছরের শরীরটার মধ্যে রক্ত মোচড় দিয়ে ওঠে। সে মনে-মনে বলে, 'আমি নয়, আমার বাবা নন। আমাদের দেশটা জিতবে। যেদিন সেই জয় আসবে সেদিনই আমরা সবাই জানব, আমাদের সত্যিকারের জয় এসেছে। সেই জয়ের জন্যও লড়াই চাই। ফাইট, ফাইট ফর ভিকট্রি।'

সিধুর মধ্যে একটা প্রতিজ্ঞা দানা বাধতে থাকে।

ছবি: দেবাশিস দেব

আর ক'দিন পরেই জার্মানিতে বসছে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর। সারা পৃথিবীর অসংখ্য ফুটবলপ্রেমী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন ওই দিনগুলোর জন্য। এবারের কুইজ় বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়েই।

কুইজ়

১. ২০০৬ বিশ্বকাপ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে কোন স্টেডিয়ামে?

২. বিশ্বকাপের প্রথম 'গোল্ডেন গোল'-টি কে করেছিলেন?

৩. গোলিও সিক্স ছাড়াও এ-বারের বিশ্বকাপের আরও একটি ম্যাসকট হল কথা-বলা একটি ফুটবল। কী নাম এর?

৪. পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমে বিশ্বকাপে প্রথম গোল করেছিলেন কোন খেলোয়াড়?

৫. অ্যাঙ্গোলা, ইউক্রেন, ঘানা, টোগো, ত্রিনিদাদ আর টোবাগো—এবারের বিশ্বকাপের কথা মাথায় রাখলে এই দেশগুলোর মধ্যে মিল কোথায়?

৬. দু'বছরের নির্বাসন ভেঙে ফিরে এসে ১৯৮২-র বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন কোন বিখ্যাত ফুটবলার?

৭. ১৯৯০-এর বিশ্বকাপে চেকোস্লোভাকিয়ার টমাস শুরাভি তাঁর দলের হয়ে পাঁচটি গোল করেছিলেন। এই পাঁচটি গোলের মধ্যে মিল কোথায়?

৮. ২০১০ সালে পরবর্তী বিশ্বকাপের আসর বসবে কোথায়?

অভিজিৎ সুকুল,
তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

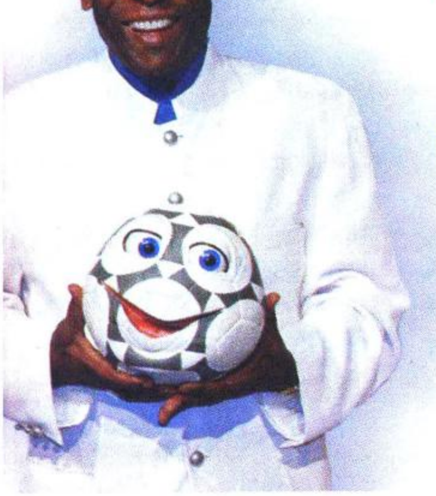

গত সংখ্যার উত্তর

১. বার্বি।
২. টেডি বিয়ার।
৩. দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
৪. রাজ্জানে।
৫. জি আই জো।
৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭. উলফগ্যাং আমাদিউস মোৎজ়ার্ট।
৮. ভেন্ট্রিলোকুইস্ট।

জবাব চাই

১. ১৯৯৮ বিশ্বকাপে আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে খেলায় ইংল্যান্ডের কোন বিখ্যাত ফুটবলার লাল কার্ড দেখেছিলেন?

২. সবচেয়ে বেশিবার বিশ্বকাপ ফুটবল জিতেছে কোন দেশ?

৩. কোন বিখ্যাত ফুটবলারের আত্মজীবনীর নাম 'মাই লাইফ অ্যান্ড দ্য বিউটিফুল গেম'?

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২. স্টিভ হার্মিসন।
৩. প্রত্যেকেই 'জটায়ু' চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

সঠিক উত্তরদাতা

অপরূপ আইচ, রিষড়া বাণীভারতী হাই স্কুল রিষড়া, হুগলি; **অঞ্জনকুমার দাস,** একাদশ শ্রেণি, বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ, মেদিনীপুর; **ঋতম মেহেরা,** অষ্টম শ্রেণি, বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়; **ময়ূখ ভট্টাচার্য,** ষষ্ঠ শ্রেণি, উত্তরপাড়া চিলড্রেনস ওন হোম, হুগলি; **পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়,** দশম শ্রেণি, রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম ; **অরূপ দত্ত,** ছোটনীলপুর, পশ্চিম পাড়া, বর্ধমান; **সত্যেন্দ্র মণ্ডল,** অষ্টম শ্রেণি, রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম; **রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়,** অষ্টম শ্রেণি, রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম; **স্নেহাংশু দাঁ,** অষ্টম শ্রেণি, বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম।

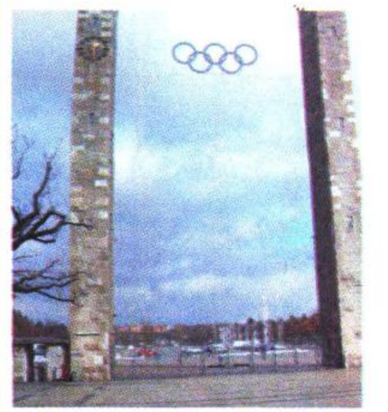

ই-মেল-এ যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছে:

অয়ন সেনগুপ্ত, নবম শ্রেণি, পূর্ব বারাসাত আদর্শ বিদ্যাপীঠ (হায়ার সেকেন্ডারি), কালিকাপুর, বারাসাত, কলকাতা; **চৈতালি রায়,** নবম শ্রেণি, নিউ বারাকপুর কলোনি গার্লস হাই স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা; **জয় ভৌমিক,** নবম শ্রেণি, দ্য সেন্ট্রাল মডার্ন স্কুল, ঘোলা কাজিপাড়া, বারাসাত, কলকাতা।

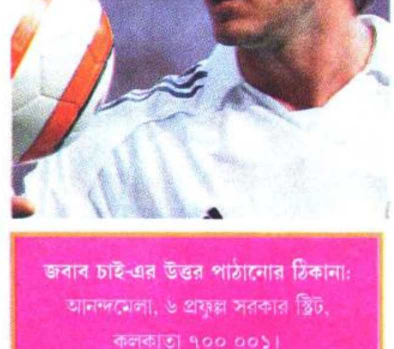

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল
anandamela@abpmail.com

হাতিডোবায় হাড্ডাহাড্ডি

তৃষিত বর্মন

বন্ধ দরজায় টোকা পড়তেই কাছাকাছি বসে থাকা সান্টু হুড়কোটা খুলে দিল। বাইরে অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেছে। ক্লাবের সদস্যরা সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখল, প্রায় আট ফুট লম্বা একটা লোক, যার মাথাটা চোখেই পড়ছে না, দরজার বাইরে সটান দাঁড়িয়ে।

দু'টো লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। নেমে দাঁড়াতেই বোঝা গেল, পাঁচ আটের বেশি হবে না। চৈত্রের শেষে তার গায়ে কালো চাদর কেন সেটাই শুধু বুঝতে পারল না সান্টু।

লোকটা সামান্য ঝুঁকে বলল, "এটাই তো ভট্টনগর স্পোর্টিং ক্লাব? ভিতরে আসতে পারি?"

ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক লোকেন ঘোষ আড্ডার মধ্যমণি। কালো রঙের উপর পেটানো স্বাস্থ্য। বয়স মধ্যচল্লিশ। এক সময় এ অঞ্চলের ডাকসাইটে ফুটবলার ছিলেন। সংসার করতে হয় বলে করা। নচেৎ ফুটবল-পাগল এই সমস্ত ছেলেদের নিয়ে ক্লাবই তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

লোকেন ঘোষ ঘাড় নাড়তে লোকটা ভিতরে ঢুকে এল। লাঠি দু'টো আর চাদরটা একপাশে রেখে বলল, "আজ্ঞে, আমি হাতিডোবার সা-মশাইয়ের কাছ থেকে আসছি। একখান চিঠি ছিল।"

সব ছেলেই অল্পবিস্তর উৎকণ্ঠিত। ফুটবল ছেড়ে লোকেন ঘোষ নস্যি ধরেছেন। তারই সামান্য নাকে ছুঁইয়ে বললেন, "কই, দেখি?"

খাটো ধুতির উপর আধময়লা ফতুয়া। তার পকেট থেকে একটা হাতচিঠি বের করে লোকটা লোকেন ঘোষের হাতে

গল্প

দিয়ে বলল, "সা-মশাই জবাব সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

লাঠি, চাদর, ভাবভঙ্গি, সব মিলিয়ে লোকটা ভারী অদ্ভুত ধরনের। তার উপর লক্ষ করল, চিঠিটা দেওয়ার পর লোকটার মুখে যেন চাপা একটা হাসি। কী লেখা আছে ওই চিঠিতে?

অভয়, বিপুল, ভোম্বল অনেকেই ঝুঁকে পড়েছিল। লোকেন ঘোষ বললেন, "আমি জোরে-জোরে পড়ছি, সবাই শোন।

"মাননীয় শ্রী লোকেন ঘোষ মহাশয় সমীপেষু,

সম্পাদক, দিয়েগো স্পোর্টিং ক্লাব,

ভট্টনগর, হুগলি।

প্রথমেই বলে রাখি, আপনার মতো আমিও ফুটবলঅন্ত প্রাণ। ফুটবলে দলগতভাবে 'খেপ খেলায়' আপনার ক্লাবের সুখ্যাতি আমি বিশ ক্রোশ দূরে বসেই পেয়েছি।

ধারালো তরবারি দিয়ে কচুগাছ কাটায় তরবারির মর্যাদা বাড়ে না। যতক্ষণ না সে সঠিক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়।

আগামী মাসে কেষ্টপুরে 'সারা বাংলা ফুটবল প্রোতিযোগিতা'। এখানে চ্যাম্পিয়ন হতে পারা বিশেষ মর্যাদার ব্যাপার। আমার একান্ত ইচ্ছে, আপনার ছেলেরা এই টুর্নামেন্টে আমার 'হাতিডোবা ইলেভেন'-এর নামে খেলুক।

আপনার সাধের অস্ত্রগুলোয় মরচে ধরছে কিনা একবার যাচাই করবেন নাকি? চুক্তির সব শর্তই আমি মানতে প্রস্তুত। পরিশেষে জানাই, চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে প্রতিটি খেলোয়াড়কে প্রাপ্য অর্থ ছাড়াও দু' কাঠা করে জমি দেওয়া হবে আমার এলাকায়। রাজি থাকলে বাকি আলোচনা সাক্ষাতে।

ভবদীয়

দুর্যোধন সা

হাতিডোবা, হুগলি

চিঠিটা নিয়ে কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইলেন লোকেন ঘোষ। সকলেই চুপচাপ। যেন আচমকা সুনামির দাপটে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে লোকেন ঘোষ সামনে বসে থাকা লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী বাপু?"

"আজ্ঞে, ষষ্ঠীচরণ। সা-মশাইয়ের খাস লোক।"

"তুমি এক কাজ করো ষষ্ঠী। লোকেন ঘোষ বললেন, এখানে তো ব্যবস্থা নেই। ভট্টনগর বাজার থেকে তুমি বরং চা-টা খেয়ে এসো। আমরা নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে নিই।"

ষষ্ঠীচরণ উঠে পড়ল, "সেই ভাল বাবু! আমারও চায়ের নেশা লেগেছে। লাঠি আর চাদরটা রইল, একটু দেখবেন।"

॥ ২ ॥

ষষ্ঠীচরণ বেরিয়ে যেতে না-যেতেই গোলমুখে ফ্লাইং হেড করার ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। দিয়েগো স্পোর্টিংয়ের সেন্টার ফরোয়ার্ড। প্রতি ম্যাচে দু'-একটা গোল করা ওর কাছে জলভাত।

রীতিমতো আক্রমণাত্মক মেজাজে রানা বলল, "লোকটার সাহস একবার দেখেছেন লোকেনদা? বলে কিনা, ধারালো তরোয়াল দিয়ে আমরা কচুগাছ কাটছি?"

অভয় উইঙ্গারে খেলে। সুরজিৎ সেনগুপ্তর মতো বাতাসে বাঁক খাওয়ানো সেন্টারে ওস্তাদ। বলল, "আমার তো এখনই ইচ্ছে করছে, লোকটার মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে আসি। হুগলি জেলার তামাম ক্লাব দিয়েগোকে ডরায়। আর ইনি কোথাকার কে, হরিদাস পাল, বলেন কিনা অস্ত্রগুলোয় মরচে পড়ে গেছে?"

ভোম্বল ক্লাবের ট্রেজারার। ঠান্ডা মাথার ছেলে। ক্লাব অনেক দিন ভাল খেপ খেলার বরাত না পাওয়ায় টাকাপয়সার টানাটানি চলছে। মফস্‌সলে শুধু চাঁদার টাকায় এত বড় ক্লাব চলে?

ফলে সরাসরি ও আসল প্রসঙ্গে পৌঁছে গেল। জিজ্ঞেস করল, "এ কোন দুর্যোধন লোকেনদা? যিনি একটা ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলে অনায়াসে চব্বিশ কাঠা জমি দান করে দিতে পারেন? মহাভারতের দুর্যোধন তো পাণ্ডবদের এক ছটাক জমিও বিনাযুদ্ধে দেয়নি?"

লোকেন ঘোষ ভারিক্কি গলায় বললেন, "লোকটা যে-ই হোক, অসম্ভব ধুরন্ধর। মানুষের সাইকোলজিটা ভাল বোঝেন। ইচ্ছে করেই আমাদের ইগো নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। জানেন, লেজে পা পড়লেই আমরা ওঁর চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করব।"

"কিন্তু দু' কাঠা করে জমির ব্যাপারটা?" রানা বলল, "প্রস্তাবটা কীরকম ভ্যাবাচাকা লাগছে না লোকেনদা?"

ফের নাকে নস্যি ছোঁয়ালেন লোকেন ঘোষ, "তোর ভ্যাবচাকা লাগছে কেন? সে যুগ বা এ যুগ, যে যুগই ধরিস না কেন, ব্যাপারটা তো হরেদরে একই। মহাভারতের কালে পাণ্ডবদের লড়ে নিতে হয়েছিল। একালেও তাই। লড়ে চ্যাম্পিয়ন না হলে তো তুই জমি পাচ্ছিস না? মোদ্দা কথাটা তা হলে কী দাঁড়াল? দুর্যোধনরা সব কালেই এক এবং অদ্বিতীয়। এখন চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করবি কিনা, ভেবে দ্যাখ।"

সকলেই হইহই করে প্রতিবাদ জানাল, "আপনি কী বলছেন লোকেনদা? দিয়েগো ক্লাবের এত বড় অপমান আমরা সহ্য করে নেব? স্বয়ং মারাদোনার আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে আছে। ওঁর নামে আমাদের ক্লাবের নাম। আপনি দুর্যোধনকে লিখে দিন, ভট্টনগরের পাণ্ডবরা তাঁর চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করছে।"

ছেলেরা ঝিমিয়ে পড়েনি দেখে মনে-মনে খুশি হলেন লোকেন ঘোষ। বললেন, "তা হলে ক্লাবের প্যাডটা দে। দু' কলম লিখে দিই। এর মধ্যে আমি আর ভোম্বল একবার হাতিডোবা গিয়ে বাকি কথা বলে আসব। তোরা কিন্তু কাল থেকে দু' বেলা প্র্যাকটিস শুরু করে দে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই চা খেয়ে ফিরে এল ষষ্ঠীচরণ। চিঠিটা ওর হাতে দিয়ে লোকেন ঘোষ বললেন, "যা লিখবার, এই চিঠিতে সব লিখে দিয়েছি। সা-মশাইকে বোলো, বাকি কথা সাক্ষাতে হবে।"

চিঠিটা সযত্নে পকেটে পুরে ঘরের কোণ থেকে চাদর আর লাঠি দু'টো তুলে নিল ষষ্ঠীচরণ। পিছন থেকে লোকেন ঘোষ ফের জিজ্ঞেস করলেন, "ষষ্ঠী, এখান থেকে হাতিডোবা তো বললে বিশ ক্রোশ পথ। এই অন্ধকারে যাবে কীভাবে?"

ষষ্ঠীচরণ মুচকি হাসল। তারপর হাতের লাঠি দু'টো দেখিয়ে বলল, "আমার এই বাড়তি পা দু'টো আছে কিনা? ও বিশ ক্রোশ রাস্তা আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব। আমাদের হাতিডোবা গ্রামের সকলেই

তো....।" বলতে- বলতে হঠাৎই থেমে গেল সে। পরক্ষণে নিজেই হুড়কো খুলে দ্রুত অন্ধকারে মিশে গেল।

॥ ৩ ॥

স্টেশনের বাইরে পাকুড়গাছের ছায়ায় তিনটে ছইঢাকা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। নীচে পুরু খড়ের গদি। অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য সা-মশাই তাঁর খাস লোক ষষ্ঠীচরণকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দেখেশুনে ভোম্বল বলল, "খাসা ব্যবস্থা লোকেনদা। কে বলবে দিয়েগো স্পোর্টিং সবচেয়ে দামি আর চ্যালেঞ্জিং টুর্নামেন্টটা খেলতে চলেছে।"

ছ'টা গোরুর গায়েই রংবেরঙের জামা পরানো। গলায় পুঁতির মালা। বিপুলটা ভয়ানক ফাজিল। বলল, "জানিস তো রানা, এটাই বোধ হয় হাতিডোবা ইলেভেনের জার্সি। সা-মশাই গোরুগুলোর গায়ে পরিয়ে কি টিম স্পিরিট তৈরি করছেন নাকি?"

অন্তু ফোড়ন কাটল, "ষষ্ঠীচরণ তো আমাদের টিমের লোকাল ম্যানেজার। তা হলে ওর গায়ে জার্সি নেই কেন? নাকি, এটা ভগবতী স্পেশ্যাল।"

দু' পাশে দিগন্ত জোড়া সবুজ ধানখেত। মাঝখানে সাদা সিঁথির মতো মেঠো পথ। পড়ন্ত রোদে সেই মেঠো পথ ধরে তিনটে গোরুর গাড়ি হেলতেদুলতে চলল হাতিডোবার দিকে।

ঐঐঐএদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে অভয় বলে উঠল, "সত্যি, গোরুর গাড়িতে চেপে ফুটবল ম্যাচ খেলতে আগে কখনও যাইনি। কী রে রানা, তোর কোনও ফিলিংস হচ্ছে না?"

বিপুল অন্তুকে কনুইয়ের একটা খোঁচা মেরে ফের লেগপুল করল রানার, "ও কি আর আমাদের মধ্যে আছে রে অভয়? রানার মন এখন জার্মানিতে, বিশ্বকাপের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

অভয় ফুট কাটল, "কীরকম? একটু খুলে বল, শুনি?"

বিপুল উৎসাহ পেয়ে বলল, "কাগজ পড়িসনি, ইংল্যান্ডের সেন্টার ফরোয়ার্ড রুনির পায়ের হাড় ভেঙেছে? বেচারা এ বারের বিশ্বকাপে আর খেলতে পারবে না?"

"তাতে কী হল?" অন্তু হাসিহাসি মুখে জিজ্ঞেস করল।

বিপুল রানার পায়ের সঙ্গে নিজের দূরত্বটা মেপে নিয়ে বলে উঠল, "তার বদলে আমাদের রানা যাচ্ছে। বাকিংহাম প্যালেস থেকে ডাক এল বলে! আর দু'জনের নামেও কী মিল দেখেছিস? কাগজে হেডিংটাও হেভি জমবে—রুনির বদলে রানা।"

সবাই এত জোরে হেসে উঠল যে, গাড়ির গোরু দু'টো চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মাথা দোলাতে লাগল। অন্তুর যা কাজ! ফোড়ন কেটে বলল, "দেখেছিস তো, ওরাও তোর প্রস্তাব সমর্থন করছে।"

ছইয়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে ছিল রানা। চকিতে সোজা হয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, "এমন কষে শট মারব না, দু'টোই ছিটকে গিয়ে ধানখেতে পড়বি। মজা হচ্ছে? আমি চলে গেলে গোলটা কে করবে শুনি? তোরা?"

দিয়েগো স্পোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে কথাটা দু'শো ভাগ সত্যি। অভয় আর অন্তু দু'জনেই স্পিকটি নট। কেষ্টপুরে টিম চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলে সা-মশাইয়ের কাছে ক্লাবের মাথা তো হেঁট হবেই, এত বড় দাঁওটাও ফসকে যাবে।

পিছনের গাড়ি থেকে গলা তুলল ভোম্বল, "কী নিজেদের মধ্যে ক্যাচাল শুরু করলি? অ্যাই মানিক, এই সিচুয়েশনে একটা জমাটি গান ধরতে পারছিস না?"

মানিক টিমের সর্বকনিষ্ঠ। এই বয়সেই ওর খেলা এবং গানের জন্য ও সবারই প্রিয়। বলল, "এই সময় তো একটা গানই জমে ভোম্বলদা। বলে গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করল মানিক, 'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল..., জীবনে মরণে পায়ে পায়ে আছ ফুটবল....।' "

তিনটে গাড়ি থেকে সবাই গলা মেলাতেই ব্যাপারটা দারুণ জমে গেল। শুনতে-শুনতে লোকেন ঘোষের মনে হল, রাস্তার দু'পাশের বিস্তীর্ণ ধানগাছগুলোও যেন বাতাসে মাথা দুলিয়ে তারিফ জানাচ্ছে।

আধঘণ্টার মধ্যেই হাতিডোবা। দিনমণি ততক্ষণে অস্তাচলে। শুধু পশ্চিম আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে তাঁর রঙিন পদচিহ্ন।

পিছনে মুষ্টিবদ্ধ দু'টো হাত। ধুতির উপর নকশাদার পিরান পরে দেউড়ির সামনে ঘনঘন পায়চারি করছিলেন দুর্যোধন সা। ছেলেদের নিয়ে লোকেন ঘোষকে নামতে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, "সরকার জমিদারি কেড়ে নিয়েছে। তা না হলে স্টেশনে দু' ঘোড়ার ফিটন পাঠাতুম। তা পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো ঘোষমশাই?"

দু' ফুটের উপর লম্বা বৃষস্কন্ধ দুর্যোধন সা-কে দেখে বিপুলের কেন জানি জার্মানির গোলকিপার অলিভার কানের কথা মনে পড়ে গেল। গায়ের রংটা শুধু কালো, এই যা।

ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে আরও দু'টো লোক গাড়ি থেকে ব্যাগট্যাগগুলো নামিয়ে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিল। যতই খড়ের গদি থাকুক না কেন, চার ক্রোশ পথ গোরুর গাড়িতে আসার অভ্যেস কারও নেই। ছেলেরা তাই নেমে হাত-পাগুলো একটু ছাড়িয়ে নিচ্ছিল।

অনেকটা ছড়ানো দু' মহলা বাড়ি। সেদিকে হাঁটতে-হাঁটতে সা-মশাই লোকেন ঘোষকে ফের বললেন, "যখন যা দরকার ষষ্ঠীকে বলবেন। কোনও সংকোচ করবেন না। আজ থেকে আগামী পনেরো দিন আপনারা সবাই হাতিডোবায় বিশিষ্ট অতিথি। আপনারা এখন বিশ্রাম করুন। সন্ধে-আহ্নিক সেরে ঘণ্টাখানেক পরে আমি ছেলেদের সঙ্গে আলেচনায় বসব।"

॥ ৪ ॥

জম্পেশ চা-জলখাবারের পর যে যার মতো তাস-লুডো নিয়ে বসে পড়েছিল। ঠিক ঘণ্টাখানেকের মাথায় ষষ্ঠীচরণ এসে খবর দিল, সা-মশাই সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

বিশাল ঘর জুড়ে ফরাস পাতা। গোটা দেওয়ালে বড়-বড় অয়েল পেন্টিং। একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসে ছিলেন দুর্যোধন সা। পাশের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে লোকেন ঘোষকে বললেন, "আপনি ক্লাবের সেক্রেটারি। এখানে এসে বসুন।"

সা-মশাইয়ের কপালে রক্তচন্দনের তিলক। গায়ে সাদা ধবধবে উড়ুনি। মিশমিশে কালো রঙে ভারী খোলতাই দেখাচ্ছে।

আলবোলার নলটা ষষ্ঠীচরণ হাতে ধরিয়ে দিতে দু'টো টান দিয়ে দুর্যোধন সা বললেন, "কেষ্টপুরের এই টুর্নামেন্টটা শুধু আমার নয়, সমস্ত হাতিডোবার মানুষের কাছে মর্যাদার প্রশ্ন। হেরে গেলে আমার মাথা যেমন হেঁট হবে, তেমনই

আপনাদেরও।"

"যুদ্ধে কিংবা শিকারে যাওয়ার আগে অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করাই নিয়ম। আমার নিজস্ব একটা ফুটবল টিম আছে। যাদের ভরসায় এত বড় একটা সম্মানের লড়াইয়ে নামতে চলেছি, তাদের সঠিক ক্ষমতাটা একবার সচক্ষে যাচাই করা দরকার।"

রানা উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, "তার মানে? আমাদের ট্রায়াল ম্যাচ খেলতে হবে? এরকম তো কথা ছিল না?"

সা-মশাই ঠান্ডা চোখে রানার দিকে তাকালেন। সেই হাড় হিম করা দৃষ্টির সামনে রানার মতো রগচটা ছেলেও যেন কুঁকড়ে গেল। বললেন, "শুনেছি, তুমি নাকি গোল করতে খুব ওস্তাদ। সেটা কতটা ধারালো একবার নিজের চোখে দেখি?"

তারপর লোকেন ঘোষের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কাল সকাল সাতটায় হাতিডোবা ইলেভেনের সঙ্গে আপনার টিমের ট্রায়াল ম্যাচ। বড় ম্যাচের আগে একটু গা ঘামানো, এই আরকি!"

ঘরে ফিরে এসে লোকেন ঘোষ ছেলেদের বললেন, "কাল ট্রায়াল ম্যাচটাকে তোরা হাল্কাভাবে নিস না। লোকাল ছেলেরা যেনতেন প্রকারে নিজেদের প্রমাণ করতে চাইবে। শুধু ইনজুরিটা বাঁচিয়ে খেলবি।"

পরদিন সকালে কোন মন্ত্রবলে কে জানে, মাঠের চারপাশে লোকজন গিজগিজ করছে। হয়তো সা-মশাইয়ের নির্দেশেই চাষবাস ছেড়ে তারা সাতসকালেই মাঠে হাজির। স্বচক্ষে দেখে নিতে চায়, কাদের উপর হাতিডোবার ইজ্জত রাখার দায়িত্ব।

খেলা শুরুর পর মিনিটদশেক খুব লাফালাফি করল হাতিডোবার ছেলেরা। বাকি কুড়ি মিনিটে একটা-একটা করে দশ-দশটা গোল করল দিয়েগো স্পোর্টিং। রানা কাল সন্ধে থেকেই রাগে ফুঁসছিল। ও ডাব্‌ল হ্যাটট্রিক করল। বাকি দু'টো অভয় আর বিপুল-অন্তু একটা-একটা করে।

গোলপোস্টের পাশে একটা চেয়ারে বসে খেলা দেখছিলেন দুর্যোধন সা। ঘামে ভেজা জার্সিটা ঘোরাতে-ঘোরাতে রানা সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, "কীরকম

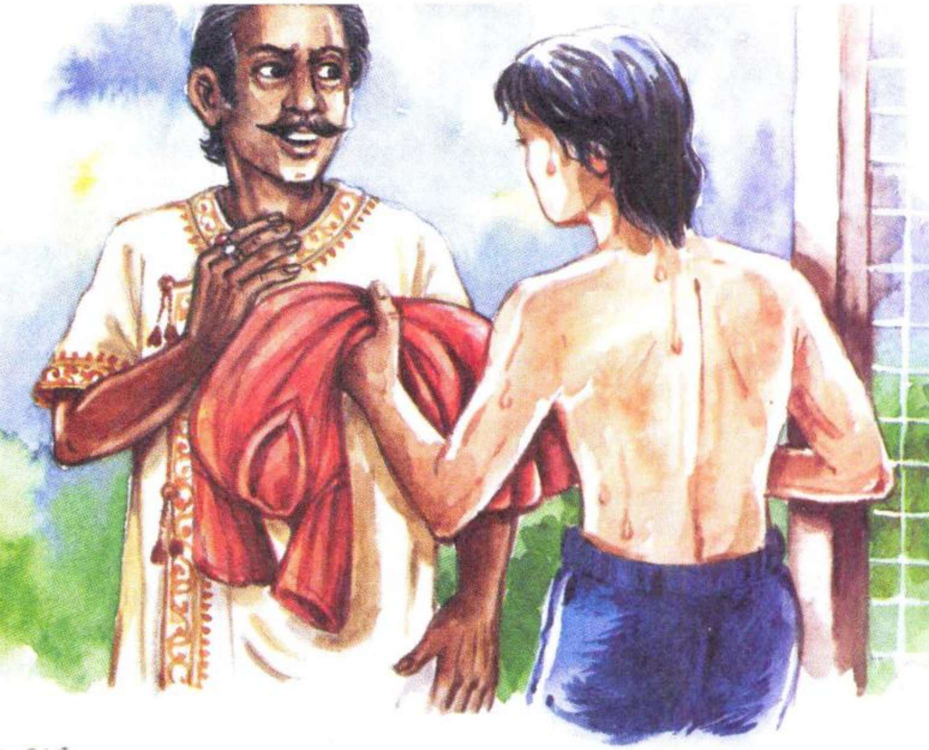

দেখলেন? ধারালো না মরচে ধরে গেছে? ইচ্ছে ছিল, সবাইকে একটা করে গুনে দেব। আধঘণ্টার খেলা তো, একটা গোল কম পড়ে গেল।"

সা-মশাই মিটিমিটি হাসছিলেন। বললেন, "ষষ্ঠীকে বলেছি, দু'টো খাসি কাটতে। দেখব, কত মাংস খেতে পার। তোমার বয়সে একটা আস্ত পাঁঠা আমি একলাই খেয়েছি।"

দুপুরে চর্ব্যচোষ্য ভূরিভোজনের পর সামান্য দিবা নিদ্রা। বিকেলে সবাই গ্রাম দেখতে বেরোল। ধানখেতের বুক-চেরা পথ। হাঁটতে-হাঁটতে বিপুল বলল, "হ্যাঁ রে রানা, যা দেখছি, এখানে সবই তো চাষের জমি। হাতিডোবায় দু' কাঠা চাষের জমি নিয়ে আমরা কী করব?"

সশব্দে নাক ঝাড়লেন লোকেন ঘোষ। বললেন, "তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, ফাইনাল ম্যাচটা জিতে গেছিস? ওভার কনফিডেন্স একেবারেই ভাল নয় বিপুল। এসব টুর্নামেন্টে সব টিমই 'হায়ার' প্লেয়ার খেলায়। আর দেখেছিস তো, টাকার জন্যে কলকাতার বড়-বড় প্লেয়ার কোথায় না কোথায় ছোটে? কোনও টিমের হয়ে এখানেও যে খেলবে না, তার কী মানে আছে?"

সন্ধেবেলা ফের সবাইকে ডেকে পাঠালেন সা-মশাই। বললেন, "একটা খারাপ খবর আছে। সকালে ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে থেকে রাঘব সেনাপতির কিছু লোক ট্রায়াল ম্যাচটা দেখে গেছে।"

"এই রাঘব সেনাপতি কে?" লোকেন ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন।

"ওই ছুঁচোটাই তো কেলেঘাটা ইউনিয়ন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। দুর্যোধন সা মুখটা বিকৃত করলেন। হাতিডোবার সঙ্গে কেলেঘাটার তিন পুরুষের বিবাদ। আমার লোক খবর এনেছে, রাঘবটা নাকি কলকাতা থেকে পাঁচ-ছ'টা নামী প্লেয়ার ভাড়া করেছে। কেলেঘাটার টিমটা আমাদের উলটো দিকে আছে। ফাইনালের আগে দেখা হবে না।"

বিপুল হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের তিন পুরুষের বিবাদটা কি ফুটবল নিয়ে? নাকি অন্য কিছু?"

কথাটা শুনে ধাঁ করে চটে গেলেন সা-মশাই। বললেন, "সে খোঁজে তোমার কী দরকার? তোমাদের ফাইনাল ম্যাচটা জিতে দিতে হবে, এটাই শেষ কথা।"

॥ ৫ ॥

ভট্টনগর দিয়েগো স্পোর্টিংয়ের ছেলেরা হাতিডোবায় বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। ষষ্ঠীচরণের যেন হাজারটা চোখ। সেবাযত্নে তার কোনও ত্রুটি নেই। তবু কোথায় যেন একটা আবছা আড়াল এখানকার সব মানুষজনকে ঘিরে, বিশেষত সা-

মশাইকে। চোখে দেখা যায় না, অথচ স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

দেখতে-দেখতে প্রতিযোগিতার দিন চলে এল। সা-মশাই কোথা থেকে যেন একটা ম্যাটাডোর ভ্যান জোগাড় করেছেন। যে ক'দিন হাতিডোবায় খেলা থাকবে, প্লেয়াররা ওই গাড়িতেই আসা-যাওয়া করবে।

প্রথম দু'টো রাউন্ডে তেমন শক্ত প্রতিপক্ষ না থাকায় খুব সহজেই জিতে গেল হাতিডোবা ইলেভেন। প্রথম ম্যাচটা ৬-০ গোলে, দ্বিতীয়টা ৫-১ গোলে।

স্বভাবতই বেজায় খুশি দুর্যোধন সা। তিন পুরুষের বিবাদে তিনি যে অপাত্রে বাজি ধরেননি, রাঘব সেনাপতি এবার সেটা হাড়েহাড়ে বুঝবে। দু'টো ম্যাচে ইতিমধ্যেই ছ'টা গোল করে রানা এখন কেষ্টপুরের দর্শকদের নয়নের মণি।

অন্য দিকে কেলেঘাটা ইউনিয়ন ক্লাবও কলকাতার খেলোয়াড়দের সৌজন্যে তরতর করে পৌঁছে গেল কোয়ার্টার ফাইনালে। কলকাতার প্লেয়াররা খেপ খেলতে এসে জান লড়িয়ে খেলে না। ফলে দু'টো ম্যাচে ওদের ফলাফল দাঁড়াল ৩-০ এবং ৩-১।

আজই দু'টো কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। হাতিডোবার প্রতিপক্ষ চন্দননগরের 'যুগের যাত্রী' ক্লাব। আর কেলেঘাটা খেলবে নৈহাটির 'মিতালি সংঘ'র সঙ্গে।

মানিকের হাঁটুতে সামান্য চোট লেগেছে। সা-মশাই নিজে বারদুয়েক এসে খোঁজখবর নিয়ে গিয়েছেন। ঘনঘন গরম জল সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে ষষ্ঠীচরণ। লোকেন ঘোষ আশ্বস্ত করে বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না সা-মশাই। মানিক ঠিক খেলে দেবে।"

'যুগের যাত্রী'র টপার ছেলে দু'টো প্রচণ্ড রাফ এবং টাফ। রানাকে বিশেষ নড়াচড়ার সুযোগই দিল না। ফার্স্ট হাফ গোলশূন্যভাবে শেষ হল। হাফ টাইমে লোকেন ঘোষ ছেলেদের বললেন, "তোরা সব বল রানাকে লক্ষ্য করে বাড়াচ্ছিস কেন? ওদের ডিফেন্স ব্যাপারটা বুঝে গেছে। খেলাটা দু'টো উইংয়ে ছড়িয়ে দে। দেখবি, গোল আপনিই আসবে।"

সত্যিই তাই ঘটল। হাফ টাইমের পর খেলা শুরু হতেই দশ মিনিটের মধ্যে দু'টো গোল পেয়ে গেল হাতিডোবা। অভয়ের বাঁক ধরা সেন্টারটা স্টপারের মাথা এড়িয়ে পড়তেই চোট লাগা পায়ে দুরন্ত ভলি মারল মানিক। গোলকিপার নড়বার ফুরসত পর্যন্ত পেল না।

দ্বিতীয় গোলটা এল পেনাল্টি থেকে। বক্সের মধ্যে বল নিয়ে ঢুকে পড়েছিল রানা। উপায়ান্তর না দেখে স্টপার ছেলেটো পিছন থেকে ল্যাং মেরে বসল। নিজের গোল সংখ্যা আরও একটা বাড়িয়ে নিল রানা।

এভাবেই হাতিডোবা ইলেভেন আর কেলেঘাটা ইউনিয়ন দু' দিক থেকে ফাইনালে পৌঁছে গেল। কেষ্টপুর এবং তার আশপাশের দু'-দশটা গ্রামের মানুষ সকলেই বোধ হয় সেটাই চাইছিল, একটা জমজমাটি ফাইনাল ম্যাচ হোক।

সব কিছুই সা-মশাইয়ের প্ল্যানমাফিক চলছে। রাঘবের ভিটেমাটি চাটি না করতে পারা পর্যন্ত তাঁর যেন শান্তি নেই। মা কালীর নিত্য সাধক তিনি। এখন শেষ ম্যাচটা উতরে গেলে হয়! মায়ের চরণে জোড়া পাঁঠা মানত করেছেন দুর্যোধন সা।

সেমি ফাইনাল আর ফাইনালের মধ্যে দু' দিনের ব্যবধান। সকালে জলখাবারের পর রানা বলল, "ষষ্ঠীদা, একটা সাইকেল পাওয়া যাবে?"

এত দিনে ষষ্ঠীচরণও জেনে গিয়েছে, হাতিডোবার মান রাখতে যদি কেউ পারে, তবে এই ছেলেটাই। যেমন বুকের পাটা, তেমনই খেলা। জিজ্ঞেস করল, "সাইকেল নিয়ে এখেনে কোথায় যাবে গো দাদা? এখানকার কিছু তো তুমি চেনোনি?"

রানা সরল হেসে বলল, "চারপাশটা একটু ঘুরে দেখব ষষ্ঠীদা। গ্রাম দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।"

বাকিরা ক্যাম্পে শুয়ে-বসে সময় কাটাচ্ছিল। বিপুল খুলে বসেছিল ওর জোক্‌সের ঝাঁপি। অভয় অন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "রানাটা হঠাৎ কোথায় গেল বল তো? কাল থেকে কীরকম চুপচাপ হয়ে আছে?"

মানিক হাঁটুতে মলম মালিশ করছিল। বলল, "ষষ্ঠীদার কাছ থেকে সাইকেল নিয়ে রানাদা গ্রাম দেখতে গেছে।"

ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে রানা ফিরল ঘণ্টাতিনেক পরে। লোকেন ঘোষ অবাক চোখে দেখলেন, ওই অবস্থাতেও রানার চোখে-মুখে কীরকম একটা সাফল্যের হাসি।

উদ্বেগে ঘর-বার করছিলেন সা-মশাই। ছুটে এসে বললেন, "কোথায় গিয়েছিলে বাবা রানা? যদি চোটটোট কিছু লেগে যেত? ফাইনাল ম্যাচে তুমিই যে আমার তুরুপের তাস?"

রানা অদ্ভুত মুখ করে হাসল। বলল, "ঠিক বলেছেন।"

॥ ৬ ॥

আজ ফাইনাল। সকাল থেকেই হাতিডোবা গ্রামে যেন উৎসবের ছোঁয়া। ভোর থাকতেই মানুষজন চাষের কাজে নেমে পড়েছে । সকাল-সকাল মাঠের কাজকর্ম মিটিয়ে দলবেঁধে কেষ্টপুরে ছুটবে।

পুজোর ঘরে মা কালীর মূর্তির সামনে ধ্যানে বসেছেন সা-মশাই। পরনে লাল টকটকে রক্তবস্ত্র। উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছিল।

বন্ধ দরজায় টোকা পড়ল, "সা-মশাই, আমি রানা। মা কালীকে একবার প্রণাম করব।"

"ভিতরে এসো।"

রানা ভিতরে ঢুকে নিজেই দরজায় খিল তুলে দিল।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘরে ফিরতেই সবাই মিলে চেপে ধরল ওকে। লোকেনদা বললেন, "তোর কী ব্যাপার বল তো রানা? গত কাল থেকে কীরকম যেন রহস্যময় আচরণ করছিস? আজ ফাইনাল ম্যাচ। মনটা খেলায় কনসেনট্রেট কর?"

রানা নিজের বিছানায় বসে নিচু গলায় বলল, "সময় হলে তোমাদের সব বলব লোকেনদা। শুধু একটা কথা বলি। ফাইনাল ম্যাচটা জেতা আমাদের দিয়েগো স্পোর্টিংয়ের কাছে যেমন জরুরি, তেমনই আরও একজনের জীবন-মরণ সমস্যা।"

"তুই কার কথা বলছিস? সা-মশাই?"

রানা ঘাড় নাড়ল, "না। সে আছে একজন।"

ব্যাপারটা ধোঁয়াশাই থেকে গেল সবার কাছে।

ফাইনাল ম্যাচ বলে কথা! সারা মাঠ জুড়ে পতপত করে উড়ছে রঙিন সব পতাকা। মাঠের একপাশে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে বসে আছেন আজকের বিশিষ্ট অতিথিরা। চকচকে বিশাল শিল্ড

আর কাপের উপর দুপুরের রোদ পড়ে ঠিকরে যাচ্ছিল।

খেলা শুরু হতে না-হতেই হাতিডোবাকে বেমক্কা চেপে ধরল কেলেঘাটা ইউনিয়ন। বোঝা গেল, প্রতিপক্ষের এত ম্যাচ দেখে তারা রীতিমতো হোমওয়ার্ক করেই আজ মাঠে নেমেছে।

ডান দিক থেকে বিপুল আর বাঁ দিক থেকে অভয় খেলাটা তৈরি করে। দু'টো সাপ্লাই লাইন বন্ধ করে দিতে সামনে অন্ধ হয়ে গেল রানা, মানিক আর অভয়। উপরন্তু হাফ টাইমের মিনিটতিনেক আগে স্টপার দীপুর ভুলে কেলেঘাটা একটা গোল করে এগিয়ে গেল।

কেলেঘাটার সমর্থকরা ব্যাপক লাফাচ্ছে। লোকেনদা হাফ টাইমে সবাইকে গোল করে ঘিরে ছোটখাটো একটা মিটিং সেরে নিলেন। ফের খেলা শুরু হল। দেখা গেল, হাতিডোবার ডিফেন্সে সামান্য রদবদল ঘটেছে। ব্যাক লাইনে তিনজনকে রেখে বনমালী নেমে এসেছে সুইপার কভারে।

হাড্ডাহাড্ডি খেলা চলছে। আচমকা একটা লুজ় বল ধরে বিপুল থ্রু বাড়াল অভয়কে। ডান প্রান্ত ধরে চড়চড় করে উঠে অভয় বলটা বাতাসে ভাসিয়ে দিল গোলমুখে। স্টপার ছেলেটা রানাকে ফলো করছিল। হঠাৎ কোথা থেকে চিলের মতো এসে ছোঁ মেরে বলটা রিসিভ করে নিল মানিক। তারপর ঠান্ডা মাথায় পুশ করে দিল জালের মধ্যে। ফলাফল দাঁড়াল ১-১।

খেলা ক্রমশ শেষের দিকে গড়াচ্ছে। মাঠের প্রবল চিৎকারে কান পাতা দায়। কেলেঘাটার ডান প্রান্তে হাফ লাইনের কাছাকাছি বিপুল একটা পাস দিল রানাকে। বলটা রিসিভ করেই বাঁ পায়ের সোলো টানে সে ছিটকে দিল কেলেঘাটার রাইট হাফটাকে। আর তখনই রানার মনে পড়ে গেল, ১৯৮৬-র বিশ্বকাপে ঠিক এরকম একটা জায়গাতেই বলটা রিসিভ করেছিলেন দিয়েগো মারাদোনা।

কিছু যেন ভর করল রানার উপর। এর পর মাঠে উপস্থিত হাজার পনেরো দর্শক অভিভূতের মতো দেখল, বাঁ আর ডান পায়ের এক অবিশ্বাস্য ড্রিব্‌লিং! পাঁচ-পাঁচজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে অসহায় গোলকিপারের বাঁ দিক দিয়ে বলটা আলতো টোকায় জালে ঢুকিয়ে দিল হাতিডোবার তুরুপের তাস।

মিনিটতিনেকের মধ্যেই রেফারির বাঁশি বেজে উঠল। ফাইনাল ম্যাচে হাতিডোবা স্পোর্টিং ২-১ গোলে হারিয়ে দিল কেলেঘাটা ইউনিয়নকে। কলকাতা থেকে আসা প্রত্যেকটি খেলোয়াড় আলাদা করে হ্যান্ডশেক করে গেল রানার সঙ্গে। কেষ্টপুর আর তার আশপাশের মানুষজন একবাক্যে স্বীকার করল, এমন জমজমাট ফুটবল তারা আগে কখনও দেখেনি।

॥ ৭ ॥

অকৃপণ হাতে আলো বিলিয়ে সূর্য ঢলছে পশ্চিমে। লোকেন ঘোষ রীতিমতো হতবাক। অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, এত কাঠখড় পুড়িয়ে কেলেঘাটাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েও সা-মশাইয়ের মুখে হাসি নেই। মঞ্চে উঠে যেন নিমপাতা খাওয়া মুখে বিজয়ী শিল্ডটা একবার ছুঁয়ে দেখলেন শুধু।

সবচেয়ে খুশি ষষ্ঠীচরণ। গত পনেরোটা দিন সে ছায়ার মতো লেগে আছে ছেলেগুলোর সঙ্গে। মঞ্চ থেকে ম্যাটাডোর পর্যন্ত কাকে সে কাঁধে তুলবে? বিশাল বড় শিল্ডটাকে, নাকি নয়নের মণি রানাকে? ভারী ধন্দে পড়ে গেল ষষ্ঠীচরণ!

বিশাল মিছিল সহকারে ম্যাটাডোর এসে দাঁড়াল দেউড়ির গেটে। সামনের সিট থেকে নেমে কাউকে কিছু না বলে গটগট করে ভিতরে ঢুকে গেলেন সা-মশাই। ষষ্ঠীচরণ গাড়ি থেকে শিল্ডটা নামাতে যাচ্ছিল। রানা বলল, "এখন নয় ষষ্ঠীদা। আগে রাঘব সেনাপতিকে আসতে দাও।"

ষষ্ঠীর সঙ্গে লোকেন ঘোষও যেন পায়ের গোড়ায় সাপ দেখলেন! বললেন, "কোন রাঘব সেনাপতি? সা-মশাইয়ের সঙ্গে যাঁর তিন পুরুষের বিবাদ?"

"হ্যাঁ, লোকেনদা," রানা অকম্পিত গলায় বলে উঠল, "দু' জনের গোপন চুক্তিপত্রটা সেভাবেই লেখা হয়েছিল। ফাইনাল ম্যাচে যিনি হারবেন, তিনি পাণ্ডবদের মতোই সবকিছু ছেড়ে বনবাসী হবেন। গত কাল সাইকেল নিয়ে আমি গ্রাম দেখতে যাইনি। গিয়েছিলুম কেলেঘাটায় রাঘব সেনাপতির বাড়ি। তিন পুরুষের বিবাদের কারণটা জানতে চাওয়ায় বিপুলকে ধমক দিয়েছিলেন সা-মশাই। আর তাতেই আমার সন্দেহটা বাড়ে।"

লোকেন ঘোষ আমতা-আমতা করে বললেন, "কিন্তু সা-মশাই তো জিতে গেছেন। চুক্তি অনুযায়ী রাঘব সেনাপতিকে তা হলে...।"

রানা হাসল, "মা কালীর বেদি ছুঁয়ে সা-মশাই আমার কাছে শপথ করেছেন।" বলতে-বলতে রাঘব সেনাপতির বাইক এসে থামল দুর্যোধন সা'র দেউড়িতে। রানা বলল, "ষষ্ঠীদা, এবার শিল্ডটা নামিয়ে আনো।"

প্রতিদ্বন্দ্বীর সাড়া পেয়ে সা-মশাইও বাইরে এলেন। হাতে ধরা চুক্তিপত্রের কাগজ। দু'জনেই দু'টো কাগজ তুলে দিলেন রানার হাতে। লোকেন ঘোষ দেখলেন, জয়সূচক গোল করার চেয়েও বেশি আনন্দ রানার চোখে-মুখে । রানা বলল, "রাঘববাবু, চ্যাম্পিয়ন লিগের শিল্ডটা আপনি এবার নিজের হাতে সা-মশাইকে তুলে দিন।"

এই অভিনব উদ্যোগকে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাল সবাই।

বিমূঢ় ষষ্ঠীচরণ একপাশে দাঁড়িয়ে যেন ভোজবাজি দেখছিল। রানা বলল, "ষষ্ঠীদা, একটা দেশলাই পাওয়া যাবে?"

দেখতে-দেখতে উপস্থিত মানুষগুলোর চোখের সামনে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল বিরল দু'টো চুক্তিপত্র।

আগুনের তাপে যেন আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল রানার কিশোর মুখখানা। প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাসে সে বলে উঠল, "সা-মশাই, ওই দেখুন, আপনাদের তিন পুরুষের বিবাদ আগুনে পুড়ে কেমন ছাই হয়ে যাচ্ছে। ফিনিক্স পাখির মতো শুধু বেঁচে থাকবে ফুটবলের প্রতি আপনাদের গভীর ভালবাসা। আর এই ফুটবল খেলাই তো সমস্ত বিশ্বকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে। ফুটবলের স্বার্থে সামান্য ব্যক্তিগত বিদ্বেষটুকু আপনারা ভুলে যেতে পারেন না?"

রানার কথা শেষ হওয়ার আগেই উপস্থিত সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, সা-মশাইয়ের প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছেন তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রাঘব সেনাপতি।

ছবি: গৌতম দাশগুপ্ত

কাটিহার নেতাজি বিদ্যামন্দির (বিহার)

আমাদের স্কুল

১৯৬৭ সালে আমাদের স্কুল তৈরি হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারিই আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস। বিহারে প্রবাসী বাঙালিদের উদ্যোগেই এই স্কুল তৈরি হয়েছিল। এখন স্কুলে শিশুশ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে। স্কুলটি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত। প্রতি বছর নেতাজির জন্মদিনটি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। এই উপলক্ষে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটিও হয় এই দিন।

মৌসুমি চক্রবর্তী
নবম শ্রেণি

সবাই মিলে খিচুড়ি খাই

সরস্বতী পুজো মানেই আনন্দ, হইহই আর খুশির জোয়ারে ভেসে যাওয়ার দিন! বিদ্যামন্দিরের নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরাই পুজোর সব কাজ করে। পুজোর দু' দিন আগে থেকেই আয়োজন শুরু হয়। স্কুলবাড়ি পরিষ্কার করা, আলপনা দেওয়া, মঞ্চ সাজানার কাজ চলে পুরোদমে। সবাই মিলে খিচুড়ি খাওয়ার সময়টাই সবচেয়ে ভাল লাগে। পুজো হয়ে যাওয়ার পর থেকেই আগামী বছরের পুজোর জন্য দিন গোনা শুরু হয়ে যায়।

সঙ্গীতা বাগচী
নবম শ্রেণি

শিক্ষক দিবসে আমরা ক্লাসও নিই

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিনটি সারা ভারতে 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। এই দিন অর্থাৎ ৫ সেপ্টেম্বর আমরাও শিক্ষক দিবস পালন করি। এই দিন আমরা নিচু ক্লাসে পড়াতে যাই! যদিও শিক্ষক-শিক্ষিকারাও ক্লাসে থাকেন, তা হলেও ছোট ভাইবোনদের ক্লাসে পড়াতে দারুণ আনন্দ হয়। এই উপলক্ষে প্রতি ক্লাসেই একটি করে অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

মৌমিতা দাস
নবম শ্রেণি

জমে ওঠে খেলার আসরও

শুধু পড়াশোনা নয়, খেলাধুলোতেও আমাদের স্কুল পিছিয়ে নেই। প্রতি বছর স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে আমরা সবাই যোগ দিই। শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীরাই নয়, অভিভাবকরাও কয়েকটি বিভাগে অংশ নেন। 'যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা' এবং অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবং ছাত্রীদের কবাডি প্রতিযোগিতার আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি।

অনিন্দিতা জোয়ারদার
নবম শ্রেণি

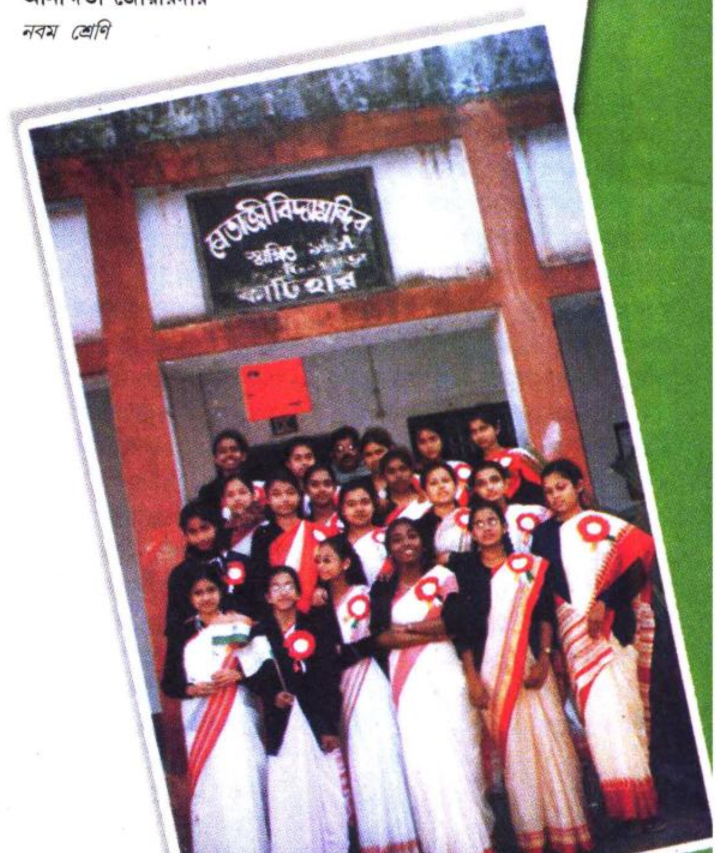

সম্পূর্ণ রঙিন জমজমাট অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স **রাপ্পা রায়ের কাণ্ড** শেষ কিস্তি ● গল্প ও ছবি: **সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়**

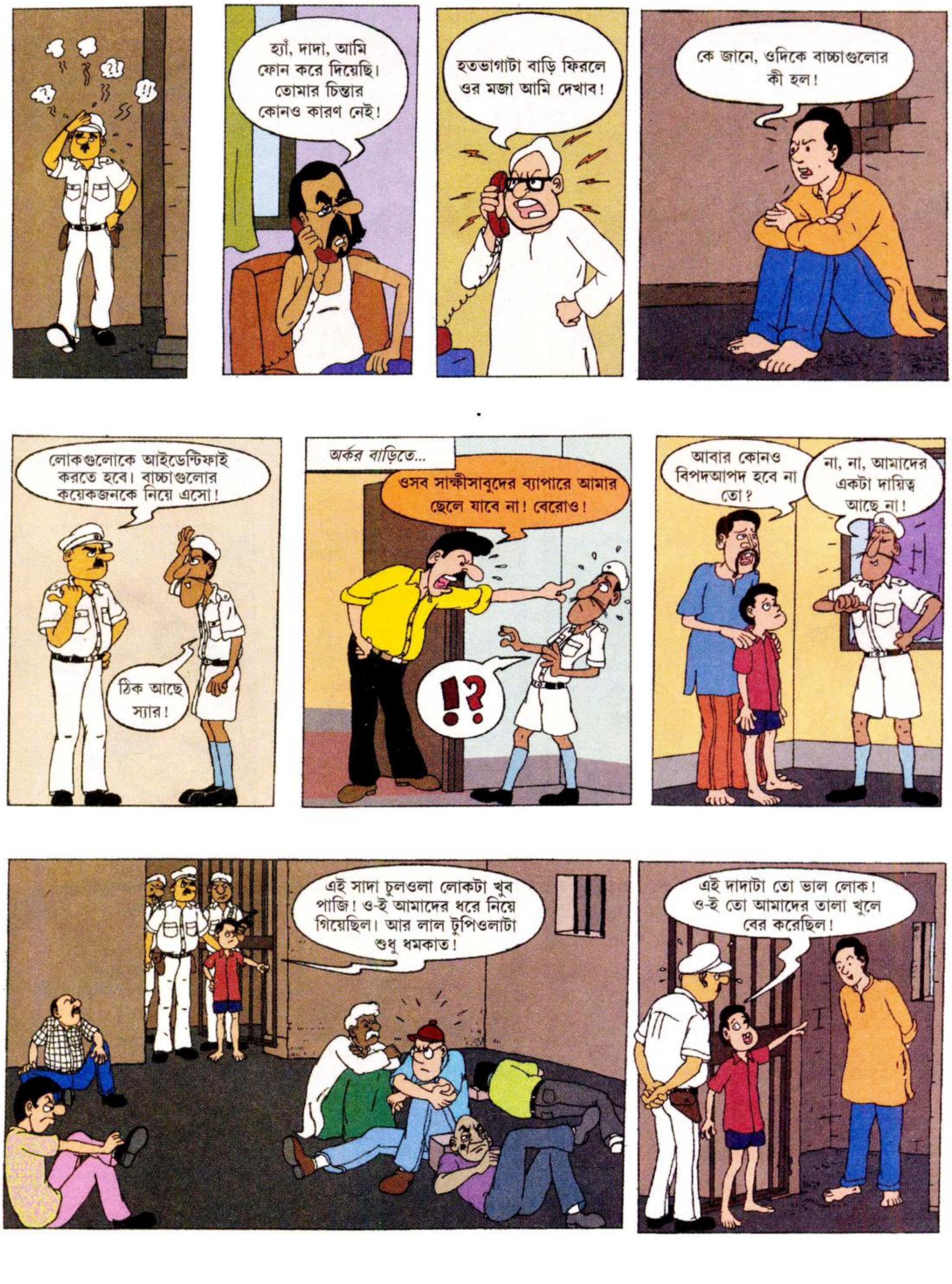
হ্যাঁ, দাদা, আমি ফোন করে দিয়েছি। তোমার চিন্তার কোনও কারণ নেই!
হতভাগাটা বাড়ি ফিরলে ওর মজা আমি দেখাব!
কে জানে, ওদিকে বাচ্চাগুলোর কী হল!
লোকগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। বাচ্চাগুলোর কয়েকজনকে নিয়ে এসো!
ঠিক আছে স্যার!
অর্কর বাড়িতে...
ওসব সাক্ষীসাবুদের ব্যাপারে আমার ছেলে যাবে না! বেরোও!
!?
আবার কোনও বিপদআপদ হবে না তো?
না, না, আমাদের একটা দায়িত্ব আছে না!
এই সাদা চুলওলা লোকটা খুব পাজি! ও-ই আমাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আর লাল টুপিওলাটা শুধু ধমকাত!
এই দাদাটা তো ভাল লোক! ও-ই তো আমাদের তালা খুলে বের করেছিল!

ওদের বসকে ধরার ব্যাপারে আমার একটা প্ল্যান শুনবেন কি?
বেশ বলুন, শুনে দেখি!
প্ল্যান শোনাবার পর...
দুর, এ তো আমাদেরও প্ল্যান, নতুন আর কী বললেন! যাকগে, ওদের বসকে ধরার দায়িত্ব আমাদেরই। তোমাকে আর মাথা গলাতে হবে না!
তারপর...
কে ফোন করছে?
JOHN Calling
হ্যালো জন, তুমি কোথায়? ...আমি ভাবলাম, তুমি ধরা পড়েছ!
একবার দেখা করব। কোথায়? ...হোটেলে? ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি!
জনের ব্যাপারটা গোলমেলে লাগছে! এই দু' দিন ও ছিল কোথায়? হোটেলে মুন্নাভাইকে জানিয়ে দিই।
SUNRISE
BLUE FOX
হাতে পয়সা নেই তো আমি কী করব! আগে পকেটমারি করতে, তাই করো গে যাও! অনেক দিন আমার অন্ন ধ্বংস করেছ!
ওসব জানি না! টাকা ছাড়ুন, গা-ঢাকা দেব!
কাটলেটের বিলটা ছাড়া আর কিচ্ছু দেব না!
তুমি তো পালিয়েছ! মানে, ক্যাশবাক্স থেকে সব ক্যাশ হাতিয়েছ!
ক্যাশবাক্সে একটি নয়া পয়সাও ছিল না!
তার মানে, হাতাতে গিয়েছিলে। পাজি কোথাকার!
ক্যাশবাক্স ফাঁকা শুনে অবাক হলেন না তো! আসলে হাতসাফাইটা আপনিই করেছেন!

এবার ওরা আপনাকে নিয়ে যাবে!
ছদ্মবেশী পুলিশ! আচ্ছা, ব্যবস্থা ভালই!
বাপ রে! কে রে!
উফ! গেলাম!
দমাস
বাবা গো!
গেলাম!
গদাম
নিমেষে...
মুন্নাভাই ঠিক সময় মেন সুইচ অফ না করলে বিপদ হত!
পায়ে গুলি করো, প্রাণে মেরো না!
সেটা আর আমায় বলার দরকার নেই!
দুম দুম
দুম
ঘড় ঘড়াং
পরে...
ছেলেধরাদের সর্দার, এস কে চন্দন হোটেলে পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ের পর ধরা পড়েছে...
মাথায় চোট লাগায় তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে...
হ্যালো, হ্যালো!

অর্কর বাড়ি...
...তবে, পুরো দলটাকে ধরার ব্যাপারে রাপ্পা রায় নামে ছেলেটির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সে-ই প্রথম ছেলেধরাদের মূল ঘাঁটির সন্ধান করে...
আদিখ্যেতা! কী এমন করেছে, যার জন্য এত সুখ্যাতি হচ্ছে!
!?
তোমার জন্য গাছের পেয়ারা এনেছি! নিতে হবে কিন্তু!
জয় মা
ভাড়ার গাড়ি
হতভাগা! আবার তুই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস! চল, ভিতরে চল!
যাচ্ছি, ওফ!
(সমাপ্ত)

অমিল খোঁজো তফাত বোঝো

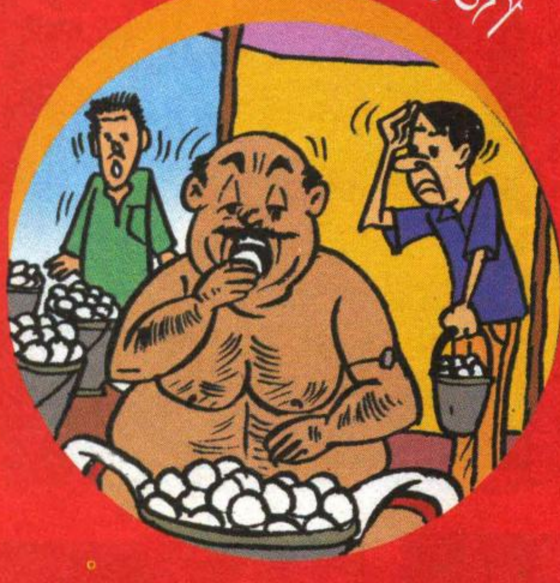

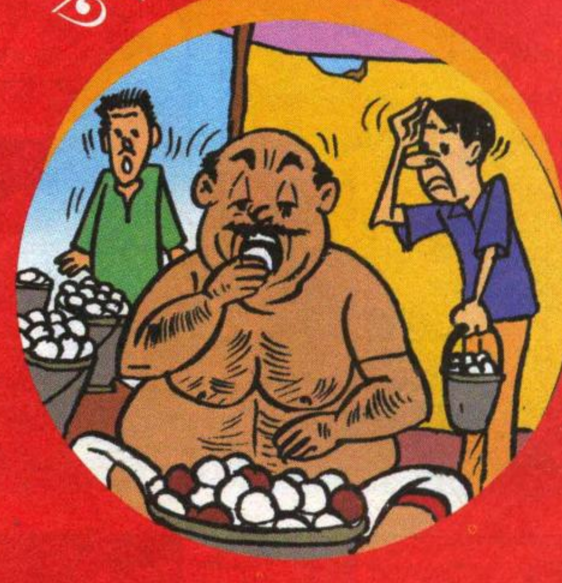

উপরের এই ছবি দুটি দেখতে একইরকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

হাসছি দ্যাখো

নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে মজা করার জন্য পিছন থেকে তাঁর মাথায় চাটি মারল একটি অল্পবয়স্ক ছেলে। নাসিরুদ্দিন পিছন ফিরতেই সে জিভ কেটে বলল, "মাফ করবেন, আমার একজন চেনা লোকের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি আপনাকে।" নাসিরুদ্দিন তার কোনও কথা শুনতে না চেয়ে কাজির কাছে নিয়ে গেলেন তাকে। কাজি সব শুনে পাঁচশো টাকা জরিমানা করলেন ওই ছেলেটিকে। ছেলেটি বলল যে, তার কাছে টাকা নেই। তবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি থেকে এনে দেবে। কাজি রাজি হতেই টাকা আনতে চলে গেল সে। দেখতে-দেখতে সময় গড়িয়ে চলল, কিন্তু তার আর পাত্তা নেই। ঘণ্টাদু'য়েক কেটে যাওয়ার পর নাসিরুদ্দিন উঠে দাঁড়িয়ে কাজির মাথায় একটা চাটি মেরে বললেন, "আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। ছেলেটা ফিরে এলে ওই টাকাটা আপনি নিয়ে নেবেন।"

ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় একদিন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় বসে রঙ্গ-রসিকতা করছেন। বাইরে সকলের চটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের শুঁড়ওলা চটিজোড়াও ছিল। হঠাৎ বৃষ্টি এল। জলের তোড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চটিজোড়া ভাসতে থাকে। দামোদর মুখোপাধ্যায় রসিকতা করে বললেন, "ওরে, দ্যাখ তোরা, বঙ্কিম চট্ট (বাঁকা চটি) ভেসে গেল রে! ভেসে বুঝি গেল রে!" সাহিত্যসম্রাট বললেন, "দামোদরমুখো হয়ে বুঝি রে, দামোদরমুখো হয়ে বুঝি রে!"

কবি আলেকজান্ডার পোপ-এর বিখ্যাত কবিতার বই 'অন সলিটিউড' মাত্র বারো বছর বয়সে লেখা। কিন্তু তাঁর বাবা কবিতা লেখা পছন্দ করতেন না। একদিন এজন্য পোপকে খুব মারতে শুরু করলেন তিনি। তখন কাঁদতে-কাঁদতে পোপ কাব্য করে বললেন, "পাপা, পাপা পিটি টেক/আই শ্যাল নো মোর ভার্সেস মেক।"

সবে পুরনো বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে উঠে এসেছেন তপনবাবু। একটা আলমারি ছাড়া পুরনো বাড়ি থেকে কিছুই আনা হয়নি তখনও। মাঝরাতে বাড়িতে চোর ঢুকে কিছু না পেয়ে আলমারি খুলতেই অবাক! ভিতরে তপনবাবু। তপনবাবু বললেন, "কী করি বলো, তুমি চুরি করতে এসেছ কিন্তু বাড়িতে কিচ্ছু নেই। তাই লজ্জায় আলমারির ভিতর লুকিয়ে রয়েছি।"

অর্থ শেখো

নীচের শব্দগুলোর দিকে তাকালে তাদের চেনা-চেনা বলে মনে হবে। কিন্তু সেগুলোর অর্থ কিছুটা অস্পষ্ট। যখন তার প্রকৃত অর্থ জানতে পারি, আনন্দ তখনই। শব্দগুলোর পাশে কয়েকটা আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটা ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। তারপর মিলিয়ে দেখবে।

অবান্তর: (১) অপ্রাসঙ্গিক। (২) গৌণ। (৩) অপ্রধান। (৪) অনন্তর।

নিকুচি: (১) কুচি-কুচি করা। (২) শেষ। (৩) খণ্ড-খণ্ড করা। (৪) দফারফা।

গাধাবোট: (১) ভারবাহী নৌকো। (২) এর চালচলন গর্ধবের মতো। (৩) যা অত্যন্ত ধীর গতিবিশিষ্ট জলযান, যা জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যায়। (৪) এর অতি মন্থর গতি।

খারিজ: (১) বাতিল। (২) পরিবর্তন। (৩) বর্জন। (৪) খালাস।

শ্রুতিধর: (১) ফলশ্রুতি। (২) শ্রুতিকটু। (৩) একবার শোনামাত্রই যে মনে রাখতে পারে। (৪) শ্রুতকীর্তি।

গত সংখ্যার উত্তর

অশন: (২) আহার। যেমন, 'না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূধর: (৪) পর্বত। 'ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর নদীজপমালা ধৃত প্রান্তর।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উষ্ণীষ: (২) পাগড়ি। 'শুধু একবার চুম্বিল তার রাঙা উষ্ণীষখানি।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীনাথ: (১) কৃষ্ণ। 'আজ্ঞে আমি ছিলাম ছিনাথ (শ্রীনাথ) বহুরূপী।' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কপোতবৃত্তি: (২) কপোতের মতো সঞ্চয়হীন জীবিকা, যা দরিদ্রের মধ্যে দেখা যায়। 'কপোতবৃত্তি এদেশের দরিদ্রের অভ্যেস।' স্কন্দগুপ্ত

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

(১) লোকটির বাঁ হাতের তাবিজ নেই। (২) গামলার রসগোল্লার রং আলাদা। (৩) সবচেয়ে পিছনের বালতিতে রসগোল্লা কম আছে। (৪) বাঁ দিকের লোকটির জামায় পকেট নেই। (৫) ডান দিকের লোকটির প্যান্টের ডিজ়াইন আলাদা। (৬) সামনের লোকটির ধুতির ডিজ়াইনটা নেই (ডান পায়ের)। (৭) পিছনের প্যান্ডেলটার একটা অংশ ছেঁড়া। (৮) ছবির ডান দিকের বাঁশের খুঁটিটি নেই।

বিশ্বকাপ

শব্দসন্ধান

সংকেত: পাশাপাশি

(১) জার্মানির 'ফ্রাঞ্জ', কোচ থেকে এবার বিশ্বকাপের সংগঠক। (৫) এশিয়ার এ-দলটি এবার নিয়ে বিশ্বকাপে খেলছে তিনবার। (৬) এবার ইতালি দলের সভাপতি, গ্ল্যামার বয় 'ফ্রান্সিস্কো'। (৭) সুইডেন দলের ফুটবলার '—লারসন'। (৯) গত বিশ্বকাপ ফাইনালে দু'টো গোল করে, হয়েছিলেন সর্বোচ্চ গোলদাতা। (১০) বিশ্বের অন্যতম সেরা লেফটব্যাক 'পাওলো', গত বিশ্বকাপেও খেলেছেন। (১১) স্পেন দলে মাঝমাঠের স্তম্ভ ছিলেন এই 'লুই'। (১২) এবার এই দলের কোচ জিকো। (১৪) 'গোলিও সিক্স', আসলে ২০০৬ বিশ্বকাপের '—'। (১৫) বিশ্ব-ফুটবলের প্রবাদপুরুষ, আসল নাম, 'এডসন অ্যারান্টেস ডু নাসিমেন্টো'। (১৭) বিশ্বকাপে একটি ম্যাচে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ গোলদাতা, রাশিয়ার 'ওলেগ'। (১৯) এবার বিশ্বকাপে জার্মানির কোচ।

১		২		৩			■	৪	■
	■		■		■	■	৫		
৬		■	৭				■		■
■	■	৮	■		■	■	৯		
■	১০				■	■		■	■
■	■		■	■	১১				■
১২	১৩		■	■		■		■	■
■		■	১৪				■	১৫	১৬
১৭			■	■		■	১৮	■	
■		■	১৯						

সংকেত: উপর-নীচ

(১) নয়ের দশকে ব্রাজিল দলের অন্যতম ছিলেন এই 'ক্রাইং বেবি' ফুটবলার। (২) বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্যায়ের পর ১৬ দলের লড়াই থেকে শুরু হয় '—আউট' খেলা। (৩) ববি চার্লটন এই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের যাঁকে এক নম্বর তারকা মনে করছেন। (৪) বিশ্ব-ফুটবলে সেরাদের একজন, 'দিয়েগো' দিয়েই চেনা যায়। (৮) ইংরেজ গোলকিপার, 'পিটার', '৮৬ বিশ্বকাপে 'ঈশ্বরের হাত' যাঁকে পরাস্ত করেছিল। (৯) '৯৪ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের এই ফরোয়ার্ড পেয়েছিলেন 'গোল্ডেন বুট'। (১১) গত বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড দলের দায়িত্বে থাকা 'গোরান' এবারেও আছেন। (১৩) পর্তুগাল কোচ স্কোলারির বড় ভরসা এই 'পেড্রো' ফুটবলার। (১৬) এবার জার্মানি দলে 'কান'-এর জায়গায় যে গোলকিপারকে খেলানো হচ্ছে। (১৮) আঁরির দেশ।

স্নেহাশিস কুমার

গত সংখ্যার সমাধান

■	■	কা	লি	দা	স	■	সু	না	ম
ম	য়	রা	■	বা	■	■	রা	■	র
লি	■	গা	জ	ন	■	ম	হা	র	ণ
ন	গ	র	■	ল	জ্জি	ত	■	■	■
■	হ	■	হ	■	■	ল	ঙ্কে	শ	■
■	ন	জ	র	■	■	ব	■	শ	■
■	■	■	দ	র	দ	■	এ	ক	লা
ম	নো	র	ম	■	র	সি	ক	■	ঙ
গু	■	চি	■	■	কা	■	দ	য়া	ল
প	তি	ত	■	প	রি	ণা	ম	■	■

নানা রঙের রামধনু

নতুন আইসক্রিম 'চুলবুলি'

এই গরমে যখন আনচান করছে মন, তখম মাদার ডেয়ারির 'চুলবুলি' না খেলেই নয়। আইসক্রিমের জগতে মাদার ডেয়ারির এটি একদম নতুন সংযোজন। শুধু ছোটদের কথা মাথায় রেখে এই আইসক্রিম বাজারে আনলেও, বড়দেরও কিন্তু জিভে জল এসে যেতে পারে। মিক্সড ফ্রুটের স্বাদে ভরপুর এই আইসক্রিম মন মাতিয়ে দেবে ছোটদের। দাম পাঁচ টাকা৷ এ ছাড়া রয়েছে 'শারারাত লিক ললি' ও 'চোকো বিট্‌জ কোন'। দাম, পাঁচ ও আট টাকা। 'ফ্রোজেন ফ্লেম্‌স বার', 'হাওইয়ান ব্রেক বার' ও চকোলেটপ্রেমীদের জন্য 'চকোলেট অ্যাফেয়ার বার'—এই তিনটিই আলাদা-আলাদা স্বাদে ভরপুর আইসক্রিম। দাম, ১০, ১০ ও ১৬ টাকা।

বিআইটিএম-এর নতুন বিস্ময় 'ফ্যাসিনেটিং ফিজিক্স'

দু' হাজার পাঁচশো বর্গ ফুট জায়গা নিয়ে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম-এর নতুন গ্যালারি 'ফ্যাসিনেটিং ফিজিক্স'। এখানে রয়েছে দু'টি সেকশন; 'ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স সেকশন', 'মডার্ন ফিজিক্স সেকশন'। এই দু'টি সেকশন থেকে মেকানিক্স, গ্র্যাভিটেশন, অপটিক্স, সাউন্ড এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম, আলোর প্রকৃতি, উত্তাপ, রেডিও ওয়েভ বিষয়ে নিয়ে অসংখ্য তথ্য জানা যাবে। জানা যাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবের কথা। পদার্থবিদ্যার একেবারে প্রাথমিক তত্ত্ব জানার অবাধ সুযোগ রয়েছে এখানে। জানা যাবে কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, মাক্স প্লাঙ্ক, মেরি কুরি, নিলস বোর, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সি ভি রমন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, এস চন্দ্রশেখর, এইচ জে ভাবা-র মতো বিজ্ঞানীদের কথা। ব্ল্যাক হোল বা পালসার থেকে শুরু করে মহাকাশের নানা রহস্যের মধ্যে মিশে যাবেন দর্শকরা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানা দেখানোর জন্য সপ্তাহের প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকছে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম-এর এই ফ্যাসিনেটিং ফিজিক্সের গ্যালারি।

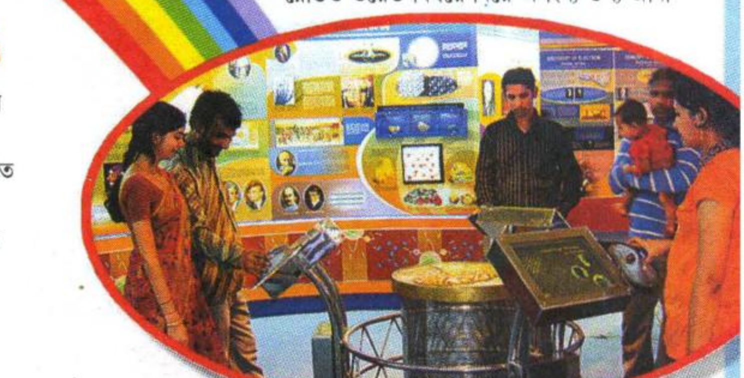

অভিনব গেম 'ক্যান্ডি ল্যান্ড'

এ এক দারুণ বোর্ড গেম। একদম ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য এই খেলার জুড়ি মেলা ভার। খেলতে-খেলতে মজা আর ফ্যান্টাসির এক আশ্চর্য জগতে পৌঁছে যাবে ছোটরা। খেলার দৌলতে কখনও তারা পৌঁছে যাবে পিপারমেন্ট ফরেস্ট, কখনও গামড্রপ মাউন্টেন-এ আবার কখনও বা চকোলেট সোয়াম্প-এ। তিন থেকে ছ' বছরের ছেলেমেয়েদের জন্যই এই বোর্ড গেম, ক্যান্ডি ল্যান্ড। দু'জন বা তারও বেশি ছেলেমেয়ে খেলতে পারে এই খেলা। দাম, ২৪৯ টাকা।

বই

রাজুর গোয়েন্দাগিরি

আবির গুপ্ত

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
দাম: ৩০ টাকা

বিচিত্র অভিযানের গল্প

আবির গুপ্ত

কথা ও কাহিনি
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
দাম ৩৫ টাকা

রাজুর চোখের সামনে ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়ে গেল। পুলিশ ও গোয়েন্দাদের সঙ্গে ডাকাতের সন্ধানে বেরিয়ে কীভাবে রাজুর সাহায্যে ডাকাতদলের লিডারকে ধরে ফেলল পুলিশ, তা জানতে হলে পড়ে ফেলতে হবে 'রহস্যময় ব্যাঙ্ক ডাকাতি' গল্পটি। এটি 'রাজুর গোয়েন্দাগিরি' বইয়ের প্রথম গল্প । দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'মোরাবাদিতে মরা দেহ'। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর বাবা-মা'র সঙ্গে রাঁচিতে গিয়ে রাজু সমাধান করল 'মোরাদাবাদ হিল'-এর রহস্যজনক খুনের। জমজমাট গল্পটি পড়তে শুরু করলে শেষ না করে থামা যাবে না। 'বিচিত্র অভিযানের গল্প' বইটিতে রয়েছে গা ছমছমে নানা অভিযানের কাহিনি। রয়েছে ক্যাপ্টেন স্কটের দক্ষিণ মেরু অভিযান বা জিম করবেটের শিকার অভিযানের মতো রোমহর্ষক সত্য ঘটনা। জানা যাবে প্রথম আন্টার্কটিকা অভিযানের কথাও। এরকম মোট ১৬ টি গল্পের সঙ্কলন এই বইটি। বইটির অলঙ্করণ সুন্দর। ছাপার টাইপ পয়েন্ট আর-একটু বড় হলে ভাল হত।

পলকা ছড়া

বিশোক শীল

অতিমানস প্রকাশনী
ওয়াটারলু স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০৬৯
দাম: ৩০ টাকা

ছড়ার এই বইটিতে কয়েকটি ছড়ায় যে ছন্দ বা মিলের দুর্বলতা নেই তা নয়, তবে এককথায় বইটি ভাল। যেমন 'ও পাড়ার ডাকতার/বড় বেশি ডাঁট তার অথবা 'ট্রাম বাসে খইনি/ মিনিবাসে ধূমপান/ওনাদের মৌতাতে/আমাদের যায় প্রাণ কিংবা 'আন বালা আন চুড়ি আন হার আন দুল/সীমা যাবে সিনেমায় হেঁটে হেঁটে আন্দুল' ছড়াগুলো পড়তে সত্যিই ভাল লাগে। দু'টি লিমেরিক সমেত মোট ৬৩ টি ছড়ার এই বইটির প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ বিশোক শীলেরই।

ভাইবস্™

স্লিমিং আর বিউটি ক্লিনিকের শেষ কথা

স্লিমিং প্যাকেজ

• ওয়েট লস প্রোগ্রাম • মেইনটেনান্স প্রোগ্রাম • বডি টোনিং এবং ফার্মিং
• বডি কন্ট্যরিং • বডি থেরাপিগুলি • বডি ডিটক্সিফিকেশন
• স্ট্রেচ মার্ক হাল্কা করা হয়

বিউটি প্যাকেজ

• *ইয়ুথ ভাইবস্* : অ্যান্টি রিংকল • *ক্লিয়ার ভাইবস্* : অ্যান্টি ট্যান
• *হিলীং ভাইবস্* : অ্যান্টি অ্যাকণে • *ফ্রেস ভাইবস্* : ডাল এবং ডিহাইড্রেট হওয়া ত্বক • *ফেয়ার ভাইবস্* : স্কিন লাইটেনিং ট্রীটমেন্ট
• *মিস্টিক ভাইবস্* : ডি-স্ট্রেস এবং রিল্যাক্স

হেয়ার ট্রীটমেন্ট প্যাকেজ

• *শাইনিং সিল্ক* : নিষ্প্রাণ চুলের জন্য ডীপ কন্ডিশনিং
• *ক্লিয়ার সিল্ক* : অ্যান্টি-ড্যানড্রফ • *সফ্‌ট সিল্ক* : নিষ্প্রাণ চুলের জন্য
• *স্ট্রং সিল্ক* : চুল বৃদ্ধিতে উন্নতি ঘটায় এবং চুল ওঠা বন্ধ করে
• হেয়ার এক্সটেনশন

পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ বিউটি সেলুন

লেজার হেয়ার রিমুভ্যাল ট্রীটমেন্ট
বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা করানো হয় সারাজীবনের গ্যারান্টী সহ।

AN ALANKAR GROUP ENTERPRISE

Open all 7 days.

Vibes Centres:

Theatre Road: 47-A, Theatre Road, Kolkata - 700017 (Opposite Kala Mandir).
Ph: 033-22809221, 22809222, 22810976, Fax - 033-22812120.
Alipore: 5 - B, Judges Court Road, Alipore, Kolkata - 700027. Ph: 033-24488148, 24488158, 24488168.
Phoolbagan: 96, Hem Chandra Naskar Road, Kolkata - 700010. Ph: 033-23631701, 23631702, 23631703.
NEW DELHI - East Delhi: Ph: 011-22426606, 22427777, 22057766, 22460244
South Delhi: Ph: 011-26196606/77, 32621812, 41354812, 9871135956
HYDERABAD - Banjara Hills: Ph: 040-23315954/55, 30978474/75
BANGALORE - Koramangala: Ph: 9945341548, 25536606/12, 25505982
Corporate Office: D-5, Hauz Khas, New Delhi - 16. Tel. : 011-26536606/12, 41656607.
E-mail : corporate@vibes.co.in website : www.vibes.co.in

*Conditions apply. Results may vary from person to person.

Vibes™
Look good. Feel good.
An ISO 9001:2000 Certified Company

• DELHI • KOLKATA (Opening soon in Siliguri) • HYDERABAD • BANGALORE

www.armscommunications.com/1013/04/06

ANANDAMELA JUNE 2006 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 INR 10.00
LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06

পুশ্ । পাওয়ার । এক্সপ্লোর ।

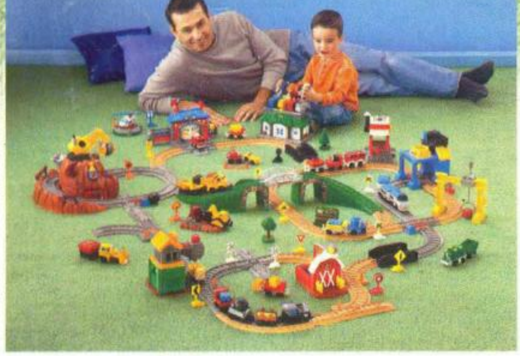

আপনার সোনামণি জিওট্র্যাক্স™ রেল অ্যাণ্ড রোড সিস্টেম-এ রোমাঞ্চকর অভিযানের জগত আবিষ্কার করবেই। এর চালনাশক্তি হ'ল কল্পনা আর সহজে ব্যবহারযোগ্য রিমোট কন্ট্রোল-যা ওকে সবকিছু প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে সাহায্য করে (পুরো সাউণ্ড এফেক্টসহ), আর সবটাই ও নিজেনিজে করতে পারে! এই সিস্টেমে যানবাহনগুলিও কাজ করে রিমোট ছাড়াই-শুধু ট্র্যাকে ঠেলে দিলেই হ'ল। খেলার জন্যে কতরকমের উপায় আছে, কতকিছু করার আছে। যত বেশি সংগ্রহ করবেন, মজাটাও তত বাড়তে থাকবে!

কল্পনার পাখা মেলে-দেওয়া এক জগত!

Fisher-Price
play. laugh. grow.™

www.fisher-price.com

To get the 2006 Fisher-Price® magalog, write in with your name, address, pincode, telephone number and email to:
Fisher-Price®- Mattel Toys (I) Pvt. Ltd: Phoenix house, B wing, 4th floor, Lower Parel, Mumbai-400013.

You can find the entire Fisher-Price® range at: All leading departmental and toy stores At Fisher-Price® Flagship Stores: Shoppers' Stop: Mumbai **Piramyd:** Mumbai, Ahmedabad **Kemp Fort:** Bangalore **Toy park:** Delhi **Kiddieland:** Delhi **Manoj stores:** Mumbai **Little Kangaroos:** Mumbai **Junior Shoppe**: Mumbai **Odyssey**: Chennai **HunkyDory:** Chennai **Babyshop:** Trivandrum **Styleplus:** Trivandrum **Mum's Mall:** Chandigarh **Eddy's:** Ludhiana **K.K. Toys:** Jaipur **Toys town:** Jodhpur **Nirupam Store:** Bhopal **Toy Corner:** Indore **Preferred Fisher-Price® Partners: Odyssey:** Hyderabad; Coimbatore; Salem; Trichy **Agra:** Toddlers Shoppe **Ahmedabad:** Crossword; Ding Dong, Maruti Toy Land, Femina Town, Kavita Electronics; Shree Kampanwala; Toys World **Amritsar:** Ebony **Bangalore:** Always New; Baby Shoppe; Blue N Pink; Toy World; Toys N Toys; Baby Shop; Kid's & Gifts; Little Boss; Silver Spoon; Vellara Avenue **Baroda:** The Shoppee; For U **Bhubhaneshwar:** Toy Story **Chennai:** Sona Enterprises; Tunic City; Baby Lou; Atrium; Connexions; Toys'R'here **Coimbatore:** Vijay Agency **Cochin:** Paiko; Cherin; Jolly **Chandigarh:** Rama; Kap Kids; Chopra Bros; Budhiraja Stores **Delhi:** Baby Walkers; Big Jo's; Dezine; Kidz Land; Mom's Darling; Smiles; S.M. Allied; Standard's; Toy Fort; Toy Kingdom; Bibs n Cribs; Maya Toys; S.V.Shorie; Gift Palace; Maya Sports **Goa:** Baby Basics; Walkover; Poshak; Baby Needs **Gurgaon:** Maya's **Guwahati:** Sohum Shoppe; Eastrends (Hub) **Hyderabad:** Walden; Shishu; Parul Toys; Toys N Kids Planet; Kids Zone **Indore:** Crossroad; Lifetime; Sadbhavana **Jaipur:** Vishnu Store **Jallandhar:** Kapsons **Kolkata:** Little Johnie; Kidzz; Infant Shoppe; Toy Story; Wonderland Toys **Kota:** Play House **Lucknow:** Cubes; Toy Story **Ludhiana:** Khanna's Toy World; Ebony; Kiddy's; Kids n Moms; **Moga :** Kids Cave **Mumbai:** Big Tom; Kamdhenu; Crossword, Kemps Corner; Comfort-The Kidz Station; Festoons; Amarsons (Bandra); Green Bell; Just Moms; Premsons; Soham Collection; Me n Moms; Roopam; Maru (Vashi); Twinkle; Trios; Well-wisher **Noida:** Toy World; Child Junction **Patiala:** New Bies **Panchkula :** Just 4 Kids **Pune:** Crossword; Toy World; Bonsaii; Greetwell; Maitrik; The World of Toys; Millenium **Rajkot:** Bachpan **Sri Nagar :** Pick N Choose; Always New **Surat:** Sahaj superstore; Dhiral Sons -The Toy Shop; Fashion World **Shillong:** Hallmark Cards & Gift **Vizag:** Mira Collection.

Fisher-Price® also available at all CSD outlets.

Fisher-Price®, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052, USA © 2006 Mattel, Inc. All Rights Reserved.